Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী ২০০৯

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১২তম বর্ষ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ইং ৫ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

গাযায় লুণ্ঠিত মানবতা : বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হও

ফিলিস্তীনের গাযা ভূখণ্ডে তিন সপ্তাহব্যাপী মুসলিম নিধন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর সম্প্রতি আগ্রাসী ইসরাঈল সেখানে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছে। প্রায় দেড় সহস্রাধিক নারী-পুরুষ নিহত হয়েছে এবং আহত ও পঙ্গু হয়েছে পাঁচ সহস্রাধিক। নিহতদের এক তৃতীয়াংশই নিষ্পাপ শিশু। সমস্ত গাযা শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। যারা এখনো বেঁচে আছে, তারা ইসরাঈলের নিক্ষিপ্ত ফসফরাস গ্যাসে ও অন্যান্য কারণে জটিল স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের প্রতিনিধিদল বিধ্বস্ত শহর পরিদর্শন শেষে গাযা পুনর্গঠনে অন্যূন দু'শো কোটি ডলার প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ধনকুবেররা হয়ত ডলার দিবেন, কিন্তু যে জীবনগুলি হারিয়ে গেছে, তা কি কেউ ফেরৎ দিতে পারবেন? প্রায় হাযার বছর পূর্বে খৃষ্টান ক্রুসেডাররা যখন ফিলিস্তীনে আগ্রাসন চালিয়েছিল, সে সময় তারা মসজিদুল আক্বছায় আশ্রয় গ্রহণকারী সত্তর হাযারের অধিক মুসলমানকে এক সপ্তাহের মধ্যে হত্যা করেছিল। আজও সেই খৃষ্টান আমেরিকার সহায়তায় ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের নেতারা নির্বিবাদে মুসলিম হত্যা করে চলেছে। যার বিরুদ্ধে এখন খোদ ইহুদী জনগণ ফুঁসে উঠেছে।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ১৫ হিজরী সনে ফিলিস্তীন ইসলামী খেলাফতভুক্ত হয়। তার পূর্ব থেকে এ যাবত ফিলিস্তীন সর্বদা একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। তুরস্কের ওছমানীয় খেলাফতের অধীনে দীর্ঘ প্রায় চারশো বছর ফিলিস্তীন এক প্রকার স্বাধীন রাষ্ট্রই ছিল। মুসলিম-ইহুদী সবাই সেখানে মিলেমিশে বসবাস করত। কিন্তু ১ম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪) পর ইরাক ও ফিলিস্তীন যখন অন্যতম বিজয়ী পক্ষ ইংরেজদের দখলে চলে যায়, তখন থেকেই ফিলিস্তীনে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা হ'তে থাকে। যা

প্রকাশ্যে রূপ নেয় ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বৃটেন কর্তৃক বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেলফোর দুনিয়ার সকল ইহুদীর জন্য এখানে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয় ১৯৪৮ সালে।

ফিলিস্তীনের লোকসংখ্যার শতকরা ৯৩ ভাগ ছিল আরব এবং বাকী মাত্র ৭ ভাগ ছিল দেশীয় ইহুদী। অতঃপর শুরু হ'ল মুসলিম বিতাড়ন ও নির্যাতনের পালা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারীদের হাতে নির্যাতিত ও বিতাড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীগণ রাতারাতি উদ্বাস্তু হয়ে পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্র সমূহে আশ্রয় শিবিরের বাসিন্দা হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত। বহিরাগত ইহুদীরা এসে ফিলিস্তীনীদের মাতৃভূমি দখল করে নিল। যারা সেখানে রয়ে গেছেন মাটি কামড়ে, তাদের উপরে চলছে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের অবৈধ সৃষ্টি ইসরাঈলের বোমা হামলা ও রক্তের হোলি খেলা। হামাস-এর অপরাধ তারা ইসরাঈলের অভ্যন্তরে রকেট হামলা করে। হাঁ, বাঁচার জন্য তাদের এতটুকুরও অধিকার নেই। অতএব তাদের দমনের জন্য চালানো হয়েছে ট্যাংক ও বিমান হামলা। তাতে তিন সপ্তাহে ইসরাঈলে নিহতের সংখ্যা তের। অথচ ফিলিস্তীনে নিহত হয়েছে দেড় সহস্রাধিক। বোমা হামলার সাথে চালানো হয়েছে নিষিদ্ধ ঘোষিত ফসফরাস গ্যাসের হামলা। এ গ্যাস বোমা যেখানে পড়ে তার আশপাশের সব মানুষ পুড়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় অন্য মানুষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। টিভি পর্দায় ও পত্রিকার পৃষ্ঠায় নিরপরাধ নারী, বৃদ্ধ ও ফুলের মত নিষ্পাপ শিশুদের সারিবদ্ধ লাশ প্রতিদিন দেখেছে দুনিয়ার মানুষ। তা দেখে কেঁদেছে মানবতা, কেঁদেছে বিবেক। কিন্তু কাঁদেনি তারা, যাদের হাতে আল্লাহ ক্ষমতা দান করেছেন। কাঁদেনি বুশ, কাঁদেনি ওবামা, কাঁদেনি এহুদ ওলমার্ট। কাঁদেনি মুসলিম বিশ্বের কাপুরুষ রাষ্ট্রনেতাদের বুক। কিন্তু কেঁদেছেন একজন, যিনি আছেন সবার অলক্ষ্যে সবার উপরে। নিশ্চয়ই তাঁর অমোঘ শাস্তি নেমে আসবে ঐ যালেমদের উপর। যারা শক্তির অপব্যবহার করছে ঠুনকো অজুহাত দেখিয়ে। কারণ যারা মরছে ওরা মুসলমান। ওরা বেঁচে থাকলে যে আল্লাহ্র নাম নিবে। অতএব ওদের খতম করাই কর্তব্য।

তাইতো দেখছি জর্জ ডব্লিউ বুশ যখন ইসরাঈলের গাযা অভিযানের পক্ষে সাফাই গান, তখন তার বিরোধী দলের ভাবী প্রেসিডেন্ট বরাক ওবামা চুপটি মেরে থাকেন। এর কারণ বুশের রিপাবলিকান ও ওবামার ডেমোক্রেটিক উভয় দলই ইহুদী লবীর কাছে যিম্মী। তাই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইসরাঈলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটা বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিতেও সাহস করেননি বুশের প্রতিনিধি। এখন বরাক ওবামা কি পারবেন মযলূম মানবতার পক্ষে সাহসী ও উদার ভূমিকা রাখতে? ধন্যবাদ তুর্কি প্রধানমন্ত্রী রিসেপ এরদোগানকে, যিনি সুইজারল্যাণ্ডের ডাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সম্মেলনে রণোন্মাদ ইসরাঈলী প্রেসিডেন্ট শেমন পেরেজের মুখের উপর বলেছেন, 'আপনি একজন খুনী। আপনার হাত ফিলিস্তীনীদের রক্তে রঞ্জিত'। অতঃপর গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ভড়ংধারী বিশ্বনেতাদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ধিক্কার ও প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি সম্মেলন ত্যাগ করে সোজা নিজ দেশে চলে এসেছেন। তার এ সাহসী প্রতিবাদ সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। ইস্তাম্বুল বিমান বন্দরে তাই হাযারো মানুষ তাকে বরণ করে নিয়েছে বীরোচিত সম্বর্ধনা দিয়ে। মযলূম মানবতার পক্ষে কথা বলার জন্য আমরাও তাকে অভিনন্দন জানাই। আমরা চাই মুসলমানের ঘুমন্ত ঈমান জেগে উঠুক! লুণ্ঠিত মানবতার পক্ষে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হউক! আল্লাহ তুমি সাহায্য কর। আমীন! *[স.স.]*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৫ম কিস্তি)

৬. হযরত ইবরাহীম (আঃ)

ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্ভবতঃ এগারোতম অধঃস্তন পুরুষ। নূহ থেকে ইবরাহীম পর্যন্ত প্রায় ২০০০ বছরের ব্যবধান ছিল। হযরত ছালেহ (আঃ)-এর প্রায় ২০০ বছর পরে ইবরাহীমের আগমন ঘটে। ঈসা থেকে ব্যবধান ছিল ১৭০০ বছর অথবা প্রায় ২০০০ বছরের। তিনি ছিলেন 'আবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের পিতা এবং তাঁর স্ত্রী 'সারা' ছিলেন 'উম্মুল আম্বিয়া' বা নবীগণের মাতা। তাঁর স্ত্রী সারার পুত্র হযরত ইসহাক্ব-এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধর 'বনু ইসরাঈল' নামে পরিচিত এবং অপর স্ত্রী হাজেরার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে জন্ম নেন বিশ্বনবী ও শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যাঁর অনুসারীগণ 'উম্মতে মুহাম্মাদী' বা 'মুসলিম উম্মাহ' বলে পরিচিত।

বাবেল হ'তে তিনি কেন'আনে (ফিলিস্তীন) হিজরত করেন। সেখান থেকে বিবি সারা-র বংশজাত নবীগণের মাধ্যমে সর্বত্র তাওহীদ বিস্তার লাভ করে। অপর স্ত্রী বিবি হাজেরার পুত্র ইসমাঈলের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ ও তার আশপাশ এলাকায় তাওহীদের প্রচার ও প্রসার হয় এবং অবশেষে এখানেই সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে। এভাবে ইবরাহীমের দুই স্ত্রীর বংশজাত নবীগণ বিশ্বকে তাওহীদের আলোয় আলোকিত করেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দেহসৌষ্ঠব ও চেহারা মুবারক পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর ন্যায় ছিল। যা তিনি মে'রাজ থেকে ফিরে এসে উম্মতকে খবর দেন।[৬৩]

আবুল আম্বিয়া ও সাইয়েদুল আম্বিয়া:

ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন ইহুদী-খৃষ্টান-মুসলমান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পিতা। কেননা আদম (আঃ) হ'তে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ১০/১২ জন নবী বাদে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত ১ লাখ ২৪ হাযার পয়গম্বরের প্রায় সকলেই ছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, আলে ইবরাহীম ও আলে ইমরানকে নির্বাচিত করেছেন' *(আলে ইমরান ৩/৩৩)*। এই নির্বাচন ছিল বিশ্ব সমাজে আল্লাহর তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। ইবরাহীম ছিলেন নবীগণের পিতা এবং পুত্র মুহাম্মাদ ছিলেন নবীগণের নেতা, এ বিষয়টি সর্বদা মুমিনের মানসপটে জাগরুক রাখার জন্য দৈনিক ছালাতের শেষ বৈঠকে পঠিত দরূদের মধ্যে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদের উপরে এবং উভয়ের পরিবারের উপরে আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষণের জন্য দো'আ করার বিধান রাখা হয়েছে। ইবরাহীমের বংশে বরকত হ'ল নবুঅত ও ঐশী কিতাবের বরকত এবং মুহাম্মাদের ও তাঁর বংশে বরকত হ'ল বিজ্ঞানময় কুরআন ও হাদীছ এবং তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বরকত।

ইবরাহীম ও তাঁর বংশধর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.

'আমরা তাকে দান করলাম ইসহাক্ব ও ইয়াকূবকে এবং তাঁর বংশধরগণের মধ্যে প্রদান করলাম নবুঅত ও কিতাব। তাকে আমরা দুনিয়াতে পুরস্কৃত করলাম। নিশ্চয়ই পরকালে সে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আনকাবূত ২৯/২৭)*।

অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً.

'যারা আল্লাহ ও শেষদিবসের (অর্থাৎ আখেরাতে মুক্তির) আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের (মুহাম্মাদের) মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। অতঃপর তাঁর পরিবার সম্পর্কে বলা হয়েছে,

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً.

'হে নবী পরিবারের সদস্যগণ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। শেষ যামানায় ইমাম মাহদী আসবেন হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশধরগণের মধ্য হ'তে এ বিষয়ে বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৬৪] এইভাবে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদের নাম পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত দিকে দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হ'তে থাকবে। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

নবী ইবরাহীম:

আদম, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা প্রমুখ দু'তিন জনের ব্যতিক্রম বাদে নূহ (আঃ) সহ অন্যান্য সকল নবীর ন্যায় ইবরাহীমকেও আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেন। উম্মতে মুসলিমার পিতা হযরত ইবরাহীম

৬৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৬ 'মে'রাজ' অনুচ্ছেদ।*

৬৪. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৪; হাকেম ৪/৫৫৭-৫৮ পৃঃ প্রভৃতি।*

Contents

(আঃ) পশ্চিম ইরাকের বছরার নিকটবর্তী 'বাবেল' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এই শহরটি পরবর্তীতে সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে জাদুর জন্য বিখ্যাত হয় *(বাক্বারাহ ২/১০২)*।

এখানে তখন কালেডীয় (كلدانى) জাতি বসবাস করত। তাদের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন নমরূদ। যিনি তৎকালীন পৃথিবীতে অত্যন্ত উদ্ধত ও অহংকারী সম্রাট ছিলেন। তিনি প্রায় চারশো বছর রাজত্ব করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজে 'উপাস্য' হবার দাবী করেন।[৬৫] আল্লাহ তারই মন্ত্রী ও প্রধান পুরোহিত 'আযর'-এর ঘরে বিশ্বনেতা ও বিশ্ব সংস্কারক নবী ইবরাহীমকে মুখ্যতঃ কালেডীয়দের প্রতি প্রেরণ করেন। ইবরাহীমের নিজ পরিবারের মধ্যে কেবল সহধর্মিনী 'সারা' ও ভ্রাতুষ্পুত্র 'লূত্ব' মুসলমান হন।

স্ত্রী 'সারা' ছিলেন আদি মাতা বিবি হাওয়ার পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মহিলা। তিনি ১২৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।[৬৬] সারার মৃত্যুর পরে ইবরাহীম পরপর দু'টি বিয়ে করেন এবং ৬+৫=১১টি সন্তান লাভ করেন।[৬৭]

হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে প্রধানতঃ আলোচনা এসেছে পাঁচটি সূরায়। যথাঃ (আন'আম ৬/৭৫-৮০), (মারিয়াম ১৯/৪১-৫০), (আম্বিয়া ২১/৫১-৭২), (শো'আরা ২৬/৬৯-১০৪) ও (আনকাবূতে ২৯/১৬-২৭)। এতদ্ব্যতীত সূরা বাক্বারাহ ২/২৫৮-২৬০, আলে ইমরান ৩/৩৩, নিসা ৪/৫৪, তওবাহ ৯/৭০, হূদ ১১/৭১, ইবরাহীম ১৪/৩৭, হাজ্জ ২২/৪৩, ছাফফাত ৩৭/৮২-১১৩ প্রভৃতি সূরায়ও আলোচনা এসেছে। আমরা এখানে সাধ্যমত সেগুলি সাজিয়ে কাহিনী আকারে পেশ করার চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ।

সামাজিক অবস্থাঃ

ইবরাহীমের আবির্ভাবকালীন সময়ে কালেডীয় সমাজ শিক্ষা ও সভ্যতায় শীর্ষস্থানীয় ছিল। এমনকি তারা সৌরজগত নিয়েও গবেষণা করত। কিন্তু অসীলা পূজার রোগে আক্রান্ত হয়ে তারা আল্লাহকে পাবার জন্য বিভিন্ন মূর্তি ও তারকা পূজা করত। হযরত ইবরাহীম উভয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাওহীদের হাতিয়ার নিয়ে প্রেরিত হন।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দাওয়াত ঃ কওমের প্রতি-

সকল নবীর ন্যায় ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কওমকে প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

'স্মরণ কর ইবরাহীমকে, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ'। 'তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর নিকটে রিযিক তালাশ কর। তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই নিকটে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(আনকাবূত ৩৩/১৬-১৭)*।

ইবরাহীম (আঃ) উক্ত দাওয়াতের মধ্যে কেবল আল্লাহর স্বীকৃতি কামনা করেননি। বরং স্বীকৃতির ফলাফল (ثمرة الإقرار) আশা করেছিলেন। অর্থাৎ তারা যেন আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে মান্য করে এবং কোন অবস্থায় তা লংঘন না করে। কেননা স্বীকৃতির বিপরীত কাজ করা তা লংঘন করার শামিল।

দাওয়াত পিতার প্রতিঃ মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তাওহীদের দাওয়াত-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً، إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً، يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً، يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً، يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً.

'তুমি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নবী' *(৪১)*। 'যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! তুমি তার পূজা কেন কর, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না? *(৪২)*। 'হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব' *(৪৩)*। 'হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য' *(৪৪)*। 'হে আমার পিতা! আমি আশংকা করছি যে, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবে' *(মারিয়াম ১৯/৪১-৪৫)*।

৬৫. *তারীখুল আম্বিয়া পৃঃ...*।
৬৬. *তারীখুল আম্বিয়া, পৃঃ ৭৪*।
৬৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ..*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ،

'স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ' *(আন'আম ৬/৭৪)*।

কিন্তু ইবরাহীমের এই প্রাণভরা আবেদন পিতা আযরের হৃদয় স্পর্শ করল না। রাষ্ট্রের প্রধান পুরোহিত এবং সম্রাটের মন্ত্রী ও প্রিয়পাত্র হওয়ায় সম্ভবতঃ বিষয়টি তার প্রেস্টিজ ইস্যু হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، 'যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে স্ফীত করে। অতএব তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হ'ল নিকৃষ্টতর ঠিকানা' *(বাক্বারাহ ২/২০৬)*। বস্তুতঃ অহংকারীদের চরিত্র সর্বত্র ও সর্বযুগে প্রায় একই হয়ে থাকে।

পিতার জবাব:

পুত্রের আকুতিপূর্ণ দাওয়াতের উত্তরে পিতা বলল, قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً، 'হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর মেরে চূর্ণ করে ফেলব। তুমি আমার সম্মুখ হ'তে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও' *(মারিয়াম ১৯/৪৬)*।

ইবরাহীমের জবাব:

পিতার এই কঠোর ভাষণ শুনে পুত্র ইবরাহীম বললেন, قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيّاً، 'তোমার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আমি আমার পালনকর্তার নিকটে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি মেহেরবান'। 'আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা পূজা কর তাদেরকে। আমি আমার পালনকর্তাকে আহ্বান করব। আশা করি আমার পালনকর্তাকে আহ্বান করে আমি বঞ্চিত হব না' *(মরিয়াম ১৯/৪৭-৪৮)*।

পিতাকে ও নিজ সম্প্রদায়কে একত্রে দাওয়াত:

আল্লাহ বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ.

'আর তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন' *(৬৯)*। 'যখন তিনি স্বীয় পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে ডেকে বললেন, তোমরা কিসের পূজা কর'? *(৭০)*। তাঁরা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারাক্ষণ এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি' *(৭১)*। 'তিনি বললেন, তোমরা যখন আহ্বান কর, তখন তারা শোনে কি'? *(৭২)*। 'অথবা তারা তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে কি'? *(৭৩)*। 'তারা বলল, না। তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে পেয়েছি, তারা এরূপই করত' *(৭৪)*। ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের তোমরা পূজা করে আসছ'? *(৭৫)*। 'তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা' *(৭৬)*। 'তারা সবাই আমার শত্রু বিশ্ব পালনকর্তা ব্যতীত' *(৭৭)*। 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন' *(৭৮)*। 'যিনি আমাকে আহার ও পানীয় দান করেন' *(৭৯)*। 'যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন' *(৮০)*। 'যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর

Contents

পুনর্জীবন দান করবেন' *(৮১)*। 'আশা করি শেষ বিচারের দিন তিনি আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দিবেন' *(৮২)*। 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(৮৩)*। 'এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর' *(৮৪)*। 'তুমি আমাকে নে'মত পূর্ণ জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(৮৫)*। (হে প্রভু) তুমি আমার পিতাকে ক্ষমা কর। তিনি তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত' *(৮৬)* এবং পুনরুত্থান দিবসে তুমি আমাকে লাঞ্ছিত কর না' *(৮৭)*। 'যে দিনে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না' *(৮৮)* 'কিন্তু যে ব্যক্তি সরল হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে' *(৮৯)*। (ঐ দিন) জান্নাত আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে' *(৯০)*। 'এবং জাহান্নাম বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে' *(৯১)*। '(ঐ দিন) তাদেরকে বলা হবে: তারা কোথায় যাদেরকে তোমরা পূজা করতে' 'আল্লাহর পরিবর্তে? *(৯২)* তারা কি (আজ) তোমাদের সাহায্য করতে পারে কিংবা তারা কি কোনরূপ প্রতিশোধ নিতে পারে'? *(৯৩)*। 'অতঃপর তাদেরকে এবং (তাদের মাধ্যমে) পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে' *(৯৪)* 'এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে' *(৯৫)*। 'তারা সেখানে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে বলবে' *(৯৬)* 'আল্লাহর কসম! আমরা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম' *(৯৭)*, 'যখন আমরা তোমাদেরকে (অর্থাৎ কথিত উপাস্যদেরকে) বিশ্ব-পালকের সমতুল্য গণ্য করতাম' *(৯৮)* 'আসলে আমাদেরকে পাপাচারীরাই পথভ্রষ্ট করেছিল' *(৯৯)*। 'ফলে (আজ) আমাদের কোন সুফারিশকারী নেই' *(১০০)* 'এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই' *(১০১)*। 'হায়! যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ পেতাম, তাহ'লে আমরা ঈমানদারগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম' *(১০২)*। 'নিশ্চয়ই এ ঘটনার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশ বিশ্বাসী ছিল না' *(১০৩)*। 'নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা পরাক্রান্ত ও দয়ালু' *(শো'আরা ২৬/৬৯-১০৪)*।

স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়ের নিকেট ইবরাহীমের দাওয়াত ও তাদের জবাবকে আল্লাহ অন্যত্র নিম্নরূপে বর্ণনা করেন যেমন- ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন,

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، ´الَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ، قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.

'এই মূর্তিগুলি কি যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ'? *(৫২)*। 'তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপ পূজা করতে দেখেছি' *(৫৩)*। 'তিনি বললেন, তোমরা প্রকাশ্য গুমরাহীতে লিপ্ত আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও' *(৫৪)*। 'তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ এসেছ, না তুমি কৌতুক করছ'? *(৫৫)*। 'তিনি বললেন, না। তিনিই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এ বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা' *(৫৬)*। 'আল্লাহর কসম! যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা কিছু করে ফেলব' *(আম্বিয়া ২১/৫২-৫৭)*।

দাওয়াতের সারকথা ও ফলশ্রুতি:

মূর্তিপূজারী পিতা ও সম্প্রদায়ের নেতাদের নিকটে ইবরাহীমের দাওয়াত ও তাদের প্রদত্ত্ব জবাবের সার কথাগুলি নিম্নরূপ:

১। ইবরাহীম তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেন। তিনি মূর্তি পূজার অসারতার বিষয়টি তাদের সামনে বলে দেন। কেননা এটি ছিল সকলের সহজবোধ্য। কিন্তু তারা মূর্তিপূজার অসীলা ছাড়তে রাযী হয়নি। কারণ শিরকী প্রথার মধ্যে নেতাদের লাভ ছিল মাল-সম্পদ ও দুনিয়াবী সম্মানের নগদ প্রাপ্তি। পক্ষান্তরে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে এসবের প্রাপ্তি যোগ নেই। শিরকী পূজা-পার্বনের মধ্যে গরীবদের লাভ ছিল এই যে, এর ফলে তারা নেতাদের কাছ থেকে দুনিয়াবী সহযোগিতা পেত। এ ছাড়াও বিভিন্ন কাল্পনিক ও ভ্রান্ত বিশ্বাস তাদেরকে মূর্তিপূজায় প্ররোচিত করত। পক্ষান্তরে একনিষ্ঠ তাওহীদ বিশ্বাস তাদেরকে এসব থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। যেখানে এক আল্লাহর গোলামীর অধীনে বড়-ছোট সবার জন্য সমান সামাজিক অধিকার নিশ্চিত হয়ে যায়।

২। মূর্তিপূজারীদের কোন সঙ্গত জবাব ছিল না। তারা কেবল একটা কথাই বলেছিল যে, এটা আমাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে চলে আসা প্রথা।

৩। ইবরাহীমের এত কিছু বক্তব্যের পরেও এই অন্ধপূজারীরা বলল, আসলেই তুমি কোন সত্য এনেছ, না আমাদের সাথে কৌতুক করছ? কারণ অদৃশ্য অহীর বিষয়টি তাদের বাস্তব জ্ঞানে আসেনি। কিন্তু মূর্তিকে তারা সামনে দেখতে পায়। সেবা ও পূজা করে তৃপ্তি পায়।

৪। পিতা তাঁকে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার হুমকি দিল এবং বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু তিনি পিতার জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনার ওয়াদা করলেন। এর মধ্যে পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য বোধ ফুটে উঠেছে, যদিও তিনি মুশরিক হন। পরে পিতার কুফরী পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি বিরত হন *(তওবাহ ৯/১১৪)*।

৫। পিতা বহিষ্কার করলেও সম্প্রদায় তখনও বহিষ্কার করেনি। তাই তিনি পুনরায় দাওয়াতে মনোনিবেশ করলেন। যদিও তার ফলশ্রুতি ছিল পূর্বের ন্যায় শূন্য।

Contents

বাধ্য হয়ে তালাক প্রদানের বিধান

*আবু আমীনা আখতারুল আমান**

কোন ব্যক্তিকে নিজ স্ত্রী তালাক দিতে বাধ্য করলে শরী'আতের বিধান মতে সে তালাক কার্যকর হবে না। কারণ বাধ্য হয়ে জানের ভয়ে শিরক-কুফরী করলেও আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ-

'যার উপর যবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করে এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি' *(নাহল ১০৬)*। অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ যবরদস্তিকৃত ব্যক্তি থেকে কুফরীর বিধান উঠিয়ে নিয়েছেন, যদিও সে তার যবান দ্বারা উচ্চারণ করে। এ সম্পর্কে আরো দলীল নিম্নে পরিবেশিত হ'ল-

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল-ভ্রান্তি এবং যা করার জন্য বাধ্য করা হয় তা ক্ষমা করে দিয়েছেন'।[১]

২. তিনি আরো বলেন,

لاَطَلاَقَ، وَلاَعِتَاقَ فِيْ إِغْلاَقٍ،

'বাধ্যগত অবস্থায় তালাক হয় না, দাস মুক্তিও হয় না'।[২]

৩. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لايرى طلاق المكره شيئًا.

'আব্দুর রাযযাক ইকরিমাহর সূত্রে ছহীহ সনদে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বাধ্যকৃত ব্যক্তির তালাককে কিছুই মনে করতেন না'।[৩]

৪. তাবেঈ বিদ্বান আত্বা (রহঃ)-এর অভিমত:

প্রখ্যাত তাবেঈ বিদ্বান আত্বা (রহঃ) সূরা নাহল-এর এই আয়াত দিয়েই উক্ত মতের পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন, إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ، 'কিন্তু যাকে (শিরক-কুফরী) করার প্রতি বাধ্য করা হয়, এমতাবস্থায় যে তার অন্তর ঈমানে অটল, তবে তার কথা ভিন্ন ... *(নাহল ১০৬)*। আত্বা (রহঃ) বলেন, শিরক তালাকের চেয়েও বড় বিষয়।[৪]

হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ বিদ্বান এদিকেই গিয়েছেন যে, বাধ্যগত অবস্থায় তালাক দিলে তা তালাক গণ্য হবে না। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) একইভাবে বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ যখন মানুষের বাধ্যগত অবস্থায় কুফর ও কুফরীর যাবতীয় বিধান রহিত করেছেন কাজেই এভাবেই বাধ্যকৃত ব্যক্তি থেকে ঐ বিষয়কেও রহিত করা হয়েছে, যা কুফরীর নীচে। কারণ সর্বাধিক বড় পাপ অকার্যকর হ'লে তার তুলনায় ছোট পাপ আরো বেশী অকার্যকর হবে, এটাই যৌক্তিক কথা। হাফেয ইবনু হাজার বলেন, ইমাম বুখারী অধ্যায়ের শিরোনামে তালাককে শিরকের দিকে আত্বফ (সংযুক্ত) করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন...।[৫]

অতএব কেউ চাপের মুখে, বাধ্য হয়ে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে না। কাজেই তারা স্বাভাবিকভাবেই ঘর-সংসার করতে পারবে। এটাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা। যারা এর বিপরীত মতামত পেশ করেন তাদের অভিমত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এবং অধিকাংশ ওলামায়ে দ্বীনের ফৎওয়া বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য।

আর বাধ্যগত অবস্থায় তালাককে তালাক গণ্য করা হ'লেও ছহীহ হাদীছ মতে যদি উক্ত তালাক নিয়মতান্ত্রিকভাবে তৃতীয় তালাক না হয়, তবে এক সাথে প্রদত্ত তিন তালাকও এক তালাক বলেই গণ্য হবে। এটাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা।

** লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; দাঈ, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, কুয়েত।*

১. *ইবনু মাজাহ, 'তালাক' অধ্যায়, হা/২০৩৩; হাকেম ২/১৯৮ পৃঃ, হাদীছটিকে ইমাম হাকেম, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনু হিব্বান, শায়খ আলবানী ও আহমাদ শাকের ছহীহ বলেছেন। ইমাম নববী হাসান বলেছেন এবং হাফেয ইবনু হাজার তা সমর্থন করেছেন। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ১/১২৩ পৃঃ, তালখীছুল হাবীর ১/২৮২ পৃঃ; মূসা হাদী প্রণীত 'বুলূগুল মারামের তাখরীজ' পৃঃ ২৭৭, টীকা নং ৪।*

২. *ইবনু মাজাহ, 'তালাক' অধ্যায়, হা/২০৪৬, হাকেম ১/১৯৮, তিনি এটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী ও আলবানী তা সমর্থন করেছেন। দ্রঃ ইরওয়া ১/১২৩ পৃঃ। হাদীছটিকে ইবনু হিব্বান, শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকেরও ছহীহ বলেছেন। নববী তাঁর আরবাঈনে হাসান বলেছেন। হাফেয ইবনু হাজার তা সমর্থন করেছেন। দ্রঃ তালখীছুল হাবীর ১/২৮২; গৃহীত তাখরীজ বুলূগুল মারাম, পৃঃ ২৭৭।*

৩. *দ্রঃ ফাৎহুল বারী, 'কিতাবুল ইকরাহ' তথা যবরদস্তিকরণ অধ্যায়।*

৪. *আছারটি সাঈদ বিন মানছূর তাঁর সুনান গ্রন্থে ছহীহ সনদে সংকলন করেছেন। দ্রঃ ফাৎহুল বারী, 'তালাক' অধ্যায়।*

৫. *ফাৎহুল বারী, 'তালাক' অধ্যায়।*

ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা হচ্ছে একত্রিত তিন তালাক এক তালাক বলেই গণ্য হবে এবং এটা ঐ স্ত্রীর ক্ষেত্রে ছোট 'বায়েন তালাক' বা বিবাহ বন্ধন ছিন্নকারী তালাক বলে গণ্য হবে যে স্ত্রীর সাথে বিবাহোত্তর স্বামী সহবাস করেনি। এই স্ত্রীর উপর কোন ইদ্দত নেই *(আহযাব ৪৯)*। অতএব তালাকের পর পরই তালাক প্রদানকারী স্বামী ইচ্ছা করলে পুনরায় তাকে নতুন মোহর ধার্য করে বিয়ে করতে পারে। অনুরূপভাবে ঐ মহিলা ইচ্ছা করলে তাকে না বিয়ে করে অন্য ব্যক্তিকেও বিয়ে করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি তার সাথে স্বামীর সহবাস হয়ে থাকে এবং ইতিপূর্বে তাকে সে দ্বিতীয় তালাকও দেয়নি এমন হ'লে উক্ত একত্রিত তিন তালাক এক তালাকে রাজঈ বলে গণ্য হবে। এই বিধানই নবীর যুগে, আবুবকরের খেলাফতকালে, এমনকি ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দুই বছর বলবৎ ছিল।[৬]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, এই মতের প্রবক্তা হ'লেন ছাহাবী যুবাইর বিন আওয়াম (রাঃ), আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)। আলী, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে উভয় প্রকার মত বর্ণিত হয়েছে। এটা বহু তাবেঈ ও তাদের পরবর্তী ওলামায়ে দ্বীনেরও অভিমত। যাদের অন্যতম হ'লেন তাঊস, খাল্লাস বিন আমর এবং মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব। এটা দাঊদ যাহেরী ও তার অধিকাংশ সহচরদেরও অভিমত। জাফর বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসাইন এবং তার সুযোগ্য পুত্র জাফর বিন মুহাম্মাদেরও অভিমত এরূপ। এজন্য শী'আদের কেউ কেউ এদিকেই গিয়েছেন। আবু হানীফা, মালেক ও আহমাদ বিন হাম্বল প্রমুখ ইমামদের কতিপয় সহচরদের অভিমতও অনুরূপ।[৭]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ও তাঁর স্বনামধন্য শাগরেদ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম এই মতকেই গ্রহণ করেছেন ও সে অনুযায়ী ফৎওয়া দিয়েছেন।[৮]

হানাফী মাযহাবের সনামধন্য আলেমে দ্বীন রশীদ আহমাদ গাংগোহী এই মতকেই গ্রহণ করেছেন ও সে অনুযায়ী ফৎওয়া দিয়েছেন।[৯] মাওলানা মুমতাযুদ্দীন (রহঃ) অনূদিত বুলূগুল মারামে মুসলিম শরীফের উপরোল্লিখিত হাদীছটির টীকায় বলেন, একত্রে তিন তালাককে এক তালাক রাজঈ গণ্য করাটাই কুরআন-হাদীছের মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ও সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পাকিস্তান সহ মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে যেভাবেই দেয়া হোকনা কেন একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক রাজঈ বলে গণ্য করার সরকারী নির্দেশ জারী করা হয়েছে।

এগুলো একই বৈঠকে তালাক শব্দ তিন বারে উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি একই বাক্যে তোমাকে তিন তালাক দিলাম, বলা হয় তবে এটা কোন দিক থেকেই তিন তালাক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না।[১০]

একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার দলীল :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِى أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এবং আবূ বকর (রাঃ)-এর পূর্ণ শাসন আমলে ও ওমর ফারূক (রাঃ)-এর প্রথম দু'বছরের খেলাফতকাল পর্যন্ত এক সাথে প্রদত্ত তিন তালাককে একটি মাত্র তালাক গণ্য করা হ'ত। তারপর ওমর (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই মানুষ এমন একটি বিষয়ে তাড়াহুড়া শুরু করেছে যাতে তাদের ধির-স্থিরতা অবলম্বনের অবকাশ ছিল, অতএব যদি আমরা তাদের উপর তা জারী করেই দেয় (তাহ'লে হয়তো ভালই হ'ত)। অতঃপর তিনি তা (অর্থাৎ এক সাথে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন বলে) তাদের উপর জারী করে দিলেন'।[১১]

এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, নবী করীম (ছাঃ) ও আবূ বকর (রাঃ)-এর যুগে এমনকি ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের দুই বছর পর্যন্ত তিন তালাককে এক তালাকই গণ্য করা হ'ত। আর এক সাথে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাকই গণ্য করা ছিল ওমর (রাঃ)-এর ইজতিহাদী বিষয়, যা তিনি প্রশাসনিক কারণে বাস্তবায়ন করেছিলেন। কাজেই তাঁর এই ইজতিহাদ মানতে কেউ বাধ্য নয়। বরং এক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছই শিরোধার্য। আর ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী এক সাথে তিন তালাক দিলে শুধুমাত্র এক তালাকই গণ্য হবে।

অতএব স্বামী ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ-

৬. *ছহীহ মুসলিম, 'তালাক' অধ্যায়, হা/২৬৮৯।*
৭. *শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, মাজমূ'আ ফাতাওয়া, ফিকহ অংশ, 'তালাক' অধ্যায়, যাদুল মা'আদ।*
৮. *মাজমূ'আ ফাতাওয়া, ফিকহ অংশ, 'তালাক' অধ্যায়।*
৯. *ফৎওয়া রাশীদিয়্যাহ, ভারত থেকে মুদ্রিত।*
১০. *যাদুল মা'আদ, আর রওযাতুন্নাদিয়্যা, এক মাজলিস কি তিন তালাক, হায়াতে ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ইত্যাদির বরাতে বঙ্গানুবাদ বুলূগুল মারাম ২/৯৫ পৃঃ, টীকা নং ১।*
১১. *মুসলিম, 'তালাক' অধ্যায়, হা/২৬৮৯; বুলূগুল মারাম 'তালাক' অধ্যায়, হা/১১০৪।*

‘তালাক প্রাপ্তাগণ তিন ঋতু পর্যন্ত আত্মসংবরণ করে থাকবে এবং যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তবে আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ হবে না এবং এর মধ্যে যদি তারা সন্ধি কামনা করে, তবে তাদের স্বামীই তাদেরকে গ্রহণ করতে সমধিক স্বত্বাধিকারী’ *(বাক্বারাহ ২২৮)*।

তবে ইদ্দত তথা তিন ঋতু বা তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর, স্বামী ঐ স্ত্রীকে নিতে চাইলে তাদের মাঝে পুনরায় মোহর ধার্য পূর্বক নতুন করে বিয়ে পড়াতে হবে। এজন্য তথাকথিত হিল্লা নামক নোংরা প্রথার কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ-

‘যখন তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও তৎপর তাদের নির্ধারিত সময় (ইদ্দত) পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরে সম্মত হয়ে থাকে, সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিয়ে করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান কর না’ *(বাক্বারাহ ২৩২)*।

হাফেয ইবনু কাছীর অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় নিম্ন বর্ণিত হাদীছ দু’টি এনেছেন।

প্রথম হাদীছ :

عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ أُخْتَ مَعْقَل بْن يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتَهَا فَخَطَبَهَا، فَأَبَى مَعْقَلٌ، فَنَزَلَتْ: فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ،

‘হাসান হ’তে বর্ণিত, মা‘কাল বিন ইয়াসারের বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়ে তাকে ঐভাবেই রেখে দেয়, এমনকি তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়। এরপর সে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু (তার ভাই) মা‘কাল (রাঃ) তাতে অস্বীকৃতি জানান। এরই প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হয়- ‘স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিয়ে করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান কর না’।[১২]

দ্বিতীয় হাদীছঃ ‘মা‘কাল বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তিনি তার বোনকে জনৈক মুসলিম ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেন। তার নিকট তার যতদিন (থাকা ভাগ্যে) ছিল ততদিন অবস্থান করে। এ সময় সে তাকে (এক) তালাক দেয়ার পর আর তাকে রাজ‘আত তথা প্রতিগ্রহণ করেনি। এমনকি তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে তারা একে অপরকে কামনা করতে থাকে। এক পর্যায়ে ঐ ব্যক্তি অন্যান্য প্রস্তাবকদের সাথে সেও তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। প্রতি উত্তরে তিনি (মা‘কাল) বললেন, হে নির্বোধ! আমি তোমাকে তার সাথে বিয়ে দিয়ে সম্মানিত করেছিলাম, কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়েছ। আল্লাহর কসম! সে আর তোমার কাছে ফিরে যাবে না। এটাই তোমার শেষ সম্পর্ক। কিন্তু স্বামীর নিকট স্ত্রীর এবং স্ত্রীর নিকট স্বামীর প্রয়োজন রয়েছে এটা আল্লাহ পূর্বেই অবগত ছিলেন। তাই তিনি এই আয়াতটি নাযিল করলেন, وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قولـه: وأنـتم لاتعلمـون، ‘যখন স্ত্রী লোকদেরকে তালাক দাও তৎপর তারা তাদের নির্ধারিত সময় (ইদ্দতে) পৌঁছে যায় ... অথচ তোমরা জান না’। আয়াতটি মা‘কাল (রাঃ) শ্রবণ করার পর বললেন, আমার প্রতিপালকের কথা শ্রবণ করা ও তা মান্য করা (এটাই আমার লক্ষ্য)। অতঃপর তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, (আস, এখন আমার বোনের সাথে) তোমার বিয়ে দিয়ে তোমাকে সম্মানিত করব।[১৩]

প্রচলিত হিল্লা প্রথা প্রসঙ্গ :

স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে ঘর-সংসার করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে মনোমালিন্য হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এক্ষেত্রে কোন কোন স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিয়ে বসে। কিছুক্ষণ পর মাথা ঠাণ্ডা হ’লে পুনরায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু ফিরিয়ে নেয়ার উপায় কি? যেহেতু সে এ বিষয়ে কিছু জানে না। কাজেই তাকে মুফতী ছাহেবের শরণাপন্ন হ’তে হয়। মুফতী ছাহেব তখন তাকে হিল্লা করার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ স্বীয় স্ত্রীকে অপর একজনের সাথে এক রাতের জন্য বিবাহ দিতে বলেন। নতুন স্বামী একটি রাত তার পাশে রেখে আবার সে তাকে তালাক দিয়ে দিলে তালাকের ইদ্দত অন্তে পূর্বের স্বামী তাকে নতুন বিবাহের মাধ্যমে আবার ফিরিয়ে নিতে পারে। প্রচলিত এই প্রথাকে ‘হিল্লা’ বলা হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী এক সাথে প্রদত্ত তিন তালাক এক তালাকই গণ্য হবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারবে যদি তা ইদ্দতের সময়সীমা তথা তিন ঋতুর মধ্যে হয়। এ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হ’লে নতুন

---

১২. *বুখারী হা/৪৫২৯।*

১৩. *তিরমিযী, হা/২৯৮১, আবুদাঊদ, হা/২০৮৭, ইবনু আবী হাতেম, ইবনু জারীর, তাফসীর তাবারী ৫/১৭-১৮ পৃঃ; তাফসীর ইবনে কাছীর তাহক্বীক্বঃ সামী বিন মুহাম্মাদ আস-সালামাহ (দারু ত্বায়বাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৮ হিঃ/ ১৯৯৭ ইং ১/৬৩২ পৃঃ।*

Contents

বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় উভয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই। কিন্তু অনেকেই মাযহাবী দৃষ্টিভঙ্গিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে এক সাথে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করে যখন বিপদে পড়ে যান বা অন্যকে বিপদে ফেলে দেন তখন এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য বেছে নেন 'হালালা' নামের নোংরা ও বর্বরোচিত পদ্ধতি; যা না ইসলাম সমর্থন করে, আর না কোন সুস্থ বিবেক সমর্থন করে। তদুপরী ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ একশ্রেণীর মূর্খ ফৎওয়াবাজদের ফৎওয়ার চাপে নিরুপায় হয়ে এই নোংরা পথই বেছে নিতে বাধ্য হয়। বাধ্য হয় একসাথে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে এক রাতের জন্য অন্যজনের সাথে তথাকথিত হিল্লা বিয়ে দিতে। অথচ এহেন বর্বর আচরণ ইসলাম তো দূরের কথা হিন্দু ধর্মেও পাওয়া দুষ্কর। এই হিল্লা প্রথা শী'আদের মুত'আ বিয়ে তথা 'কণ্টাক্ট বিবাহ'কেও হার মানিয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, ওমর (রাঃ) এক সাথে দেয়া তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করলেও তিনি কিন্তু স্ত্রী পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য হিল্লা নামের এই জঘণ্য ও নোংরা প্রথা কখনই প্রবর্তন করেননি। বরং তিনি এই হিল্লা প্রথার চরম বিরোধিতা করতেন। তিনি বলেন, 'আমি যদি হিল্লাকারী এবং হিল্লা যে করায় এদেরকে পাই তবে অবশ্যই রজম করে দিব। অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করব।[১৪]

হিল্লা প্রথা হারামঃ এই হিল্লা প্রথা হারামকে হালাল করার কুট কৌশল মাত্র। যা শরী'আতে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَاتَرْتَكِبُوْا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُوْدُ فَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ 'তোমরা ইহুদীদের অনুরূপ কর্ম করবে না, নতুবা সামান্য অপকৌশলে আল্লাহর হারামকৃত বস্তুগুলি হালাল করে নিবে'।[১৫]

প্রকাশ থাকে যে, সুন্নাতী তরীকায় তৃতীয় তালাক হয়ে গেলে স্ত্রী আর ফেরৎ নেওয়া যায় না। যতক্ষণ তার অন্যত্র শর্তহীন স্বাভাবিক বিয়ে না হয়। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 'যদি সে তাকে (তৃতীয়) তালাক দিয়ে দেয়, তাহ'লে সে মহিলা যতক্ষণ উক্ত স্বামী ভিন্ন অন্যকে বিয়ে না করবে ততক্ষণ সে তার জন্য হালাল হবে না' *(বাক্বারাহ ২৩০)*।

অত্র আয়াতে অন্য ব্যক্তির সাথে বিয়ে বলতে স্বাভাবিক বিয়ে উদ্দেশ্য। যার মূল উদ্দেশ্য থাকে শরী'আত সম্মতভাবে ঘর-সংসার করা। এরপর জীবনের কোন এক পর্যায়ে অন্য কোন কারণে তাদের মাঝে তালাক সংঘটিত হ'লে বা সেই স্বামী ইন্তেকাল করলে নির্ধারিত ইদ্দত পালন শেষে পূর্বের স্বামী তাকে পুনরায় বিয়ে করতে পারে। এই প্রকার বিয়েই উক্ত আয়াতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তথাকথিত নাটকীয় হিল্লা বিয়ে মোটেই উদ্দেশ্য নয়। কারণ এই বিয়ের পশ্চাতে ঘর-সংসার করার মোটেই উদ্দেশ্য থাকে না। হারামকে হালাল করাই এর মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহর দরবারে এ ধরনের কুট কৌশল কোনই কাজে আসবে না। অতএব সূদকে যতই বখশিশ বা হাদিয়া বলা হোক কেন সূদ সূদই। ইহুদীদের উপর হালাল পশুর চর্বি হারাম করা হ'লে তারা সেটাকে গলিয়ে তৈল আকারে বিক্রি করে সেই বিক্রয়লব্ধ টাকা ভক্ষণ করত। যার দরুণ তাদের প্রতি আল্লাহ অভিশম্পাত করেছেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ইহুদীদের প্রতি আল্লাহর লা'নত! তাদের উপর চর্বি হারাম করা হ'লে তারা তা আগুণে গলিয়ে তৈল করতঃ বিক্রি করেছিল।[১৬]

এই ইহুদীদের উপর শনিবার মৎস শিকার করা হারাম করা হ'লে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষামূলক সেদিনে মাছগুলি সাগরের কিনারায় বেশী বেশী ভীড় জমাতো। আবার যখন শনিবার পার হয়ে যেত মাছেরা আর কিনারায় আসত না...। এভাবে কিছুদিন যেতে না যেতে শুরু হয় আল্লাহকে ফাঁকি দেয়ার ব্যর্থ কৌশল। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক শুক্রবারে জাল ফেলে রাখত, ফলে মাছগুলি শনিবারে আসলে আর ফেরৎ যেতে পারত না। জালে আটকা পড়ে যেত, তারা সেদিন সেগুলিকে না ধরে রবিবারে ধরত। তাদেরকে এই কুটকৌশল থেকে সতর্ক করা হ'লে বলত আমরা তো শনিবারে মৎস শিকার করিনি, বরং আমরা রবিবারে শিকার করেছি। এভাবে কুটকৌশল অবলম্বনে তাদের মাঝে নিষিদ্ধ দিনে মৎস শিকার করার প্রবণতা বেড়ে গেলে মহান আল্লাহ তাদেরকে বানরে রূপান্তরিত করেছিলেন' *(বাক্বারাহ ৬৫; আ'রাফ ১৬৩-১৬৬)*।

তাদেরকে অন্য কোন জন্তুতে পরিণত না করে কেবল বানরে কেন রূপান্তরিত করা হয়েছিল? এই প্রশ্নের জবাবে মুফাসসিরগণ বলেন, তাদের সেই কুটকৌশল বাহ্যত হালাল মনে হ'লেও যেহেতু তা হারাম ছিল, কাজেই আল্লাহ তাদের কর্মের বিনিময় হিসাবে তাদেরকে এমন একটি জন্তুতে রূপান্তরিত করেছিলেন যা বাহ্যিকভাবে দেখতে মানুষের মত লাগলেও প্রকৃত অর্থে মানুষ নয়। অর্থাৎ 'যেমন কর্ম তেমন ফল' হিসাবে তাদেরকে বানরে রূপান্তরিত করেছিলেন।[১৭]

---

১৪. *ইবনু আবী শায়বাহ, আব্দুর রাযযাক, ইবনুল মুনযির প্রমুখ আছারটি বর্ণনা করেছেন। দ্রঃ আর-রওযাতুন্নাদিয়্যাহ ২/১৭০ পৃঃ।*

১৫. *ইমাম ইবনু বাত্তাহ 'ইবত্বালুল হিয়াল' নামক তার সুবিখ্যাত কিতাবে হাদীছটিকে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।*

১৬. *বুখারী, 'নবীদের হাদীছ' অধ্যায়, হা/৩২০১; মুসলিম, 'মুসাকাত' অধ্যায়, হা/২৯৬১।*

১৭. *তাফসীর ইবনে কাছীর প্রভৃতি।*

Contents

অতএব হালালা ফৎওয়া দানকারীগণ সাবধান! ইহুদীদের ঐসব কুটকৌশলের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। সকল প্রকার গোঁড়ামী পরিত্যাগ করে, উজ্জ্বল শরী'আতের শীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিন। এমন পর্যায়ের মুক্বাল্লিদ হওয়া থেকে বিরত থাকুন যার মাঝে ও গলায় রশী লাগানো পশুর মাঝে কোনই পার্থক্য থাকে না। আল্লাহ যে মহা মূল্যবান জ্ঞান দান করেছেন তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন।

হিল্লাকারী ও হিল্লাকৃত ব্যক্তির পরিণতি :

হিল্লার নিয়তে বিবাহকারীকে নবী করীম (ছাঃ) একজন ভাড়াটে পাঁঠা বা ষাঁড় বলে আখ্যায়িত করেছেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، 'আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে সংবাদ দিব না? যে হিল্লাহ (বিবাহ) করে সেই হ'ল ভাড়াটে ষাঁড় বা পাঁঠা। যে হিল্লা করে এবং যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়ের প্রতি আল্লাহ লা'নত (অভিসম্পাত) করেছেন'।[18]

হিল্লা একটি জঘন্য প্রথা যা আসমানী কোন ধর্মেই নেই। হিল্লাকারী এবং যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়েই আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের নিকট অভিশপ্ত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ لَهُ 'যে হিল্লা করে এবং যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়ের প্রতি আল্লাহ লা'নত (অভিসম্পাত) করেছেন'।[19]

অপর হাদীছ এসেছে, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ عليه وسلم الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ لَهُ، 'হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত (অভিসম্পাত) করেছেন'।[20]

প্রচলিত হিল্লা প্রথাকে নবী করীম (ছাঃ)-এর যামানায় ছাহাবায়ে কেরাম যেনা-ব্যভিচার গণ্য করতেন। ওমর বিন নাফে' হ'তে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি (নাফে') বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনু ওমরের নিকট এসে তাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে। এরপর তারই এক ভাই তার সাথে পূর্ব কোন ঐক্যমত ছাড়াই ঐ মহিলাকে বিয়ে করে। উদ্দেশ্য তাকে তার ভাইয়ের জন্য হালাল করা। এমতাবস্থায় ঐ মহিলা কি তার ভাইয়ের জন্য হালাল হবে? তিনি বললেন, না, হবে না। কেবলমাত্র সদিচ্ছার বিবাহ (হালাল)। আমরাতো এটা (হালালা বিবাহ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় যেনা-ব্যভিচার বলে গণ্য করতাম।[21]

মোটকথা কাউকে তালাক দিতে বাধ্য করা হ'লে, সে তালাক জমহূর ওলামায়ে দ্বীনের নিকট কার্যকর হবে না। কাজেই তার স্ত্রী তারই থেকে যাবে। আর বাধ্যগত অবস্থায় আরোপিত তালাককে তালাক গণ্য করা হ'লেও এক তালাকই গণ্য হবে, যদিও তিন তালাক এক সাথে প্রদান করা হয়। এটাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা। তাই ইদ্দত তথা তিন ঋতু বা তিন মাসের মধ্যে স্ত্রী ফেরৎ নিলে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারবে। আর উক্ত তালাকের পর তিন ঋতু বা তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে তারা বিবাহ নবায়নের মাধ্যমে আবার ঘর-সংসার করতে পারবে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনে হক্ব সঠিকভাবে অনুধাবনের ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

---

১৮. *ইবনু মাজাহ, হাকেম, বায়হাক্বী প্রভৃতি; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৮৯৭।*

১৯. *আহমাদ, আবূদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, হাকেম, বায়হাক্বী প্রভৃতি। হাদীছ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল, হা/১৮৯৭; ছহীহ আল-জামে', হা/৫১০১।*

২০. *আহমাদ, আবূদাউদ, হা/২০৬২; নাসাঈ, 'তালাক' অধ্যায়, হা/৩৩৬৩; তিরমিযী, 'বিবাহ' অধ্যায়, হা/১০৩৯; ইবনু মাজাহ, 'বিবাহ' অধ্যায়, হা/১৯২৫; দারেমী, 'বিবাহ' অধ্যায়, হা/২১৫৮, হাদীছ ছহীহ, আল-ওয়াজীয ফী ফিক্বহিস সুন্নাতে ওয়াল কিতাবিল আযীয, পৃঃ ২৯৭।*

২১. *মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ২/১৯৮ পৃঃ, আল-মু'জামুল আওসাত লিততবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/৪৯১ পৃঃ; সুনানুল বায়হাক্বী ৭/২০৮ পৃঃ; ইমাম হাকেম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন এবং আলবানী তা সমর্থন করেছেন। দ্রঃ আত-তালীকাতুর রাযিইয়া আলার রাওযাতিন্নাদিইয়া, ২/১৭০; আল-ওয়াজীয ফী ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযীয, পৃঃ ২৯৮।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণের গুরুত্ব

*মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন**

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের বহু আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করাকে অপরিহার্য করেছেন। সে সব আয়াতের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল। যেমন- আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

'রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তোমরা তা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

قُلْ أَطِيْعُوا اللّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ.

'(হে নবী!) আপনি বলুন! তোমরা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য কর, তাহ'লে সঠিক পথ পাবে। আর রাসূলের দায়িত্ব হচ্ছে স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া' *(নূর ২৪/৫৪)*। অন্য আয়াতে এসেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না' *(আনফাল ৮/২০)*।

মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করলেন এজন্য যে, তাঁর আনুগত্য করলেই আল্লাহর আনুগত্য করা হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কিছু বানিয়ে বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন, তার সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তাঁর নির্দেশ মাফিকই বলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى، عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوَى.

'তিনি কখনও নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন তার সব কিছুই অহী, যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়। তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন প্রবল শক্তির অধিকারী এক ফেরেশতা' *(নাজম ৫৩/৩-৫)*।

সুতরাং হাদীছ ও অহী। অহী দু'প্রকার ১. 'অহী মাতলূ' (পঠিত অহী)। যা সরাসরি আল্লাহর ভাষা। আর সেটি হচ্ছে কুরআন। ২. 'অহী গায়ের মাতলূ' (অপঠিত অহী)। যা সরাসরি আল্লাহর ভাষা নয়। কিন্তু ভাব বা বক্তব্য আল্লাহর। অহী গায়ের মাতলূই হচ্ছে হাদীছ। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। তবে হাদীছ বা সুন্নাহর ভাষা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিজস্ব।

যদি তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বানিয়ে বলতেন তাহ'লে তাঁর জন্যও ছিল কঠিন শাস্তি। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيْلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِيْنَ.

'রাসূল যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করতেন, তবে আমি শক্তভাবে তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম, অতঃপর আমি তাঁর কণ্ঠনালী কেটে দিতাম। আর সে অবস্থায় তোমাদের কেউই তাঁকে আমার এ শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারতে না। এটা আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যারোপ করবে' *(হাক্কাহ ৬৯/৪৪-৪৯)*।

অতএব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও কোন কিছু নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলার অনুমতি দেয়া হয়নি এবং তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বানিয়েও বলেননি। তাহ'লে অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইসলামী শারী'আতের মধ্যে কিছু বানিয়ে বলা হ'লে কোন অবস্থাতেই তা গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না। সেটা ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে' তাবেঈ বা ইমামগণের যে কারো বক্তব্য হোক না কেন। কারণ মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত রায়ের উপর দ্বীন নির্ভরশীল নয়। আলী (রাঃ) বলেন,

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

'দ্বীন যদি রায় বা ব্যক্তি মতামত দিয়ে সাব্যস্ত হ'ত তাহ'লে মোজার উপরে মাসাহ করার চেয়ে নিচে মাসাহ করাই বেশী উত্তম হ'ত। অথচ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি তাঁর দু'মোজার উপরে মাসাহ করেছেন'।[১]

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এম.এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; দা'ঈ, সঊদী ধর্ম মন্ত্রণালয়, দক্ষিণ কোরিয়া।*

১. *ছহীহ আবীদাঊদ হা/১৪৭; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫২৫।*

স্মর্তব্য যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন, ফলে তিনি কোন প্রকার ভুল করলেও সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাকে সংশোধন করে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তিই ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। কারণ কোন ব্যক্তিই সকল বিষয়ের জ্ঞানে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলেন না। তবে কোন কোন আলেম এমনও রয়েছেন যারা সব বিষয়েই গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি সকল বিষয়েই সমান পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি কোন ভুল করেননি। অতএব ব্যক্তি হিসাবে কেউ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করলে তা সঠিক হ'তেও পারে, বেঠিকও হ'তে পারে। তার সিদ্ধান্তটি ছহীহ দলীলের সাথে মিললে তা সঠিক আর না মিললে বেঠিক বলে প্রমাণিত হবে।

অনুরূপভাবে কোন ইমামের সমস্ত ফৎওয়া সঠিক এরূপ বিশ্বাস রাখাও ভুল। কারণ ইমামের যাবতীয় ফৎওয়া অনুযায়ী সে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং ইমামের মতের বিপরীতে শিষ্যদের ফৎওয়া অনুযায়ী ও সেই মাযহাব চলছে এবং সেটিই মাযহাবের সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হচ্ছে।

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপরে ফরয হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর নবীর অনুসরণ করা। তাই তার কোন আমল নবী (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ বিরোধী প্রমাণিত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তা পরিত্যাগ করে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক।

ব্যক্তি মতকে পরিহার করে ছহীহ হাদীছকে গ্রহণ করার বিষয়ে চার মাযহাবের ইমামগণের উক্তিগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে তা আমাদের নিকট আরো স্পষ্ট হবে।

হাদীছ গ্রহণ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উক্তিঃ

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) থেকে তাঁর সাথীগণ বহু উক্তি বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যেগুলোর মূল কথা হচ্ছে নিজস্ব মতামতকে ত্যাগ করে ছহীহ হাদীছকে গ্রহণ করা। তিনি বলেন,

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ.

'যখনই হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হবে তখন সেটিই আমার মাযহাব'।[২] তিনি আরো বলেন,

لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ.

'কোন ব্যক্তির জন্য আমাদের কোন কথাকে গ্রহণ করা বৈধ হবে না যে পর্যন্ত সে কথা আমরা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি তা অবগত না হবে'।[৩] অন্যত্র তিনি বলেন,

২. *হাশিয়াহ ইবনু আবেদীন ১/৬৩ পৃঃ।*

حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِيْ أَنْ يُفْتِيَ بِكَلاَمِيْ.

'সেই ব্যক্তির জন্য আমার কথা দ্বারা ফৎওয়া দেয়া হারাম যে আমার দলীল সম্পর্কে অবগত নয়'। আরেক বর্ণনায় বলেন,

فَإِنَّنَا بَشَرٌ نَقُوْلُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا.

'আমরা মানুষ, আজকে একটি কথা বলি, আবার কালকে সে কথা থেকে ফিরে আসি'। অর্থাৎ সে সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করি। অন্য বর্ণনায় এসেছে,

وَيْحَكَ يَا يَعْقُوْبُ (هُوَ أَبُوْ يُوْسُفُ) لاَ تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّيْ فَإِنِّيْ قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ.

'হে ইয়াকূব (আবূ ইউসুফ)! তুমি আমার থেকে যা কিছু শ্রবণ কর তার সব কিছুই লিখ না। কারণ কোন বিষয়ে আমি আজকে একটি মত প্রদান করি, আবার কালকে সে মতকে ত্যাগ করি। কালকে একটি মত প্রদান করি আবার পরশু সে মতকে ত্যাগ করি'। তিনি আরো বলেন,

إِذَا قُلْتُ قَوْلاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى وَخَبْرَ الرَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتْرُكُوْا قَوْلِيْ.

'আমি যখন এমন কোন কথা বলি যা কিতাবুল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বিরোধী তখন তোমরা আমার কথাকে ত্যাগ করবে'।[৪] তিনি আরো বলেন,

إِذَا جَاءَ الْحَدِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْن، وَإِذَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْن، وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِيْنَ فَنَحْنُ رِجَالٌ وَهُمْ رِجَالٌ.

'রাসূল (ছাঃ) থেকে যখন কোন হাদীছ বর্ণিত হবে তখন তা মাথা নিচু করে ও চোখ বুজে গ্রহণ করতে হবে। যখন ছাহাবীদের থেকে আছার বর্ণিত হবে তখনও তা মাথা পেতে এবং চোখ বুজে গ্রহণ করতে হবে। আর যখন তাবে'ঈদের থেকে কিছু বর্ণিত হবে তখন আমরা এবং তারা সমানে সমান'।[৫]

৩. *ঐ, ৬/২৯৩ পৃঃ।*
৪. *ছালেহ আল-ফুল্লানী, ঈকাযুল হিমাম, পৃঃ ৫০; শায়খ আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী।*
৫. *ফাতহুল মাজীদ ১/৩৭৪ পৃঃ।*

Contents

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর বক্তব্য:

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيبُ فَانْظُرُوْا فِي رَأْيِي فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوْهُ.

‘আমি একজন মানুষ। সিদ্ধান্ত দিতে গিয়ে ভুল করি আবার ঠিকও করি। অতএব তোমরা আমার সিদ্ধান্তকে যাচাই করবে। সেগুলোর যেটি কিতাবুল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের সাথে মিলবে তোমরা সেটি গ্রহণ করবে। আর যেগুলো কিতাবুল্লাহ ও নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাতের সাথে মিলবে না সেগুলোকে বর্জন কর’।[৬] তিনি আরো বলেন,

لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلاَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

‘নবী (ছাঃ)-এর পরে এমন একজন ব্যক্তিও নেই যার কথা গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় নয়’।[৭] একমাত্র রাসূল(ছাঃ)-এর কোন কথা বর্জনীয় নয়। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তির কথা বা মত বর্জনীয় যদি তা ছহীহ সুন্নাতের সাথে না মিলে। তিনি আরো বলেন,

اَلسُّنَّةُ سَفِيْنَةُ نُوْحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ

‘সুন্নাত হচ্ছে নূহ (আঃ)-এর কিস্তি স্বরূপ, যে ব্যক্তি তাতে আরোহণ করবে সে রেহাই পাবে, আর যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে ডুবে যাবে’।[৮]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর উক্তি:

ইমাম শাফে‘ঈ (রহঃ) বলেন,

১। ‘আমার কোন কথা বা কোন মূলনীতি যদি রাসূল (ছাঃ)-এর কথার বিরোধী হয়, তখন তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কথাকে গ্রহণ করবে’।[৯]

২। ‘মুসলমানগণ এ মর্মে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যার নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত স্পষ্ট হয়ে যাবে তার জন্য অন্য কোন ব্যক্তির কথার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে ত্যাগ করা বৈধ নয়’।[১০]

৩। ‘তোমরা যখন আমার কিতাবে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী কোন কিছু পাবে, তখন আমার কথা প্রত্যাখ্যান করে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে গ্রহণ করবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তখন তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করবে, অন্যের কথার দিকে দৃষ্টি দিবে না’।[১১]

৪। ‘যখনই হাদীছ ছহীহ হিসাবে প্রমাণিত হবে তখন সেটিই আমার মাযহাব’।[১২]

৫। ‘ রাসূল (ছাঃ) থেকে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেটিই আমার মত, যদিও তোমরা তা আমার নিকট থেকে না শুনে থাক’।[১৩]

৬। তিনি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে লক্ষ্য করে বলেন, ‘আপনারা হাদীছ ও বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশী জানেন। যদি কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় তাহ’লে সে সম্পর্কে আমাকে জানাবেন, তা কূফী, বছরী কিংবা শামীদের বর্ণনা হোক, যাতে আমি তাকে গ্রহণ করতে পারি’।[১৪]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-এর বক্তব্য:

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন,

১। ‘তুমি আমার অন্ধ অনুসরণ কর না, ইমাম মালেকের অন্ধ অনুসরণ কর না, শাফে‘ঈ, আওযা‘ঈ ও ছাওরীর অন্ধ অনুসরণ কর না; বরং তুমি সেখান থেকেই গ্রহণ কর যেখান থেকে তারা গ্রহণ করেছেন’।[১৫]

২। ‘ইমাম আওযা‘ঈ, মালেক ও আবূ হানীফাসহ সকলের মতামত ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আমার নিকট সমান। অর্থাৎ কারো মতের উপরে অন্যের মতের অগ্রাধিকার নেই। দলীল রয়েছে শুধু হাদীছের মধ্যে’।[১৬]

৩। ‘যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করবে সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত’।[১৭]

হাদীছকে আঁকড়ে ধরা এবং কারো অন্ধ অনুসরণ না করার ব্যাপারে এগুলো হচ্ছে চার ইমাম থেকে বর্ণিত অমীয় বাণী।

যে ব্যক্তি ছহীহ হাদীছের উপর আমল করে সে নির্দ্বিধায় প্রত্যেক মাযহাবের ইমামের অনুসারী হিসাবে নিজেকে দাবী করতে পারে। অর্থাৎ সে নিজেকে হানাফী, মালেকী,

---

৬. ইবনু আব্দিল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, ২/৩২ পৃঃ।
৭. ঐ, ২/৯১ পৃঃ।
৮. খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, ৭/৩৩৬ পৃঃ; আবুল ফাযল মুকরী, আহাদীছু যাম্মিল কালাম ওয়া-আলিহি, ৫/৮১।
৯. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক, ১৫/১/৩।
১০. ঈকাযুল হিমাম, পৃঃ ৬৮।
১১. ইমাম নববী, আল-মাজমূ, ১/৬৩।
১২. তদেব।
১৩. ইবনু আবী হাতিম, পৃঃ ৯৩-৯৪।
১৪. খত্বীব বাগদাদী, আল-ইহতিজাজু বিশ শাফে‘ঈ, ৮/১ পৃঃ।
১৫. ইবনুল কাইয়্যিম, ই‘লামুল মুওয়াক্কেঈন, ২/৩০২ পৃঃ।
১৬. জামিউ বায়ানিল ইলম, ২/১৪৯ পৃঃ।
১৭. ইবনুল জাওযী, আল-মানাকিব, পৃঃ ১৮২।

Contents

শাফেঈ ও হাম্বলী দাবী করতে পারবে এবং প্রকৃতপক্ষে সে-ই ইমামগণের অনুসারী হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ ইমামগণের যুগে হাদীছের সংকলন সমাপ্ত হয়নি। তাদের মৃত্যুর পরেও হাদীছ সংকলনের কাজ অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর জন্ম ৮০ হিজরীতে আর মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে, ইমাম মালেক (রহঃ)-এর জন্ম ৯৩ হিজরীতে এবং মৃত্যু ১৭৯ হিজরীতে। তাঁদের যুগে ব্যাপক আকারে হাদীছ সংকলিত হয়নি যেরূপ তাদের পরবর্তী যুগে হয়েছে। ফলে সে যুগে বহু ছহীহ হাদীছই অজানা রয়ে যায়। যদিও ইমাম মালেক হাদীছের একটি গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। অপরদিকে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর জন্ম ১৫০ হিজরীতে ও মৃত্যু ২০৪ হিজরীতে, আর ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর জন্ম ১৬৪ হিজরীতে এবং মৃত্যু ২৪১ হিজরীতে। এ সময়ে তাঁদের পক্ষে বহু হাদীছ সংকলন করা সম্ভব হয়। তাঁদের যুগে আরো অনেকে হাদীছ সংকলন করেন।

এতদসত্ত্বেও তাঁদের যুগেও হাদীছ সংকলনের কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়নি এবং হাদীছের কোন্টি ছহীহ আর কোন্টি দুর্বল বা কোন্টি বানোয়াট সেই কাজও শেষ হয়নি। তাদের মতামত ছহীহ হাদীছ বিরোধী হয়ে থাকলে তার দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উক্ত কথাগুলো বলে গেছেন।

এ থেকে বুঝা যায় যে, নবী (ছাঃ)-এর পরে কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত নয় এবং তাদের সব সিদ্ধান্ত মেনে চলাও যরূরী নয়, যদি সেগুলো ছহীহ হাদীছের সাথে না মিলে।

ছহাবীগণের দৃষ্টিতে হাদীছের গুরুত্ব :

(১) মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফইয়ান বলেন যে, সূদ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে নবী (ছাঃ) হ'তে যে নিষেধ ও হারাম হওয়ার বিধান বর্ণিত হয়েছে সেটি স্বর্ণ ভেঙ্গে তৈরিকৃত দীনার এবং রৌপ্য ভেঙ্গে তৈরিকৃত দিরহামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তেমনি স্বর্ণ ও রৌপ্য ভেঙ্গে তৈরিকৃত অলংকার এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য ভেঙ্গে তৈরিকৃত বস্তুর (দিরহাম বা দীনারের) বিনিময়ের ক্ষেত্রেও নিষেধ বর্ণিত হয়নি। কেউ কেউ বলেছেন, নবী (ছাঃ) হ'তে নিষেধ ছিল শুধু স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরিকৃত অলংকারে। এ নিয়ে মু'আবিয়া ও উবাদাহ (রাঃ)-এর মাঝে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যে ঘটনাটি ইমাম মুসলিমসহ প্রমুখ মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেছেন।

আবুল আশ'আছ বলেন, আমরা এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেখানে মু'আবিয়া (রাঃ) সকলের নেতা হিসাবে ছিলেন। আমরা প্রচুর পরিমাণে গনীমত অর্জন করেছিলাম। সে গনীমতের মালের মধ্যে রৌপ্যের তৈরী পাত্রও ছিল। মু'আবিয়া (রাঃ) লোকদের মাঝে বণ্টনের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে সেগুলো বিক্রি করার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা সে ব্যাপারে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ল। সে সময় উবাদাহ (রাঃ) সেখানে পৌঁছে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিমিয়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ গ্রহণ করতে নিষেধ করতে শুনেছি। তবে যদি সমান সমানভাবে নগদে নগদে গ্রহণ করা হয় তাহ'লে তাতে কোন সমস্যা নেই। আর কেউ যদি বেশী গ্রহণ করে অথবা বেশী চায় সে হারামকৃত সূদের সাথে জড়িত হ'ল। এ হাদীছ শুনে লোকেরা যা গ্রহণ করেছিল তা প্রত্যাখ্যান করল। এ ঘটনা যখন মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি খুৎবা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন, সাবধান! লোকদের কী হয়েছে যে, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে হাদীছ বর্ণনা করছে অথচ আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হ'তাম, তাঁর সঙ্গী হ'তাম তা সত্ত্বেও তাঁর নিকট থেকে এরূপ কিছু শুনিনি! উবাদাহ ইবনুছ ছামেত (রাঃ) দাঁড়িয়ে পুনরায় ঘটনাটি বর্ণনা করে বললেন যে, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে যা শুনেছি তাই বর্ণনা করেছি যদিও মু'আবিয়া তা অপসন্দ করে। অথবা তিনি বলেন, যদিও তিনি [মু'আবিয়া] ধূলায় ধূসরিত হয় আমি তাতে কোন পরওয়া করি না। অতঃপর তিনি (ওবাদাহ) রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমার থেকে বর্ণনাকৃত হাদীছ বিরোধী মনোভাবের কারণে আমি এ অন্ধকার রাতে তার সৈন্য দলের সঙ্গী হব না।[১৮] ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন উবাদাহ (রাঃ) বলেছিলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) যে যমীনে থাকবে আমি সেখানে থাকব না, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আমি রাসূল (ছাঃ)-কে উক্ত হাদীছ বলতে শুনেছি।

হাদীছটি উবাদাহ (রাঃ) হ'তে সাব্যস্ত হয়েছে এবং এটিই হচ্ছে সূদ অধ্যায়ে আলেমদের নিকট মূল হাদীছ। তারা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মতকে নাজায়েয বলার ব্যাপারে মতভেদ করেননি। উবাদাহ (রাঃ) যা জেনেছিলেন, মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিকট তা গোপনই রয়ে গিয়েছিল। কারণ আবূবকর ও ওমর (রাঃ)-এর নিকটেও এমন কিছু হাদীছ গোপনই রয়ে যায়, যা অন্যদের নিকট পাওয়া গিয়েছিল। অথচ মর্যাদার দিক দিয়ে তারা দু'জন ছিলেন সবার উর্ধ্বে। অতএব মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা তো ঘটতেই পারে। এমনও হ'তে পারে যে, এ বিষয়ে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এক স্বতন্ত্র অভিমত ছিল, যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর মতামত ছিল। কারণ তিনি জ্ঞানের দরিয়া হওয়া সত্ত্বেও এক দিরহামকে দু'দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করাকে অন্যায় মনে করতেন না। অতঃপর আবূ সা'ঈদ (রাঃ) তাকে তার এ অবস্থান থেকে ফিরিয়ে

১৮. ছহীহ মুসলিম হা/১৫৮৭।

Contents

আনেন। উবাদাহ (রাঃ)-এর সাথে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এ ঘটনা ছিল ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে।

এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- ১. ছাহাবীগণের সবাই সব হাদীছ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না; বরং তাঁরা একে অপরের পরিপূরক ছিলেন। ২. নবী (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী মনোভাবকে ছাহাবীগণ কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন। এমনকি যে সুন্নাহকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাত তার সংস্পর্শে থাকাকেই তারা ঠিক মনে করতেন না। তারা কোন অবস্থাতেই ছহীহ সুন্নাহ্র বিরোধিতা করাকে মেনে নিতেন না।[১৯]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সেই মহিলাকে অভিসম্পাৎ করেছেন, যে হাত ও মুখসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে সুঁচ বা তদ্রূপ কোন বস্তু দ্বারা চিহ্ন করে নেয় ও যে চিহ্ন করে দেয়, যে ভ্রূ উঠিয়ে পাতলা ও চিকন করায় ও যে এ কর্ম করে এবং যে সুন্দর করার উদ্দেশ্যে দাঁত ঘষে ঘষে রূপ পরিবর্তন করায় ...।' এ সংবাদ উম্মু ইয়াকুব নামক বনী আসাদের এক মহিলার নিকট পৌঁছলে সে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট আসে। অতঃপর বলে, আমার নিকট পৌঁছেছে যে, আপনি এরূপ এরূপ অভিসম্পাৎ করেছেন। তিনি বললেন, আমি কেন সেই মহিলাকে অভিসম্পাৎ করব না যাকে রসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিসম্পাৎ করেছেন? মহিলা বলল, আমি কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণটাই পাঠ করেছি, আপনি যা বলছেন কুরআনে তো তা পাইনি? তিনি বললেন, যদি প্রকৃতপক্ষে তুমি কুরআন পড়তে তাহ'লে তা পেয়ে যেতে। তুমি কি وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তোমরা তা গ্রহণ করো, আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)* এ আয়াত পাঠ করনি? মহিলা বলল, জি হ্যাঁ, পাঠ করেছি। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা নিষেধ করেছেন। এ সময় মহিলা বলল, আমি দেখেছি আপনার পরিবার (স্ত্রী) এরূপ করেন। তখন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, যাও ভাল করে দেখ। মহিলা গেল এবং দেখল। কিন্তু সে যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিল তার কিছুই দেখতে পেল না। অতঃপর ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, তুমি যেরূপ বলেছিলে স্ত্রী যদি সেরূপ হ'ত তাহ'লে আমি তার সাথে মিলিত হ'তাম না।[২০]

ছহীহ সুন্নাতের উপর আমল করার ব্যাপারে ছাহাবীগণ খুবই কঠোর ছিলেন। এ ঘটনা তারই প্রমাণ।

এ কারণেই প্রতিটি মাযহাবের প্রধান ইমামগণ ছহীহ হাদীছকে গ্রহণ করার উপদেশ দিতে কার্পণ্য করেননি। অতএব কোন ব্যক্তি যদি বলেন যে, আমি অমুক মাযহাবের অনুসারী; আমি এ মাযহাব ছাড়া আর কিছু মানি না। তাহ'লে তার বিশ্বাস অনুযায়ী ঐ মাযহাবের সবই নির্ভুল। এটি ছহীহ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করার একটি বাহানা মাত্র, যা ইমামগণের নির্দেশেরও পরিপন্থী সংশ্লিষ্ট মাযহাবের অনুসারী হিসাবে গণ্য হবে না। বরং গোঁড়া হিসাবে গণ্য হবে। আর অন্ধ অনুসরণ হক্ব পথে চলার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমরা নিজেদের আমল সমূহকে বিফল করে দিয়ো না' *(মুহাম্মাদ ৩৩)*।

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ না করে অন্যভাবে আমল করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

নিম্নের আয়াত দ্বারা বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে-

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً-

'তোমার প্রতিপালকের শপথ! এরা কিছুতেই ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফায়ছালায় তোমাকে (শর্তহীনভাবে) সমাধানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যা ফায়ছালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না, বরং তোমার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

অতএব ঈমানদার হওয়ার শর্তই হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত ফায়ছালাকে কোন প্রকার সংকোচবোধ ছাড়াই মেনে নেয়া। অন্যথা আমরা ঈমানদার হ'তে পারব না।

[চলবে]

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

১৯. *তাফসীর কুরতুবী ৩/২৬৫।*
২০. *বুখারী হা/৪৮৮৬; মুসলিম হা/২১২৫।*

মাসিক আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ১২তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

মানুষ সামাজিক জীব। সে একাকী বসবাস করতে পারে না। সকলে মিলেমিশে সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে। এই সংঘবদ্ধ জীবন যাপন পদ্ধতিকে আমরা জামা'আতবদ্ধ জীবন বা সাংগঠনিক জীবনের সাথে তুলনা করতে পারি। উল্লেখ্য যে, কিছু মানুষ বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে যখন একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালায় তখন তাকে জামা'আত বলা হয়। মুসলিম জাতিকে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন বেশ কিছু আয়াতও নাযিল করেছেন। একইভাবে মানবতার মুক্তির অগ্রদূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্নভাবে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি এবং তাঁর ছাহাবীগণ এ পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নও বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে গেছেন। বিধায় সংঘবদ্ধ জীবন যাপন মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

আমরা গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, মানুষ স্বভাবগতভাবেই সাংগঠনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত। যেমন প্রতিটা মানুষ জন্মের পর থেকেই পিতা-মাতার অধীনে লালিত-পালিত হয়ে পারিবারিক সংগঠন কায়েম করে। ঠিক বেশ ক'টা পরিবার একজন সমাজপতির অধীনে সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে সাংগঠনিক জীবন যাপন করে চলেছে। এভাবে কয়েকটা সমাজ নিয়ে একটা গ্রাম, আবার কয়েকটা গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন, কয়েকটা ইউনিয়ন নিয়ে একটা থানা বা উপযেলা, কয়েকটা থানা নিয়ে একটা যেলা, কয়েকটা যেলা নিয়ে একটা বিভাগ, কয়েকটা বিভাগ নিয়ে একটা দেশ, কয়েকটা দেশ নিয়ে একটা মহাদেশ, আর মহাদেশগুলো নিয়ে একটা বিশ্ব বা পৃথিবী। এককথায় সকল মানুষ সংঘবদ্ধভাবেই জীবন যাপন করে চলেছে বিভিন্ন পন্থায়। ইসলামের মহান বাণীও তাই। সকলকে জামা'আতবদ্ধ ভাবেই জীবন অতিবাহিত করতে হবে। সাংগঠনিক জীবন যাপনের জন্য তিনটি উপকরণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এক. যোগ্য নেতৃত্ব, দুই. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তথা কর্মপন্থা, তিন. নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী বাহিনী। এই তিনের সমন্বয়ে হয় জামা'আত বা সংগঠন। এর কোন একটিকে বাদ দিয়ে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করার কল্পনাও করা যায় না।

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্য। যোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া যেমন জামা'আত কায়েম হয় না, ঠিক আনুগত্যহীন কর্মী দ্বারাও জামা'আত টিকে থাকতে পারে না। এ দু'য়ের সমন্বয়ই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের আবশ্যিক পূর্বশর্ত। যেমন হাট-বাজারে অগণিত মানুষের সমাগম হ'লেও তাকে যেমন জামা'আত বা সংগঠন বলা হয় না তেমনি মসজিদ ভর্তি হাযারো মুছল্লী একাকী ছালাত আদায় করলেও তাকে জামা'আত বলা যায় না। কেননা সেখানে নেতৃত্ব ও আনুগত্য কোনটাই নেই। যে জাতি যত সুসংগঠিত তারা তত বেশী সফল বা স্বার্থক হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের মধ্যে সফলতার বীজ লুক্কায়িত। সুতরাং প্রয়োজনের তাকীদেই মুসলিম উম্মাহ্কে জামা'আতবদ্ধ তথা সাংগঠনিক জীবন যাপন করা সময়ের অপরিহার্য দাবী। বর্তমানে মুসলিম জাতির দূরবস্থাই প্রমাণ করে মুসলিম ঐক্যের আবশ্যকতা। আলোচ্য নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হ'ল-

(১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরয :

(ক) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ : পবিত্র কুরআনে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব বর্ণনা করে বেশ কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য ফরয। মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ– 'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। অত্র আয়াতে ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপনের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর ঐক্যের মাপকাঠি হিসাবে পবিত্র কুরআনকে নির্ধারণ করা হয়েছে। যাতে দলমত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করে।[১] এ মর্মে হাদীছে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْأً وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا وَأَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللّٰهُ أَمَرَكُمْ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তার একটি এই যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে

---

* *আখিলা, উজিরপুর, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

১. *হাফিয ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম তাহক্বীক্ব: মুছত্বফা সাইয়েদ মুহাম্মাদ ও তার সাথীগণ (রিয়ায: দারুল আলামিল কুতুব, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, ১৩৪ পৃঃ।*

শক্তভাবে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। তৃতীয়টি হচ্ছে, তোমরা মুসলিম বাদশাদের সহায়তা করবে। আর যে তিনটি কাজ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ তার একটি হচ্ছে, বাজে কথা বলা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অত্যধিক প্রশ্ন করা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সম্পদ ধ্বংস করা'।[২]

অত্র হাদীছে আল্লাহর পসন্দনীয় কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল শক্তভাবে আল্লাহর রজ্জু তথা কুরআনকে আঁকড়ে ধরে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করা। বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন থেকে বেঁচে থাকা। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ–

'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎ কর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং নিষেধ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

ইমাম আবু যাফর বাকের (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন, অতঃপর বলেন, خير শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ। এটা অবশ্যই স্মরণ রাখার বিষয় যে, প্রত্যেকের উপরেই স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী হক্বের দাওয়াত দেওয়া ফরয। তথাপিও একটি বিশেষ দল এ কার্যে লিপ্ত থাকা প্রয়োজন।[৩] মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ–

'তোমরাই হ'লে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে একটি দল বা জামা'আতকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন একক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করা হয়নি; বরং একটি দল বা সম্প্রদায়কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তি নিয়ে একটি দল বা সম্প্রদায় হয় না। এর জন্য বেশ কিছু মানুষের প্রয়োজন হয়। যখন কিছু মানুষ একই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন সেটা জামা'আত হয়।

পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে সাংগঠনিক জীবন-যাপনের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে। সেখানে এর সুফলও জানা যায়। জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন মহান আল্লাহ মানব জাতিকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যুগে যুগে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার[৪] নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বলা যায়, জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরযের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) মহানবী (ছাঃ)-এর নির্দেশ :

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَإِنَّه مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يُرَاجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.

হারিছ আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা ও (৫) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হ'তে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন হ'ল- যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান জানাল, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম।[৫]

এ হাদীছে মহানবী (ছাঃ)-এর পাঁচটি নির্দেশের প্রথম তিনটিই সরাসরি জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া পঞ্চমটিতেও একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী দাওয়াতকেই জাহেলিয়াতের দাওয়াত বলা হয়েছে। জাহেলিয়াতের পথে মানুষ আহ্বান করলে এবং কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে সেই পথে মানুষকে দাওয়াত দিলে পরকালে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি ছালাত-ছিয়াম বা নিজেকে খাঁটি মুসলিম হিসাবে দাবী করেও কোন ফায়দা হবে না। বরং নিজেও বিপথগামী হবে আর অন্যকেও বিপথগামী করবে।

২. *ছহীহ মুসলিম, (রিয়াযঃ দারুস সালাম, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০০ খৃঃ), 'বিচার' অধ্যায়, হা/৪৪৮১।*
৩. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৭-৩৮।*
৪. *আহমাদ, ত্বাবারানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৫৭৩৭।*
৫. *আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত, 'ইমারত' অধ্যায়, হা/৩৬৯৪।*

(গ) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনে ছাহাবীগণের শপথ :

ইসলামের সোনালী যুগে ছাহাবায়ে কেরাম সর্বাবস্থায় জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট শপথ নিয়েছিলেন।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَّنُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَنَخَافُ فِىْ اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَفِى رِوَايَةٍ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ.

উবাদাহ ইবনু ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বায়'আত করেছিলাম এই মর্মে যে, আমরা আমীরের আদেশ শুনব ও মেনে চলব, কষ্টে হৌক স্বাচ্ছন্দ্যে হৌক, আনন্দে হৌক অপসন্দে হৌক, আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেয়ায় হৌক। বায়'আত করেছিলাম এই মর্মে যে, নেতৃত্ব নিয়ে আমরা কখনো ঝগড়া করব না। যেখানেই থাকি সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'আমীরের মধ্যে প্রকাশ্যে কুফরী না দেখা পর্যন্ত (এই আনুগত্য চলবে) যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হ'তে তোমাদের নিকটে নির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে।[৬]

সর্বাবস্থায় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মধ্যেই জামা'আতে যিন্দেগীর মূল শিকড় প্রোথিত। 'বায়'আতে কুবরাতে' ছাহাবীগণ যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন তার বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

قَالَ جَابِرٌ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى مَا نُبَايِعُكَ؟ قَالَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّشَاطِ وَالْكَسْلِ وَعَلَى النَّفْقَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلَى أَنْ تَقُوْمُوْا فِى اللّٰهِ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُوْنِى إِذَا قَدِمْتُ إِلَيْكُمْ وَتَمْنَعُوْنِى مِمَّا تَمْنَعُوْنَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ.

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার নিকট কী বিষয়ে বায়'আত করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, (১) আনন্দে ও অলসতায় সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও মেনে চলবে (২) কষ্টে ও সচ্ছলতায় (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করবে (৩) ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে (৪) আল্লাহর পথে সর্বদা অটল থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরওয়া করবে না (৫) যখন আমি তোমাদের নিকটে হিজরত করে যাব, তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং যেভাবে তোমরা তোমাদের জান-মাল ও স্ত্রী-সন্তানদের হেফাযত করে থাক, অনুরূপভাবে আমাকে হেফাযত করবে। বিনিময়ে তোমরা জান্নাত পাবে'।[৭]

সার কথা হ'ল, ছাহাবীগণ শপথ করে ছিলেন যে, সর্বাবস্থায় তাঁরা নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য করবেন। নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করবেন না। ভাল কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করবেন। মহানবী (ছাঃ)-কে সাহায্য করবেন ও তাঁর নিরাপত্তার ত্রুটি করবেন না। সদা সত্য কথা বলবেন এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলার ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরওয়া করবেন না।

(২) জামা'আত বিহীন জীবন জাহেলী জীবনের শামিল :

ইসলামী জামা'আত হ'তে বিচ্ছিন্ন থাকা কোন মুসলিমের জন্য উচিত নয়। কেননা বিচ্ছিন্ন জীবনকে মহানবী (ছাঃ) জাহেলী জীবন হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاىَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কেউ তার আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কিছু দেখে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি ইসলামী জামা'আত বা সংগঠন থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হ'ল, সে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করল'।[৮]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَحُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আমীরের প্রতি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল, সে ক্বিয়ামতের

---

৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৬৮; মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায়, হা/৩৬৬৬।

৭. মুসনাদে আহমাদ, সনদ হাসান, হাকেম ও ইবনু হিব্বান একে ছহীহ বলেছেন, আলবানীও ছহীহ বলেছেন। আহমাদ হা/১৩৯৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৩।

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৯০; মিশকাত হা/৩৬৬৮।

Contents

ময়দানে আল্লাহর সাথে মুলাক্বাত করবে এমন অবস্থায় যে তার জন্য কোন দলীল থাকবে না। যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে (আমীরের) বায়'আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'।[৯]

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি মুসলিম জামা'আত হ'তে বের হয়ে গিয়ে একাকী জীবন যাপন করে এবং সে অবস্থায় মারা যায় তবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যুর ন্যায়। সেকারণ কোন মুসলিম ব্যক্তির জামা'আত হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপনের কোন সুযোগ নেই। প্রত্যেক মুসলিমকেই হক্বপন্থী জামা'আতের সাথে শামিল হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। এটাই ইসলামের চূড়ান্ত দাবী।

(৩) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব :

মহানবী (ছাঃ) জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছেন তাতে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্বও বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ثَلَثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلاَبَدْوٍ لاَتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَوْةَ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ.

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন তিন ব্যক্তি তারা (জনবহুল) গ্রামে থাকুক অথবা জনবিরল অঞ্চলে থাকুক, তাদের মধ্যে ছালাতের জামা'আত কায়েম করা হয় না, নিশ্চয়ই তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং অবশ্যই তুমি জামা'আত কায়েম করবে। কেননা নেকড়ে বাঘ সেই ছাগল-ভেড়াকেই খায় যে দল ছেড়ে একা থাকে'।[১০]

এখানে মহানবী (ছাঃ) একটি তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরেছেন। যদিও তা ছালাতের জামা'আত সংক্রান্ত। তবুও এর মধ্যে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্বের বিষয়টি নিহিত আছে। সাধারণত নেকড়ে বাঘ বা হিংস্র প্রাণী সে ছাগল বা ভেড়াকে আক্রমণ করে যে স্বীয় দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাকে একাকী পেয়ে খুব সহজেই ধরাশায়ী করে এবং খেয়ে ফেলে। কিন্তু যদি তারা সকলে দলবদ্ধ হয়ে থাকে তাহ'লে হিংস্র প্রাণী সে দলে আক্রমণ করতে সাহস পায় না। তাই মানুষ যদি একাকী জীবন যাপন করে তাহ'লে শয়তান তাকে সহজেই বিপথগামী করার সুযোগ পায় এবং তা করেও ফেলে। আর সংঘবদ্ধ থাকলে শয়তান সে সুযোগ পায় না। কেননা তখন কেউ ভুল করলে অন্যরা তাকে সংশোধন করে দেয়।

মহানবী (ছাঃ) জামা'আতে যিন্দেগীর গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে অন্যত্র বলেন, إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ.

'যখন তিন জন একত্রে সফরে বের হবে তখন তাদের মধ্যে একজনকে তারা যেন আমীর নিযুক্ত করে নেয়'।[১১] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

لاَيَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلاَةٍ مِّنَ الْأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.

'তিনজন লোকের জন্যও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয়, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে একজনকে আমীর নিযুক্ত করা হয়।[১২]

হাদীছদ্বয়ে পরিষ্কার বুঝা যায় কোন মুসলিম ব্যক্তি একাকী থাকতে পারে না। যদি তারা তিনজন মিলে সফরেও যায় তবুও তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচন করে তার নেতৃত্বে চলাফেরা করতে হবে। জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব কত বেশী তা উক্ত হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

(৪) লক্ষ্যহীন জামা'আত জাহেলী জীবনের অন্তর্ভুক্ত :

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে এমন জামা'আতের অনুসরণ করতে হবে যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। সাথে সাথে তা হ'তে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ সমর্থিত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُوْا إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةً جَاهِلِيَّةً وَ مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِىْ يَضْرِبُ بِرَّهَا وَ فَاجِرَهَا وَلاَيَتَحَاشُ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَيَفِىْ لِذِىْ عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَ لَسْتُ مِنْهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) মহানবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে জাহেলিয়াতের সাথে মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, গোত্রপ্রীতির জন্য ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোত্রপ্রীতির দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনা থাকে না) আর তাতে সে নিহত হয়, তাহ'লে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। সে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে ভালমন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে, মুমিনকেও রেহাই দেয় না এবং যার সাথে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করে না, সে আমার উম্মত নয়; আমিও তার কেউ নই'।[১৩]

সুতরাং পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, অবশ্যই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক পরিচালিত জামা'আতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন

৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৯৩; মিশকাত হা/৩৬৭৪।
১০. আহমাদ, নাসাঈ, সুনানু আবীদাঊদ, তাহক্বীক্ব: নাছিরুদ্দীন আলবানী, সনদ হাসান, হা/৫৪৭; মিশকাত হা/১০৬৮।
১১. আবুদাঊদ, হা/২৬০৮ সনদ ছহীহ।
১২. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, পৃঃ ২/১৭৬, হা/৬৬৪৭।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৮৬।

করতে হবে। যাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে অস্পষ্টতা এবং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী নীতি-আদর্শ প্রকাশ পাবে সে সব জামা'আত ও সংগঠনে যোগদান করা যাবে না। স্রেফ গোত্রপ্রীতি বা দলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করা, এরূপ দলকে সাহায্য করা এবং এ পথে মানুষকে আহ্বান করাও যাবে না। একজন মুমিন ব্যক্তি যা কিছু করবে তার সবকিছুই স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হ'তে হবে। এক্ষেত্রে দলের অনুসরণ নয় বরং দলীলের অনুসরণই প্রতিপাদ্য বিষয়। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، 'হে নবী! বলুন আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সবকিছুই বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহর জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*। সুতরাং ইসলামের নীতি ও আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক আদর্শ সম্পন্ন কোন দলের সাথে মুসলিম ব্যক্তি কোন প্রকার সম্পর্ক রাখতে পারে না।

(৫) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত মুসলিম জামা'আতকে আঁকড়ে ধরে থাকা জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যমও। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرِمُوْا أَصْحَابِيْ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكِذْبُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِفُ وَلاَ يُسْحِلَفُ وَيَشْهَدُ وَلاَ يُتَشْهَدُ اَلاَ مَنْ سَرَّهُ بُحْبُوْحَةُ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِّ وَهُوْ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبعَدُ وَلاَيَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمْ وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার ছাহাবীগণকে সম্মান কর। কেননা তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক। অতঃপর তৎপরবর্তী লোক (তাবেঈ), অতঃপর তৎপরবর্তী লোকদেরকে (তাবে তাবেঈ)। এর পর মিথ্যার আবির্ভাব ঘটবে। এমনকি কোন ব্যক্তি (স্বেচ্ছায়) কসম করবে, অথচ তার নিকট কসম চাওয়া হবে না। সে সাক্ষ্য দিবে, অথচ তার নিকট হ'তে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। সাবধান! যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন জামা'আতকে ধরে রাখে। কেননা শয়তান সে ব্যক্তির সাথে থাকে, যে জামা'আত হ'তে পৃথক থাকে। সাবধান! তোমাদের কেউ যেন কোন বেগানা নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান না করে। কেননা শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে তাদের মাঝে উপস্থিত থাকে। আর যার নেক কাজে মনের মধ্যে আনন্দ জাগে এবং খারাপ কাজ তাকে চিন্তিত করে ফেলে, সেই প্রকৃত ঈমানদার'।[১৪]

১৪. মুসনাদে আহমাদ, সনদ ছহীহ, হা/১১৪ ও ১১৭৭, পৃঃ ১/১১৬ ও ১৭৬; নাসাঈ, হা/৩৮০৯; মিশকাত হা/৬০১২।

অতএব একথা স্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি জান্নাত লাভের আশাবাদী হ'তে চাইলে তাকে অবশ্যই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। নচেৎ জান্নাত পাওয়া মুশকিল হবে। কেননা শয়তান ঐ ব্যক্তির উপর আক্রমণ চালায় যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে পৃথক থাকে। আর যারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে তাদের থেকে শয়তানও দূরে অবস্থান করে।

(৬) একাকী হ'লেও হক্বের উপর অটল থাকতে হবে :

মানুষকে সর্বদা জামা'আতবদ্ধ থাকতে হবে। কোন কারণে হক্বপন্থী দল পাওয়া না গেলে একা হ'লেও হক্বের উপর অটল থাকতে হবে। ভ্রান্ত দলের সাথে থাকা যাবে না।

'হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, মানুষেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কল্যাণের বিষয়ে প্রশ্ন করত আর আমি তাঁর নিকট প্রশ্ন করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে- এই ভয়ে যে, তা যেন আমাকে পেয়ে না বসে। তাই আমি একদা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা ও অমঙ্গলের মধ্যে। অতঃপর আল্লাহ আমাদের জন্য এই কল্যাণ প্রদান করলেন। এ মঙ্গলের পরও কি আর কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমি বললাম, ঐ অমঙ্গলের পরে কি আর কোন মঙ্গল আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তাতে কলুষ আছে। আমি বললাম, কলুষ আবার কী? তিনি বললেন, 'তখন এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে- যারা আমার প্রবর্তিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করবে, আমার প্রদর্শিত হেদায়াতের পথ ছেড়ে অন্যত্র হেদায়াত ও পথের দিশা খুঁজবে। তাদের মধ্যে ভাল মন্দ উভয়টাই থাকবে। তখন আমি আরয করলাম, এ মঙ্গলের পর কি কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারীদের উদ্ভব হবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তাদের পরিচয় দিন। তিনি বললেন, তাদের বর্ণ বা ধরণ হবে আমাদের মতো এবং তারা আমাদেরই ভাষাই কথা বলবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যদি আমরা সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হই তবে আপনি আমাদেরকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা মুসলিম জামা'আত ও তার ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোন জামা'আত বা ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি সমস্ত (ভ্রান্ত) দল থেকে আলাদা থাকবে, যদিও তুমি একটি বৃক্ষমূল দাঁত দিয়ে আঁকড়ে থাক এবং এ অবস্থায়ই মৃত্যু তোমার সন্নিকটে পৌঁছে যায়'।[১৫]

অত্র হাদীছে কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠেছে, **প্রথমতঃ** এই পৃথিবীতে এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা রাসূল (ছাঃ)-এর পথ-পদ্ধতি ছাড়া বিকল্প পন্থা অবলম্বন করবে। রাসূল (ছাঃ)-এর হেদায়াতের সরল পথ বাদ দিয়ে

১৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৮৪; মিশকাত হা/৫৩৮২।

Contents

ভিন্ন পথ অন্বেষণে ব্যস্ত থাকবে। তাদের নিকট মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দেখানো পথ যথেষ্ট হবে না। একে তারা কম বা অপূর্ণ মনে করবে। তারা অতি ভক্তির চোরাগলিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। তারা স্বীয় দলীয় স্বার্থে হক্ব-বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটাতে কোন পরওয়া করবে না। তারা মুখে ভাল কথা বললেও প্রকৃত হক্ব হ'তে বহু দূরে অবস্থান করবে। বর্তমান সময়ে এদের সংখ্যা কম নয়। বরং দিন দিন জ্যামিতিক হারে বেড়েই চলেছে। **দ্বিতীয়তঃ** কোন মুসলিম ব্যক্তি এরূপ পরিস্থিতির শিকার হ'লে তার করণীয় হ'ল, সে হক্বপন্থী মুসলিম জামা'আত ও তার আমীরকে আঁকড়ে ধরবে। **তৃতীয়তঃ** সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও যদি হক্বপন্থী মুসলিম জামা'আত ও আমীরের সন্ধান পাওয়া না যায় তবুও কোন বাতিল দলের সংস্পর্শে যাওয়া যাবে না। বরং তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। যদিও একাকী কোন নির্জন বন-জঙ্গলে গাছের শিকড় আঁকড়ে থাকতে হয়। তবুও বাতিল ফের্কা বা দলের সাথে মেশার চেয়ে সেটিই ভাল হবে।

অতি চালাক এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত জামা'আতের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে। যদি তাদেরকে এ ভুল ধরিয়ে দেয়া হয় তাহ'লে তারা চতুরতার সাথে বলে দেশে একশ' ভাগ হক্বপন্থী কোন মুসলিম জামা'আত নেই তাই তাদের অনুসরণ করি। এরূপ ধুরন্ধর লোকদের অপকৌশলের কবর রচনা করা হয়েছে অত্র হাদীছে। যদি হক্বপন্থী দলের সন্ধান না মিলে তবুও বাতিলের সাথে মিশে তাকে শক্তিশালী করা যাবে না। একাকী থেকে হক্বের উপর আমল ও দাওয়াতের কাজ করতে হবে। এটাই ইসলামের আদর্শ বা নীতি।

সমাপনী : মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এখন সময়ের মৌলিক দাবী। মুসলিম ব্যক্তির জন্য জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের বিকল্প কোন পথ ইসলামী শরী'আতে নেই। কোন ব্যক্তিই কোন অজুহাত দেখিয়ে মুসলিম জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। সাথে সাথে শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত পাশ্চাত্যের নীতি বা আদর্শের ধ্বজাধারী দলের অনুসরণেরও কোন সুযোগ নেই। সকল মুসলিম ব্যক্তিকে দলমত নির্বিশেষে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর মর্মমূলে জামা'আতবদ্ধ হয়ে দুর্বার মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। প্রগতির নামে বিজাতীয় মতবাদ কিংবা ইসলামের নামে মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে অহি-র স্বচ্ছ প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনই মুক্তির চিরন্তন পথ। যতদিন আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্কে ঐক্যের মাপকাঠি ও সকল মত-পথের ঊর্ধ্বে স্থান করে দিতে না পারব ততদিন আমরা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথের দিশা পাব না, এটাই স্বাভাবিক। তাই আমাদের সকলকে হক্বপন্থী মুসলিম জামা'আতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

Contents

যুলুমের পরিণতি

*আব্দুল হান্নান**

মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করা, মানুষের অধিকার হরণ করা, অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা ইত্যাদি যুলুম বা অত্যাচার। কেউ ক্ষমতার দাপটে, কেউ বা অর্থের দাপটে, আবার কেউ জনবলের দাপটে মানুষের উপর যুলুম করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারীদের পসন্দ করেন না' *(শূরা ৪২/৪০)*।

অত্যাচারীর শাস্তি :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

'অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(শূরা ৪২/৪২)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনগণ যখন জাহান্নাম হ'তে মুক্তি পাবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে এক পুলের উপর তাদের আটকে রাখা হবে। তখন পৃথিবীতে একের প্রতি অন্যের যে যুলুম ও অন্যায় ছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের পর যখন তারা পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার আরাম স্থল যেরূপ চিনত, তার চেয়ে অধিক তার জান্নাতের আবাসস্থল চিনতে পারবে'।[১]

সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অত্যাচার করে অর্ধহাত যমীন দখল করে, ক্বিয়ামতের দিন অনুরূপ সাতটি যমীন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে'।[২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تَرْكَنُوْاْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ.

'ঐ সমস্ত অত্যাচারীদের দিকে তোমরা ঝুঁকে পড় না। নইলে তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে' *(হূদ ১১/১১৩)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لاَتَرْكَنُوا এর অর্থ হচ্ছে لاَتُدَاهِنُوْا 'তোমরা ধর্মের কাজে অবহেলা প্রদর্শন করো না। তাঁর থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা শিরকের দিকে ঝুঁকে পড়ো না। আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন, তোমরা তাদের (যালিমদের) কাজে সন্তুষ্ট হয়ো না। ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা যালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না। এটাই উত্তম উক্তি। অর্থাৎ তোমরা যালিমদেরকে সাহায্য করো না। তাহ'লে তোমরা এরূপ হবে যে, তোমরা তাদের কাজে সম্মত হয়ে গেছ। এরূপ হ'লে অগ্নি তোমাদের স্পর্শ করবে এবং তখন এমন কে হবে যে, তোমাদের থেকে শাস্তি দূর করতে পারে? এমতাবস্থায় তোমাদেরকে মোটেই সাহায্য করা হবে না।[৩] সাইয়েদ কুতুব বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যালেমদের দিকে, হঠকারী বিদ্রোহী অত্যাচারীদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না, যারা পৃথিবীতে শক্তিমান হয়ে রয়েছে। কারণ ওরাই তো শক্তির দাপট দেখিয়ে আল্লাহর বান্দাদের উপর যবরদস্তি করে, যুলুম-অত্যাচার করে। ওদের নিষ্পেষণে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে আছে।[৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ 'অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ' *(শু'আরা ২৭/২২৭)*।

অন্যত্র বলেন, كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ. 'আপনার প্রতিপালক যখন কোন অত্যাচারী জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্মক' *(হূদ ১১/১০২)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً. 'চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সম্মুখে সকল মুখমণ্ডল অবনমিত হবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে যুলুমের বোঝা বহন করবে' *(ত্বা-হা ২০/১১১)*।

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যুলুম ক্বিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকার রূপ ধারণ করবে'।[৫]

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অত্যাচার থেকে সংযত থাক। কেননা অত্যাচার ক্বিয়ামতের

* *ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১. *বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ২য় খণ্ড, হা/২৪৪০।*
২. *বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৮১০।*
৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, ১২তম খণ্ড, পৃঃ ২১২১-১২২।*
৪. *সাইয়েদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, অনুবাদ : হাফেয মুনির উদ্দিন, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮।*
৫. *বঙ্গানুবাদ বুখারী, ২য় খণ্ড, হা/২৪৪৭।*

Contents

দিন অন্ধকারের রূপ ধারণ করে আসবে। লোভ থেকে দূরে থাক। কেননা লোভ তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। তাদেরকে রক্তপাত ও নিষিদ্ধ জিনিসগুলোকে বৈধ বানিয়ে নিতে উৎসাহ যুগিয়েছে'।[৬]

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যুলুম করো না, অন্যথা তোমরা দো'আ করলে দো'আ কবুল হবে না, বৃষ্টি চাইলে বৃষ্টি পাবে না, সাহায্য চাইলে সাহায্য পাবে না'।[৭]

মযলূমের বদ দো'আ থেকে বেঁচে থাকা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি দো'আ অবশ্যই কবুল হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মযলূমের দো'আ, মুসাফিরের দো'আ এবং সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দো'আ'।[৮]

عن ابن عباس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠান তখন তাকে বলেন, মযলূমের বদদো'আ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদো'আ ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই'। অর্থাৎ তার দো'আ দ্রুত কবুল হয়।[৯]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُوْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নির্যাতিত ব্যক্তির দো'আ কবুল হয়ে থাকে, যদিও সে পাপী হয়। তার পাপের ফল সে নিজেই ভোগ করবে'।[১০]

প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই' *(শূরা ৪২/৪১)*। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوْقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّي يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সবার হক্ব আদায় করা হবে, এমনকি শিং বিহীন ছাগলকে শিং প্রদান করে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে'।[১১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কি বলতে পার সবচেয়ে দরিদ্র কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মাঝে সবচেয়ে দরিদ্র সেই যার কোন অর্থ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে গরীব ঐ ব্যক্তি, যে ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের নেকী নিয়ে ক্বিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে। অপরদিকে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, কারো সম্পদ ভক্ষণ করা, অপবাদ দেয়া ও গালি দেয়ার অভিযোগকারী ব্যক্তিদের উপস্থিত করা হবে। তখন তার নেকী হ'তে তাদেরকে পরিশোধ করা হবে। তার নেকী শেষ হয়ে গেলে তাদের পাপ নিয়ে তার উপর চাপানো হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি যুলুম করেছে তার সম্মান কিংবা অন্য কোন বিষয়ে, তবে সে যেন আজই তার নিকট হ'তে মাফ করিয়ে নেয়। ঐ দিনের পূর্বে, যেদিন তার কাছে দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। যদি তার কাছে কোন নেক আমল থাকে তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী নেয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মাযলূম ব্যক্তির গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে'।[১৩]

যালেম ও মাযলূমকে সাহায্য করা :

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا، قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَصَرْتُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ.

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালেম কিংবা মাযলূম হোক না কেন। প্রশ্ন করা হ'ল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! মাযলূমকে তো সাহায্য করবই কিন্তু যালেমকে কেমন করে সাহায্য করতে পারি? তিনি বললেন, তাকে অত্যাচার করা হ'তে বিরত রাখাই তার জন্য সাহায্য'।[১৪]

ইচ্ছা করে বিলম্বে ঋণ পরিশোধ করা অত্যাচার :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مُطِلُّ الْغِنَي ظُلْمٌ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঋণ পরিশোধ করতে পারবে এমন সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য ঋণ

৬. *মুসলিম, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২য় খণ্ড, হা/২২১৫।*
৭. *ঐ, হা/১১৮৬।*
৮. *ছহীহ তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, হা/১৯০৫।*
৯. *বুখারী, ২য় খণ্ড, হা/২৪৪৮।*
১০. *আহমাদ, সনদ হাসান, ছহীহ আত-তারগীব ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৫, হা/২২২৯।*

১১. *ছহীহ মুসলিম, হা/৬৩৯৪।*
১২. *ঐ, হা/৬৩৯৩।*
১৩. *বুখারী, মিশকাত, ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৯৯।*
১৪. *ছহীহ তিরমিযী, হা/২২৫৫।*

Contents

পরিশোধে টালবাহানা করা অত্যাচার'।[১৫]

যালেমের পরিণতি :

আল্লাহ বলেন, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ 'যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(হজ্জ ২২/৭১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ 'যালিমদের জন্য কেউ দরদী বন্ধু হবে না, আর না এমন কোন শাফা'আতকারী হবে যার কথা মেনে নেওয়া হবে' *(মুমিন ৪০/১৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُوْنَ

'কিন্তু যারা অত্যাচার করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল, কাজেই যালিমদের প্রতি আমি আকাশ হ'তে শাস্তি প্রেরণ করলাম। কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল'*(বাক্বারাহ ৫৯)*।

হাদীছে এসেছে, আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন। অর্থাৎ তোমার রব যখন কোন যালিম জনবসতিকে পাকড়াও করেন তখন তার পাকড়াও এমনিই হয়ে থাকে। তার পাকড়াও বড়ই কঠিন ও নির্মম পীড়াদায়ক'।[১৬]

আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য মিথ্যা শপথ করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব ও জান্নাত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যদিও তা ক্ষুদ্র জিনিস হয়? তিনি বললেন, যদি তা বাবলা বা দাঁতন গাছের একটি শাখাও (ডাল) হয় তবুও'।[১৭]

মাযলূমকে ক্ষমা করা :

আল্লাহ নিজে ক্ষমাকারী এবং বান্দার মধ্যেও তিনি এর প্রতিফলন দেখতে চান। প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করে থাকেন।

ছাদাক্বা ও খয়রাতের কারণে কারো মাল কমে যায় না। ক্ষমা ও মাফ করে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা সম্মান বৃদ্ধি করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলা তার সম্মান ও মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেন'।[১৮]

১৫. *বুখারী, মুসলিম, হা/৩৮৫৬।*
১৬. *হূদ ১১/১০২; বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২০৭।*
১৭. *মুসলিম।*
১৮. *বঙ্গানুবাদ তাফসীর ইবনে কাছীর, ৪-৭ খণ্ড, পৃঃ ৬১১।*

আল্লাহর বাণী, وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ 'যখমের কিছাছ বা প্রতিশোধ রয়েছে। তবে যে ব্যক্তি মাফ করে দিবে ওটা তার জন্য তার গুনাহ মাফের কারণ হবে' *(মায়েদাহ ৫/৪৫)*।

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যের ওপর অত্যাচার না করে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম তার সুনাম, সুখ্যাতি সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যখন সে অত্যাচার করে তখন ইসলাম এই সংরক্ষণ থেকে তাকে বঞ্চিত করে এবং মাযলূমকে যালিমের বিরুদ্ধে খারাপ ভাষা প্রয়োগ করে প্রকাশ্যে কথা বলার অনুমতি দেয়। খারাপ ও অশালীন কথা প্রকাশ্যভাবে উচ্চারণ করার বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এটা তার একমাত্র ব্যতিক্রম।[১৯]

অত্যাচারীর উপর বিজয় লাভ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً.

'খারাপ কথার প্রচার প্রোপাগাণ্ডা আল্লাহ পসন্দ করেন না, তবে যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে (তার কথা আলাদা)। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ' *(নিসা ৪/১৪৮)*। তিনি আরো বলেন,

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ 'কেউ অত্যাচারিত হয়ে নিজের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিলে, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই' *(শূরা ৪১)*।

একটি লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করে, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার প্রতিবেশী আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। তিনি তখন তাকে বলেন, তুমি এক কাজ কর, তোমার বাড়ীর সমস্ত আসবাবপত্র বাইরে এনে রেখে দাও। লোকটি ঐ কাজ করে এবং সমস্ত আসবাবপত্র রাস্তার উপর রেখে বসে পড়ে। রাস্তা দিয়ে যেই গমন করে সেই তাকে জিজ্ঞেস করে ব্যাপার কি? সে বলে, আমার প্রতিবেশী আমাকে জ্বালাতন করছে। আমি অধৈর্য হয়ে এখানে চলে এসেছি। সবাই তার প্রতিবেশীকে ভাল-মন্দ বলতে থাকে। কেউ বলে যে, তার উপর আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ বর্ষিত হোক। কেউ বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করুন, তার প্রতিবেশী যখন এভাবে অপমানিত হওয়ার কথা জানতে পারে। তখন সে অনুরোধ করে তাকে বাড়ী নিয়ে যায় এবং বলে আল্লাহর শপথ! মৃত্যুপর্যন্ত আপনার প্রতি কোন অত্যাচার করব না।[২০]

অতএব আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে সব ধরনের যুলুম বা অত্যাচার নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!!

১৯. *তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪।*
২০. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫১৫২; হাসান ছহীহ, তাফসীর ইবনে কাছীর ৪-৭ খণ্ড, পৃঃ ৬১০ সূরা নিসা ১৪৮ আয়াতে ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

Contents

নবীনদের পাতা

নামকরণ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

*হারূন বিন আব্দুল আযীয**

প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব স্বকীয়তা আছে। আর এ স্বকীয়তা ফুটে ওঠে সে জাতির সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বাহন হচ্ছে ভাষা ও নামকরণ। প্রত্যেক জাতিই তার নিজস্ব ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও কৃষ্টির গৌরব করে থাকে এবং সেটাকে মূল জাতীয় সম্পদ বলে ধারণা করে। বিজাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অনুপ্রবেশ ও প্রভাব হ'তে তাকে মুক্ত রাখতে ও সংরক্ষণ করতে সদা তৎপর থাকে। কিন্তু চরম পরিতাপ ও আফসোসের বিষয় হ'ল- শ্রেষ্ঠ জাতি মুসলমান বিশেষভাবে বাঙ্গালী মুসলমানরা আজ তাদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য অনুসরণ করতে যেন লজ্জাবোধ করে। ইসলামী সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বলতে যে কিছু আছে সেটাও তারা মানতে চায় না। যার বাস্তবতা আমরা দেখতে পাই মুসলিম পরিবারের সন্তানদের নামকরণের ক্ষেত্রেও। বর্তমান মুসলিম পরিবারের অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের নাম শুনে বোঝা যায় না যে, সে কোন ধর্মের অনুসারী। যদিও নামকরণের দ্বারা মানুষের ধর্মবিশ্বাস, চিন্তাধারা, মন-মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মানুষের নামেই থাকে তার জাতির পরিচয়। তাইতো 'আব্দুল্লাহ' নামটি শুনলেই আমরা বুঝতে পারি লোকটি অন্তত মুসলিম। প্রকৃতপক্ষে নামকরণ একটি সুন্দর শিল্পই শুধু নয়, এ এক অসাধারণ বিজ্ঞতারও পরিচায়ক।

পৃথিবীতে স্রষ্টার যেমন অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে, তেমনি এই অসংখ্য সৃষ্টির পরিচয়ের জন্য রয়েছে পৃথক নাম বা পরিচিতি। সকল মাখলূক্বাতের মধ্য থেকে পৃথক পরিচিতির জন্য যেমন আশরাফুল মাখলূক্বাতকে মানুষ নামে নামকরণ করা হয়েছে। তেমনিভাবে সমস্ত মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতির জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক নাম। যে নামে ব্যক্তি তার সমাজে, রাষ্ট্রে এমনকি সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। অতএব যে নামে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম পরিচিতি লাভ করবে সে নামটি অবশ্যই তাৎপর্যবহ, অর্থবোধক, সুন্দর ও ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হ'তে হবে। নাম রাখার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে সবখানেই, এমনকি স্বয়ং স্রষ্টাও তাঁর গুণবাচক নামগুলি ধরে ডাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا 'আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নাম। অতএব সে সকল নামেই তাঁকে ডাক' *(আ'রাফ ১৮০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا 'তোমার প্রভুর নাম স্মরণ কর সকাল ও সন্ধ্যায়' *(দাহর ২৫)*। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ أَسْمَاءً مِائَةً غَيْرُ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

'আল্লাহর এক কম একশ' অর্থাৎ নিরানব্বই নাম আছে। যে এ সকল নামে (তাঁকে) স্মরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১]

মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই নামের অবতারণা। এর প্রমাণ মেলে আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) এর নাম দ্বারা। অসংখ্য সৃষ্টি ও বস্তু শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যেই নামকরণের উৎপত্তি। নামকরণ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম সকল কিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُوْنِيْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ قَالُوْا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ.

'তিনি আদম (আঃ)-কে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর ফেরেশতাদেরকে বললেন, এগুলোর নাম বলে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আমরা তোমার পূর্ণ পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, কেবল যা তুমি আমাদের শিক্ষা দিয়েছ তা ব্যতীত। বস্তুত তুমিই প্রজ্ঞাময় জ্ঞানময়। তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে আদম! তাদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও' *(বাক্বারাহ ৩১-৩৩)*।

প্রত্যেক জিনিসেরই নাম রয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন বিষয়, বস্তু বা কোন ব্যক্তি নেই, যার নাম নেই। অসংখ্য বস্তুকে পৃথক পৃথকভাবে চেনার জন্য প্রয়োজন নামের। তাই নামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। শনাক্তকরণের সাথে সাথে ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত নামকরণ ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সন্তান জন্মের পর পিতা-মাতার উপর সর্বপ্রথম যে দায়িত্ব আরোপিত হয় তা হ'ল নবজাতকের জন্য একটি সুন্দর, সংক্ষিপ্ত, ভাল ও অর্থবোধক নাম নির্বাচন করা। সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমানের উচিত শরী'আত সম্মত সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা। আর এক্ষেত্রে আমাদেরকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে ইসলামের সোনালী যুগের সোনার মানুষগুলিকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সমাজে ভাল নাম থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ অভিভাবক ছেলে-মেয়ের নাম রাখতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। কারণ তাঁরা এমন একটি নামের অনুসন্ধান করেন যে নামটি সমাজে বা তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে নেই। অবশেষে এই অতিঅপরিচিত নাম খুঁজতে গিয়ে ভাল নাম বাদ দিয়ে

---

* *ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৮৭।*

Contents

মন্দ নাম নির্বাচন করে বসেন। ভাল অথচ পরিচিত এ ধরনের নাম রাখতে অনীহা প্রকাশের মূল কারণ হ'ল, শনাক্তকরণে অসুবিধা। প্রকৃতপক্ষে এটি কোন সমস্যা নয়। কেননা ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শতাধিক নাম ছিল আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান ইত্যাদি। তথাপিও তাদের শনাক্ত করতে কোনই অসুবিধা হ'ত না। কারণ তারা তাদের নামের শেষে পিতার নাম যুক্ত করতেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ নামে পরিচয় দিয়েছেন।[২] এছাড়া ছাহাবীগণও তাঁদের নামের সাথে পিতার নাম যোগ করতেন। হাদীছে যার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত পুত্রের নামের সাথে পিতার নাম সংযুক্তির বিষয়টি পরকালেও প্রাধান্য পাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রথম ও শেষ (দলের) সকলকে একত্রিত করবেন। সেদিন প্রত্যেক খেয়ানতকারী ব্যক্তির জন্য একটা পতাকা উত্তোলন করবেন। তারপর বলা হবে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের কৃত খেয়ানত'।[৩]

'ইবন' শব্দ যোগে নামকরণের সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল শনাক্তকরণ সুবিধা। তাই নামের শেষে ইবনু ফুলান (অমুকের পুত্র) যোগ হ'লে একাধিক একই নামের ব্যক্তিকে শনাক্তকরণে সুবিধা হয়।

আফ্রিকা, আরব ও অন্যান্য দেশে ইবন শব্দ যোগের প্রচলন নেই, কিন্তু ইসমের (নাম) পর সরাসরি নসব (পিতার নাম) যুক্ত হয়। যেমন জামাল আব্দুন নাছের (আব্দুন নাছেরের পুত্র জামাল), ইয়াসির আরাফাত (আরাফাতের পুত্র ইয়াসির) ইত্যাদি। এভাবে ইসম (নাম)-এর পর পিতা বা পূর্ব পুরুষের নাম যোগে নামকরণও করা যায়। ইরানে ইবন শব্দের পরিবর্তে 'ই' যোগে নামকরণ করা হয়। যেমন হাসানই সাব্বাহ (সাব্বাহর পুত্র হাসান), বানী-ই সদর (সদরের পুত্র বাণী)। তুর্কীরা ইবনের পরিবর্তে যোগ করে জাদা। যেমন কাযীজাদা (কাজীর ছেলে), পীর পাশা জাদা (পীর পাশার ছেলে)। পিতার নামের সাথে Son (ইবন/পুত্র) যোগে নামকরণের প্রচলন রয়েছে ইউরোপেও। যেমন ইংল্যান্ডে John-এর পুত্র Johnson; Jack এর পুত্র Jackson; সুইডেনে- Jonn-এর পুত্র Jonnson; Johan-এর পুত্র Johanson; ডেনমার্কে যুক্ত হয় Sen যেমন Han-এর পুত্র Hansen এবং Jan-এর পুত্র Jansen. ওয়েলসে যুক্ত হয় শুধু s; যেমন John-এর পুত্র Johns এবং Jone-এর পুত্র Jones; পোল্যান্ডে যুক্ত হয় Wicz যেমন Jona-এর পুত্র Jonawicz, Han-এর পুত্র Hanwicz। রাশিয়া ও বুলগেরিয়াতে 'Nov/chov যুক্ত হয়। তাই Lav-এর পুত্র Lavnov, Gorva-এর পুত্র Gorvachov। হাঙ্গেরীতে যুক্ত হয় Sfi, যেমন Joan-এর পুত্র Joahsfi, Jan-এর পুত্র Jansfi.

২. *বুখারী, হা/২৮৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৭৭৬ 'জিহাদ' অধ্যায়।*
৩. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭২৫, 'ইমারত' অধ্যায়।*

প্রাচীনকালে রোমানদের মধ্যে নসব (পিতার নাম) যোগ করে নামকরণের প্রথা চালু ছিল। ইতিহাস বিখ্যাত জুলিয়াস সিজারের (Julius Caesar) প্রকৃত নাম Gaius Julius Caesar কিন্তু শেষের নসবেই তিনি পরিচিত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পিতার নামের সাথে পুত্রের নাম যুক্ত করে নামকরণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে এর প্রচলন খুবই নগণ্য। ফলে এ অঞ্চলে নামকরণে বিভ্রাটও খুব বেশী।[৪] অতএব মুসলিম উম্মাহর উচিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমর্থিত ও ছাহাবা কেরাম কর্তৃক ব্যবহৃত এ প্রথার অনুসরণ করা।

ইসলামী নামের শ্রেণীবিভাগ :

সংক্ষিপ্ত নাম : ছেলে বা মেয়ের নামের পূর্বে আবু (পিতা) বা উম্মু (মাতা) যোগ না করে এবং পূর্ব পুরুষদের নামের পূর্বে ইবনু বা বিনতে যোগ না করে এক শব্দে বা মিশ্র শব্দে নামকরণই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত নাম। যেমন ওছমান, খাদীজা।

বংশসূচক নাম : পিতা বা পূর্বপুরুষের নামের পূর্বে ইবনু (পুত্র), বিনতে (কন্যা) সংযোগ করে নামকরণ করাকে বংশসূচক নাম বলে। এ ধরনের নামকরণের ফলে ব্যক্তিকে শনাক্তকরণ সহজ হয়। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওমর (ওমরের ছেলে আব্দুল্লাহ)।

সম্বন্ধসূচক নাম : বংশ, গোত্র, পেশা, বাসস্থান, জন্মস্থান, ইত্যাদির বিশেষণযুক্ত নামকে সম্বন্ধসূচক নাম বলে। পৃথিবীতে এমন অনেক মনীষী আছেন যারা সম্বন্ধসূচক নামেই বেশী পরিচিত। যেমন বুখারী, বুখারা হল তাঁর জন্ম স্থানের নাম।

উপাধি : কোন কোন ব্যক্তি তার সুমহান কর্মফল, অবদান বা গুণের কারণে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়ে থাকেন। যেমন: আবু বকরের নামের শেষে ছিদ্দীক্ব (বিশ্বাসী)।

উপনাম : সন্তানের নামের পূর্বে আবু (পিতা) বা উম্মু (মাতা) যোগ করে ডাকাকে উপনাম বলে। যেমন: আবু বকর।

শিশুর নাম কেমন হবে :

বিশ্বের সকল মুসলিম এক জাতি। এই সংহতিকে জোরদার করার জন্য প্রয়োজন ইসলামী নামের প্রচলন। কিন্তু বর্তমান শতকে আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উগ্র মানসিকতার দরুণ ইসলামী নামের পরিবর্তে দেশীয় ভাষায় নাম রাখা শুরু হয়েছে। এতে মুসলিম সংহতি নষ্ট হচ্ছে। কেননা নাম শুনে মুসলিম বা অমুসলিম পার্থক্য করাও আজ কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই নামকরণের ক্ষেত্রে যদি মুসলমানরা ইসলামী নীতিমালার অনুসরণ করেন তাহ'লে মুসলমানদের সংহতি মযবূত হবে ইনশাআল্লাহ।

৪. *বাশীর বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হামীদ আল-মা'সূমী, ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি (মক্কাঃ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০), পৃঃ ২২-২৩।*

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্দর নাম পসন্দ করতেন এবং তিনি সুন্দর নাম রাখার জন্য আদেশও করেছেন। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের নাম এবং তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমরা নিজেদের ভাল নাম রাখবে'।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের নাম সমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হ'ল আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান'।[৬] আল্লাহর যে আসমাউল হুসনা বা সুন্দর নামসমূহ রয়েছে তার পূর্বে আব্দ যোগে নামকরণ আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পসন্দনীয়। এ ধরনের নামের মধ্য দিয়ে তাঁর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস ও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করা হয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে এটিই চান এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসব নাম এতই পসন্দনীয় ছিল যে, অনেক ব্যক্তির নাম পরিবর্তন করে তিনি আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান রেখেছিলেন। অতএব প্রত্যেকের উচিত নামকরণের ব্যাপারে আল্লাহর নামের পূর্বে 'আবদ' যোগ করে নামকরণ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দা'।[৭] আবু ওয়াহ্হাব জুসামী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নবীদের নামানুসারে নাম রাখবে আর আল্লাহর নিকটে আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমানই সবচেয়ে প্রিয়'।[৮]

অত্র হাদীছে নবীদের নামে নামকরণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, নবীদের নামগুলো একটি মাত্র শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর যে নামগুলো শুধু একটি শব্দে সীমাবদ্ধ তা বিকৃত করা যায় না। এছাড়া সংক্ষিপ্ত নামের মধ্যে কৃত্রিমতাও হয় না। বরং এতে বিনয় প্রকাশ পায়।

শিশুর নাম কখন রাখতে হবে :

শিশু যেদিন জন্মগ্রহণ করে তার পরের দিন নাম রাখা যায়। অবশ্য আক্বীক্বার দিনও নাম রাখা যায়। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমার একটি সন্তান জন্ম নিল। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং খেজুর দ্বারা তাহনীক্ব করলেন। অতঃপর তার জন্য কল্যাণ ও বরকতের দো'আ করলেন এবং আমাকে শিশুটি ফেরত দিলেন'।[৯] আবু তালহা (রাঃ)-এর সন্তান যেদিন জন্মগ্রহণ করে সেদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি তাকে তাহনীক্ব করলেন এবং তার নাম আব্দুল্লাহ রাখলেন।[১০] হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জন্মের পরের দিন নবজাতকের নাম রাখা যায়। অপর এক হাদীছে সন্তান জন্মের সপ্তম দিনেও নাম রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- হাসান বাছরী সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'শিশু আক্বীক্বার সাথে আবদ্ধ থাকে। জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হবে, তার মাথা কামাতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে'।[১১] অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আক্বীক্বার দিনেও নাম রাখা যায়।

অর্থপূর্ণ ইসলামী নাম রাখা যরূরী কেন?

প্রকৃত মুসলিম হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন ঈমানের শর্ত পূরণ করা। যথা- অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও কাজে পরিণত করা। ঈমানের এই শর্ত পূরণ না হ'লে সকল ইবাদতই মূল্যহীন। তাই নাম রাখার ক্ষেত্রেও ঈমানের পরিচয় দেওয়া উচিত। বর্তমান বাংলাদেশে তথাকথিত প্রগতিশীলতার নামে বিজাতীয় অর্থহীন নায়ক-নায়িকাদের নামে নাম রাখার কু-প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, একজন অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সাথে সাথে ইসলামী নাম গ্রহণ করে। (যেমন- ক্যাটস্টীভেন থেকে ইউসুফ ইসলাম, মার্গারেট ম্যাকুইরিস থেকে মারিয়াম জামিলা, মাইকেল জ্যাকসন থেকে মিকাইল)। আর যারা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছে তারা ইসলামী নাম পরিত্যাগ করে অন্য নাম গ্রহণ করছেন। অনেক পিতা-মাতা তাদের ছেলে-মেয়েদের দু'টি নাম রাখেন। একটি হ'ল সংক্ষিপ্ত নাম যার অধিকাংশই অর্থহীন ও বিজাতীয়। এই সংক্ষিপ্ত নামেই ডাকা হয়। আর অপরটি হ'ল আসল নাম- যা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই প্রত্যেক পিতা বা অভিভাবকদের কর্তব্য হ'ল সে তার সন্তানের জন্য সংক্ষিপ্ত বা ব্যাপক এবং একাধিক যে নামই রাখুন না কেন অবশ্যই তা শরী'আত সম্মত হ'তে হবে। আবার শুধু আরবী শব্দ ও ভাষা দেখেই নাম নির্বাচন করলে চলবে না; বরং উক্ত নামের অর্থের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। যদি নামটি শুনতে সুন্দর লাগে অথচ তার অর্থ অসুন্দর হয় তাহ'লে নামটি রাখা যাবে না। কেননা খারাপ অর্থবোধক নামের কারণে অনেক সময় ঐ ব্যক্তি চরম বিড়ম্বনার শিকার হ'তে পারে। যেমন অনেক মুসলমানের নাম আছে 'খায়রুল বাশার'। এর অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। অর্থ না জেনে না বুঝেই শুধু আরবী শব্দ ও ভাষা দেখেই এই নাম রাখা হয়েছে। বস্তুত একজন সাধারণ মানুষ কখনই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হ'তে পারে না। এই উপাধি তিনি নিজে গ্রহণ করতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে খায়রুল বাশার হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি অন্যতম

৫. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৬১।*
৬. *মুসলিম হা/৪৭৫২।*
৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৬০।*
৮. *মুসলিম হা/৪৭৫২।*
৯. *বুখারী হা/৮২১।*
১০. *বুখারী ২/৮২২ পৃঃ।*
১১. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৭৪।*

বিশেষণ। আরব বিশ্বে এ ধরনের নামের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না; বরং এ ধরনের নাম নিয়ে আরব বিশ্বে প্রবেশ করলে তার দুর্গতির সীমা থাকবে না। এ বিষয়ে একজন বাঙ্গালী মুসলমানের করুণ অভিজ্ঞতার বিবরণ এখানে তুলে ধরা হ'ল- যেখানে তিনি বলেন, '১৯৭৮ সালে স্বপরিবারে হজ্জের আগে মক্কায় চলে এলাম। অতঃপর হজ্জ শেষে সেখানকার স্বনাধন্য আলেম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)-এর নিকট গেলাম। আব্বা তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিলাম, খায়রুল বাশার। এ নাম শুনে তিনি চমকে উঠলেন। ক্রোধে বিরক্তিতে তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল। যাহোক এহেন নামের কারণে শায়খের দুর্লভ সান্নিধ্যটুকু বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না...। কিছুদিন পরে মক্কায় উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হ'লাম। কিন্তু নাম নিয়ে সেখানেও বড় গোলমাল। শিক্ষকগণ স্নেহমিশ্রিত উপদেশে বলেন, 'ইয়া বুনাইয়া হাযাল ইসম লা-ইয়াজুয' (হে বৎস! এ নাম জায়েয নয়)। সহপাঠীরা টিপ্পনী কেটে বলে- 'হাল আনতা খায়রুল বাশার'? (তুমি কি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ)। কেউ কঠিন সুরে বলে, 'হাযা হারাম ইয়া আখী' (ভাই এটা হারাম)। কেউ বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করে, 'ইয়া রফীক হাযা মামনূ' (বন্ধু এটা নিষেধ)। এসবের ঊর্ধ্বে যখন কেউ নির্দয় হয়ে বলত 'বাল হুয়া গায়রুল বাশার' (বরং সে অমানুষ)। তখন দুঃখ আর অভিমানের অন্ত থাকত না। সঊদী আরবের সর্বত্রই আমাকে নাম নিয়ে নাজেহাল হ'তে হয়েছে।... যাহোক নাম বদলের জন্য সঊদী সরকারের কাছে আবেদন করা হ'ল- এজন্য অনেক কাঠখড়ও পোড়াতে হ'ল। অবশেষে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল'।

উপরোক্ত ঘটনাটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? যেহেতু জন্মের পর সন্তানের নাম রাখা হয়, সেহেতু নামকরণে নির্দিষ্ট ব্যক্তির করণীয় কিছুই থাকে না। নিজের নাম পরিবর্তনের সুযোগ নিজের নেই। কারণ মানুষ যখন নিজের নাম পরিবর্তনের মত উপযুক্ত হয়ে উঠে, তখন সে তার পিতার দেয়া নামেই সমাজে এমনকি বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। নতুন নামে নামকরণ করলে তাকে পড়তে হবে আরেক বিড়ম্বনায়। সুতরাং সন্তানের নামকরণে পিতা-মাতার ভূমিকাই প্রধান। তাই এ বিষয়ে তাদেরকে সচেতন হওয়া উচিত।[১২]

যে ধরনের নাম রাখা নিষিদ্ধ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাকে ঐ ব্যক্তির নাম ক্রোধান্বিত ও অপসন্দ করে তুলবে যে মালিকুল আমলাক অর্থাৎ 'রাজাধিরাজ' নাম রাখবে'।[১৩] সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তুমি কখনো তোমার গোলামের নাম ইয়াসার (প্রশান্তি), রাবাহ (লাভ), নাজীহ (প্রয়োজন পূরণকারী) ও আফলাহ (মুক্তি) রেখ না। এসব নাম না রাখার কারণ উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন তার নাম ধরে জিজ্ঞেস করবে 'অমুক এখানে আছে'? আর সে যদি তথায় উপস্থিত না থাকে তখন কেউ বলবে, নেই। তখন এর অর্থ হবে প্রশান্তি এখানে নেই।[১৪] এসব নাম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, লোকটি যদি তথায় উপস্থিত না থাকে এবং উত্তরে কেউ বলে নেই, তখন এই অর্থ বুঝাবে যে, বাড়ীতে প্রশান্তি বা সাফল্য নেই।

প্রকাশ থাকে যে, এসব নাম হারাম নয়; তবে অপসন্দনীয়। অনুরূপভাবে যেসব নামের অর্থ খারাপ যেমন- আছিয়া অর্থ নাফরমান, আজদা অর্থ শয়তান, খাবীছ অর্থ অপবিত্র ইত্যাদি। এসব নাম রাখা জায়েয নয়। এসব নাম রাখা হ'লে তা পরিবর্তন করা যরূরী। কারণ এর খারাপ প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের জন্য ভাল কথা বল, মন্দ কথা বল না। কেননা ফেরেশতাগণ তোমাদের কথা বলার উপর আমীন বলেন'।[১৫] অপর এক হাদীছে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সুন্দর। অতএব তিনি সুন্দরকে পসন্দ করেন।[১৬]

ত্রুটিযুক্ত ব্যঙ্গ ও বিকৃত নাম পরিহার :

বিজাতীয়, অর্থহীন, আপত্তিকর, ব্যঙ্গ ও বিকৃত নাম রাখা এবং ডাকা কোনটি ইসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ 'তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না' *(হুজুরাত ১১)*।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মন্দ নাম পরিবর্তন করে দিতেন।[১৭] এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অর্থহীন, ভুল কিংবা ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী নাম না রাখার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি অনেক মানুষের নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন। হাদীছগ্রন্থ অধ্যয়ন করলে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায় ৬০ জনের অধিক ছাহাবীর নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রেখেছিলেন।[১৮]

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর দাদা থেকে শুনেছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসাইয়িবের দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর দিল হাযন (রুক্ষ বা শক্ত মাটি)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি সাহ্‌ল (নরম মাটি)।[১৯]

---

১২. *ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি (মককাঃ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯০), পৃঃ ২-৬।*
১৩. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৪৯।*
১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৪৭।*
১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৯।*
১৬. *মুসলিম হা/১৪৭, ৫১০৮।*
১৭. *মিশকাত হা/৪৫৬৭।*
১৮. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৮১।*
১৯. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৮১।*

Contents

মন্দ নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখা :

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, এক শিশু কন্যার নাম রাখা হয়েছিল আছিয়া (عاصية) (গুনাহগার)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নাম পরিবর্তন করে জামীলা (جميلة) (সুন্দরী) রেখেছিলেন।[২০] অর্থহীন এবং ভুল নাম ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেসব নাম পরিবর্তন করেছেন যার মধ্যে মানবিক মর্যাদা অতিক্রম করে অন্য কিছুর দাবী নিহিত রয়েছে। যেমন- আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, যায়নাবের নাম ছিল বার্রা (অত্যন্ত ধার্মিকা)। বলা হ'ল যে, সে নিজের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নাম রাখলেন যায়নাব (সুগন্ধিময় ফুল)।[২১]

ভাল ও মন্দ নামের প্রভাব :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্দর নামকরণ করতে বলেছেন। কেননা সুন্দর নামধারী ব্যক্তি তার নামের কারণে অনেক সময় মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং নামের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হয়। সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি তার দাদা থেকে শুনেছেন, তার দাদা বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? আমি বললাম, হাযন (কর্কশ, রুক্ষ, শুষ্ক মাটি)। তিনি বললেন, তুমি সাহল (নরম, কোমল)। সে বলল, আমার পিতা যে নামকরণ করেছেন তা পরিবর্তন করব না। ইবনুল মুসাইয়েব বলেন, তখন থেকে আমাদের বংশের মধ্যে ঐ কর্কশতা ও রুক্ষতা বিদ্যমান ছিল।[২২]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, নামকরণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। অবজ্ঞা, অবহেলা বা আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না। ছেলে-মেয়ের জন্য আক্বীক্বা করা যেমন সুন্নাত, তেমনি সুন্দর নাম রাখাও সুন্নাত। যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ নাম রেখেছেন, তাদের উচিত নামটা পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখা। তাতে একদিকে দুনিয়া ও আখেরাতে ভাল নামকরণ হবে। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপরে আমল করা হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা সুন্নাতের প্রতি আমল করার এবং মৃত-পরিত্যক্ত সুন্নাতগুলোকে জীবিত করার তাওফীক দান করুন!- আমীন!!

---

২০. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৫২।*
২১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৫০।*
২২. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৮১।*

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

কুচক্রের পরিণতি

যে সময় সারা দুনিয়া অগণিত ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং রাজা বাদশাহ দ্বারা দেশ শাসিত হ'ত, সে সময়ের একটি কাহিনী। এক রাজা একদিন অতি চিন্তিত মনে রাজদরবারে বসে আছেন। এ সময়ে উযীর তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, রাজা চিন্তায় বিভোর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাজা মশায়! আপনি মনে হয় কিছু চিন্তা করছেন? রাজা বললেন, আপনার অনুমান সঠিক। আমার বিবাহিত জীবনের বার বছর কেটে গেল, অথচ আমার কোন সন্তান হ'ল না। এত বড় একটি রাজ্য, এর উত্তরাধিকার নেই। আমার অনুপস্থিতিতে রাজ্যটির অবস্থা কী হবে? এ চিন্তায় আমি মুষড়ে পড়েছি। আমার স্ত্রী সম্ভবত আর সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। আমি আমার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসি। তাই আমি দ্বিতীয় বিয়ে করতেও অনিচ্ছুক।

উযীর বললেন, আপনার এত বড় রাজ্য, একজন উত্তরাধিকারের অভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, এটা তো হ'তে দেওয়া যায় না! তাই আমি আপনাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে অনুরোধ করছি এবং এটা রাজ্যের জন্য মঙ্গলজনকও বটে। অনুমতি পেলে আমি আপনার জন্য অতিসত্বর একজন উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন করতে পারি।

রাজা বললেন, পাত্রী আমার নির্বাচন করাই আছে। তবে আমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছি। কেননা এ কাজে আমার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা মিথ্যে হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সম্ভবত স্ত্রীরও সম্মতি পাব না। কেননা নারীরা সতিন চায় না। তারা স্বামীকে একান্ত আপন করে নিতে চায়। আর আমার নির্বাচিত পাত্রীটি হচ্ছে আপনারই মেয়ে।

রাজার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সময় একদিন অচেনা এক ফকীর এসে রাণীর নিকট খাবার চাইল। ফকীরের সারা দেহ ঘায়ে ভরা, সে ঘা হ'তে দুর্গন্ধও ছড়াচ্ছে। রাণী তাকে পেট পুরে খাওয়ালেন। ফকীর খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে দো'আ করল, 'হে আল্লাহ! তুমি রাণীমাকে অতি সত্বর একটি পুত্র সন্তান দান কর'। দো'আ করার কিছুক্ষণ পরেই ফকীরকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। আল্লাহ পাক ফকীরের দো'আ কবুল করেছেন। রাণীমা সন্তান সম্ভবা হয়েছেন।

উযীরের যুক্তি ও পরামর্শে রাজা বিয়ে করতে স্থির সংকল্প করেছে। বিয়ের দিন-তারিখও ধার্য হয়েছে। বিয়ের কথা জানতে পেরে রাণীমা রাজাকে বললেন, আপনি এ বিয়ে বাতিল করুন। আল্লাহ পাকের অশেষ দয়াতে আমি সন্তান সম্ভবা হয়েছি। অন্ততঃ কিছুদিন ছবর করুন। উযীর রাণীর কথা শুনে বললেন, বিয়ে বাঞ্চাল করতে রাণীমার এটি একটি কৌশল মাত্র। কারণ বার বছর যার সন্তান হয়নি, দ্বিতীয় বিয়ের কথা শুনে তার গর্ভে সন্তান এসেছে, এটা হ'তে পারে না। উযীরের নিজ কন্যার সাথে রাজার বিয়ে হবে, এতে তিনি গড়িমসি করতে পারেন না। তাই তিনি রাণীর কথায় কান না দিতে রাজাকে প্ররোচিত করলেন।

রাজার দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে গেল। দ্বিতীয় স্ত্রীই এখন রাজার হৃদয়মন জয় করে ফেলেছে। তার যে কোন কথাই এখন রাজার শিরধার্য। সে যখন বুঝতে পারল, রাণী সত্যি সত্যিই সন্তান সম্ভবা, তখন সে এক চাল চালল। সে সঠিকভাবে বুঝেছিল যে, রাণীর সন্তান হ'লে রাজার সমুদয় ভালবাসা তার প্রতি অর্পিত হবে। তাই সে রাণী সম্বন্ধে রাজার নিকট অপবাদ দিল। বলল, যেদিন আপনি শিকার করতে গেছেন, ঐদিন আমি তাকে সেনাপতির সাথে গোপনে কথা বলতে দেখেছি। একথা শুনামাত্র রাজা একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেনাপতিকে তলব করতে চাইলেন। উযীর কন্যা বলল, আপনি একাজ না করে রাণীকে নির্বাসন দিন। সেনাপতিকে ক্ষেপিয়ে কাজ নেই। রাজা বুঝলেন যে, উযীর কন্যার কথা উযীরের মতই। তাই তিনি তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন।

রাজা এক রক্ষীকে দিয়ে রাণীকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন। দুই রাজ্য সীমানা দিয়ে এক নদী প্রবাহিত। রক্ষী তাকে নদী তীরের এক বনভূমিতে রেখে ফিরছে। রাণী রাজাকে তার গর্ভবতী হওয়ার সংবাদ দিতে রক্ষীকে অনুরোধ জানান। রক্ষী রাণীকে বনবাস দেওয়ায় রাণীর নিকট ক্ষমা চাইল। সে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল, আমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একাজ করতে হয়েছে। আমরা হুকুমের দাস। হুকুম অমান্য করলে আমাদের গর্দান যাবে। রক্ষী রাজাকে সংবাদ দিতে অঙ্গীকার করল।

রাণী নির্বাসিত হয়ে করুণ কান্নায় আল্লাহর নিকট আবেদন-নিবেদন করছিলেন। এমন সময় নদী পথে এক সওদাগর যাচ্ছিলেন। নারীর কান্না শুনে তিনি নৌকা ভিড়িয়ে তীরে নামলেন। দেখলেন, এক পরমা সুন্দরী নারী ক্রন্দন করছে। তাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে রাণী সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। রাণী বললেন, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন ভাই! আমাকে আশ্রয় দিলে আল্লাহ আপনার প্রতি খুশী হবেন। আমি একজন গর্ভবতী নারী।

সওদাগর লোকটি একটু বয়সী ছিলেন। তাঁর কোন বোন ছিল না। রাণীর ভাই ডাকে তিনি খুশী হ'লেন। তিনি রাণীকে উপযুক্ত আশ্রয় দিলেন। যথাসময়ে রাণী একটি সুদর্শন পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। সন্তানের নাম রাখলেন আলম। সে ঐ আশ্রয়ে থেকেই বড় হ'তে লাগল।

এদিকে রক্ষী রাজাকে রাণীর সন্তান সম্ভবার সংবাদ দিলেন এবং কোন সূত্রে দ্বিতীয় রাণীর চক্রান্তও রাজার নিকট প্রকাশিত হ'ল। রাজা এর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে দৃঢ়চিত্ত হ'লেন। সেনাপতি পালিয়ে যেতে চাইল। দ্বিতীয় রাণী তাকে বলল, তুমি নাকি সেনাপতি? তুমি একজন কাপুরুষ! একা তুমিই এ রাজ্যের সর্বেসর্বা হ'তে পার, প্রয়োজন কেবল বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করা। প্রথমত: তুমি তোমার সৈন্যদেরকে হাত কর। এরপর প্রজাদেরকে অধিকহারে খাজনা প্রদানের ঘোষণা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোল। তারপর রাজাকে বন্দী করে প্রজাদের জানিয়ে দাও, রাজার ঘোষণা অনুযায়ী খাজনা দিতে হবে না। এখন থেকে অর্ধেক খাজনা গ্রহণ করা হবে।

যে পুরুষ বা নারী অন্যের নামে অপবাদ দেয়, সে নারী বা পুরুষ সচ্চরিত্রের হয় না। এ নারীও তাই। রাজাকে বাদ দিয়ে তার মনোরাজ্যে এখন সেনাপতিই আসন করেছে। উযীর কন্যার পরামর্শ মোতাবেকই সেনাপতি কাজ করে চলেছে। রাজাকে বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। এদিকে যে রক্ষী রাণীকে নির্বাসন দিয়ে এসেছিল, সে-ই রাতের অন্ধকারে রাজাকে বন্দীশালা হ'তে উদ্ধার করে যেখানে রাণীকে নির্বাসন দিয়ে এসেছিল, সেখানে রেখে এল।

ভাগ্য যখন প্রসন্ন হয়, তখন বিপদ আপনা আপনি কেটে যায়। তাই রাজা ঘুরতে ঘুরতে রাণীর আশ্রিত স্থানে এসে পৌঁছলেন। রাজা-রাণীর সাক্ষাৎ হ'ল। উভয়ে তখন পুনর্মিলন সুখের কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। রাণী ছেলেকে পিতার সাথে পরিচয় করে দিলেন। রাজা ছেলেকে বুকে তুলে নিলেন।

রাজা লোক মারফত গোপনে নিজ রাজ্যের লোকদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখলেন। এ রাজ্যের রাজার সহায়তায় অতি সহজেই রাজা নিজ রাজ্য ফিরে পেলেন। কারণ তিন ব্যক্তি ছাড়া সবাই রাজার প্রতি আনুগত্যশীল ছিল। সেনাপতি, উযীর ও উযীর কন্যা। অবশেষে তারা ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। কুচক্রীদের পরিণাম এরূপই হয়ে থাকে।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

চিকিৎসা জগত

ডায়াবেটিসের কারণে কিডনীর জটিলতা

ডাঃ এস.এম.এ মামুন

ডায়াবেটিস হ'ল ক্রনিক নীরব ঘাতক রোগ। যেকোন বয়সের নারী-পুরুষ এ রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। বিশ্বে ২০ থেকে ৭৯ বছর বয়সের লোকদের মধ্যে এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৬ ভাগ এবং বাংলাদেশে এ রোগীর সংখ্যা শতকরা ৪.৮ ভাগ। আগামী ২০২৫ সালে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে শতকরা ৬.১ ভাগ। বর্তমানে বাংলাদেশে ডায়াবেটিস হ'তে যাচ্ছে এমন রোগীর সংখ্যা ৮.৫ ভাগ। এ সংখ্যা অব্যাহত থাকলে ২০২৫ সালে ডায়াবেটিস রোগী দাঁড়াবে শতকরা ৮.৮ ভাগ। ডায়াবেটিস এমন এক জটিল রোগ যে, ডায়াবেটিস রোগীদের শতকরা ৮০ জনেরই কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়ে কিডনী নষ্ট বা অকেজো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ডায়াবেটিসের কারণে যখন কিডনীতে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং কিডনীর স্বাভাবিক কাজের ব্যাঘাত ঘটে তখন তাকে 'ডায়াবেটিক নেপ্রোপ্যাথী' (Diabetic Nephropathy) বলে। Diabetic Nephropathy-এর প্রথম পর্যায় হচ্ছে প্রস্রাবের সাথে অ্যালবুমিন (Albumin-এক প্রকার আমিষ বা প্রোটিন) বের হয়ে যাওয়া এবং শেষ পর্যায় হচ্ছে End Stage Renal Failure (ESRF)। অর্থাৎ এ অবস্থায় রোগীকে ডায়ালাইসিস (Dialysis) কিংবা কিডনী প্রতিস্থাপন না করলে রোগীর মৃত্যু অবধারিত।

কিডনী হচ্ছে মানব দেহের এমন অঙ্গ, যা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ যেমন- ইউরিয়া, ক্রেটিনিন, ইউরিক এসিড ইত্যাদি প্রস্রাবের সাথে বের করে দেয় এবং মানবদেহের পানি ও লবণের ভারসাম্যতা রক্ষা করে। রক্তে স্বাভাবিক মাত্রা থেকে অধিক মাত্রায় এসব বিষাক্ত পদার্থ শরীরে জমা হ'লে, শরীরে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। কিডনী অসুস্থ হ'লে কিংবা কোন কারণে কিডনী তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেললে কিংবা কমে গেলে, এসব বিষাক্ত পদার্থ শরীর থেকে ঠিকমত বের হ'তে পারে না। রক্তে যখন এসব পদার্থ বেড়ে যায় তখন তাকে 'ইউরেমিয়া' (Uraemia) বলে। আবার যখন কিডনী ধীরে ধীরে অকেজো বা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে 'ক্রনিক রেনাল ফেইউির' (Chronic Renal Failure বা CRF) বলে। অর্থাৎ এটা এমন একটা অবস্থা যখন কিডনী তার স্বাভাবিক গঠন এবং কার্যকারিতা ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলে।

Chronic Renal Failure, (CRF)-শব্দটির সাথে চিকিৎসকরা তো বটেই ডায়াবেটিস রোগীরাও অতি পরিচিত। নানা কারণে Chronic Renal Failure, (CRF) হ'তে পারে। তার মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে ডায়াবেটিস। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension), কিডনীর রক্তনালী সরু হওয়া (Renal Artery Stenosis), জন্মগতভাবে কিডনীর রোগ (যেমন- Polycystic Kidney Discasc, Alport's Syndrome), শরীরে প্রদাহ জনিত রোগ (যেমন- SLE, Vasculitis) ইত্যাদি রোগেও কিডনী নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

Chronic Renal Failure শব্দটি দ্বারা Irreversiblc Kidney Damage বুঝায়। অর্থাৎ Chronic Renal Failure হ'লে কিডনী কখনো তার স্বাভাবিক গঠনে ও কার্যকারিতায় পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসতে পারে না। কিডনী ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য অনেকে এ অবস্থাকে 'প্রোগ্রেসিভ কিডনী ডেমেজ' (Progressive Kidney Damage) বলে। ক্রমাগত বা অব্যাহতভাবে কিডনী অকেজো বা নষ্ট হ'তে থাকলে, এমন একটি অবস্থায় আসে তখন কিডনী কোন ক্রমেই আর কাজ করতে পারে না। তখন রোগীকে Renal Replacement Therapy-র ব্যবস্থা না করলে রোগীর মৃত্যু হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় End Stage Renal Failure (ESRF).

Renal Replacement Therapy বলতে দু'টি ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়। প্রথমটি হ'ল রোগীকে ডায়ালাইসিস (Dialysis) করা। ডায়ালাইসিসের উদ্দেশ্য হ'ল কিডনী থেকে অতিরিক্ত বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেওয়া অথবা রক্তে এর স্বাভাবিক মাত্রা ঠিক রাখা। দ্বিতীয়তঃ ডায়ালাইসিসে কাজ না হ'লে, অকেজো বা নষ্ট কিডনীকে ফেলে দিয়ে নতুন কিডনী শরীরে প্রতিস্থাপন করা, যাকে বলা হয় Renal Transplantation। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ডায়াবেটিস হ'ল দীর্ঘমেয়াদী নীরব ঘাতক রোগ। অনেকে বলেন, "Diabets is the mother of almost all diseases" অর্থাৎ 'ডায়াবেটিস প্রায় সকল রোগের মূল'। তবে এখানে শুধু Diabetic Nephropathy সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হবে।

ডায়াবেটিস রোগীর প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ যে কোন সময় উচ্চ রক্তচাপে ভুগতে পারে। পক্ষান্তরে উচ্চ রক্তচাপের রোগীরাও প্রায় ৩০% ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হ'তে পারে। তাই ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ প্রায় সহাবস্থানে থাকতে পারে। কিডনীর কার্যক্ষমতা হ্রাস পেলে কিংবা অকেজো হয়ে গেলে, কিডনী হ'তে Erythropoiten তৈরী কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে অস্থিমজ্জায় লোহিত কনিকা (Red Blood Cell) উৎপাদন কমে যায়। ফলে রোগীরা রক্ত স্বল্পতায় (Anaemia) ভোগে। এছাড়া এসব রোগীদের শরীরে লবণের তারতম্য ঘটে। ফসফরাস ও পটাসিয়াম বেড়ে যায় এবং ক্যালসিয়াম ও সোডিয়াম কমে যায়। ফলে শরীরে Electrolytes-এর তারতম্য ঘটে এবং শরীরে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি করে।

Diabetic Nephropathy রোগীদের রক্তে চর্বির (Fat/lipid) স্বাভাবিক মাত্রা ওলট-পালট হয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে যাকে বলা হয়, Dyslipdaemia। সাধারণত ডায়াবেটিস রোগীদের চর্বির Triglyceride (T.G.)-র মাত্রা বেড়ে যায় এবং High Density lipoprotein-র মাত্রা কমে যায়। চর্বির এসব অস্বাভাবিক মাত্রা, হৃদরোগ (Coronary Heart Diseases) ও রক্তনালীর রোগ (Peripheral Vascular Diseases) সৃষ্টি করে। এছাড়া Triglyceride-র পরিমাণ অতি অস্বাভাবিক বেড়ে গেলে হঠাৎ করে অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহ (Acute Pancrcatitis), তীব্র পেট ব্যথা এবং চোখের রক্তনালী (Central retinal artery) বন্ধ হয়ে এসব রোগী অন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ডায়াবেটিস নিজেই

* *এমসিপিএস, এফএমডি (ফ্যামিলি মেডিসিন), সিসিডি (বারডেম), এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য); মেডিকেল অফিসার, বগুড়া যেলা কারাগার, বগুড়া।*

চোখকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দিতে পারে এবং রোগী চিরতরে অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

Diabetic Nephropathy হ'লে ডায়াবেটিস রোগীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে, তারা সহজেই বিভিন্ন সংক্রমন (Infection)-এ আক্রান্ত হয়। এছাড়া এসব রোগীদের রক্তের অনুচক্রিকা (Platelets) কমে যাবার ফলে, সহজেই শরীর থেকে রক্ত বের (Bleeding) হয় এবং এসব রোগীরা অতি সহজেই পেটের ঘা রোগে (Peptic Ulcer Diseases) আক্রান্ত হয়।

কিডনীতে আক্রান্ত ডায়াবেটিস রোগীরা সাধারণত হাড়ের ব্যথা, হাড় ক্ষয়ে যাওয়া, হাড় ভেঙ্গে যাওয়া এবং হাড়ের অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়। কারণ Diabetic Nephropathy হ'লে কিডনী 1-alpha hydroxylase enzyme তৈরী করতে পারে না। বিধায় অন্ত্র (Intestine) ক্যালসিয়াম শোষণ করতে পারে না। অর্থাৎ রক্তের মধ্যে ক্যালসিয়াম প্রবেশ করতে পারে না। আর হাড়ের স্বাভাবিক গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম একটি অপরিহার্য উপাদান।

এছাড়া ডায়াবেটিস রোগীরা মাংশপেশীর ব্যথা (Myopathy), হাত-পা চিনচিন করা (Tingling), চামড়া অবশ বোধ করা (Paresthesia), ঠাণ্ডা বা গরমের অনুভূতি (Sensation) কমে বা নষ্ট হয়ে যাওয়া (Neuropathy), ব্যথায় রাতে পা নড়াচড়া করা (Restless leg Syndrome), হঠাৎ করে পায়ের বুড়া আংগুলে (First Mctatarsophalangal Joint) সন্ধিতে তীব্র ব্যথা (Gout) ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়।

ডায়াবেটিস রোগীদের অথবা Diabetic Nephropathy হ'লে নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলো করা দরকার :

১। প্রতিমাসে ১ বার ব্লাড সুগার পরীক্ষা করা।

২। প্রস্রাবে এ্যালবুমিনের পরিমাণ পরীক্ষা করা।

৩। কিডনীর কার্যকারিতা পরীক্ষা (Renal Function Test)। যথা- রক্তের ইউরিয়া, ক্রেটিনিন, ইউরিক এসিডের পরিমাণ পরীক্ষা করা।

৪। প্রতি ৩ হ'তে ৬ মাস অন্তর হিমোগ্লোবিন এওয়ান সি (Hb AIC) পরীক্ষা করা।

৫। বৎসরে ১ বার রক্তের চর্বির পরিমাণ (Fasting Lipid Profile) পরীক্ষা করা।

৬। এছাড়া বৎসরে কমপক্ষে ১ বার চক্ষু পরীক্ষা করা এবং ইসিজি (ECG) করা।

ডায়াবেটিস রোগীদের করণীয় :

১। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটতে হবে। প্রথম ১০ মিনিট স্বাভাবিকভাবে, দ্বিতীয় ১০ মিনিট অতি দ্রুত এবং শেষের ১০ মিনিট স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে হবে।

২। শরীরে মেদ ও ওযন বেশী হ'লে তা কমাতে হবে।

৩। ডায়াবেটিস রোগীদের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন হ'তে পারে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে রোগীর শারীরিক গঠন, তার উচ্চতা, রোগী মোটা না চিকন, তার পেশা ইত্যাদির উপর। তবে সুষম খাদ্য, নিয়মিত আহার এবং রিফাইন কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) যেমন- সুগার, চিনি, জ্যাম, কোমল পানীয়, মধু, কেক, চকলেট ইত্যাদি পরিত্যাগ করতে হবে।

Contents

ক্ষেত-খামার

সবজি চাষ করে দু'হাযার পরিবার স্বাবলম্বী

কুষ্টিয়ার খোকসায় মৌসুমি সবজি চাষে নিজেদের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছে দু'টি গ্রামের প্রায় ২ হাযার দিনমজুর কৃষক পরিবার। বাড়ির আশপাশে অনাবাদি ও আবাদি জমিতে সবজির চাষ করে তারা আজ সচ্ছল-স্বাবলম্বী। নিজেদের সবজি ক্ষেতে কাজ করে শূন্য হাত থেকে তারা আজ লাখ লাখ টাকা, বাড়ি ও জমির মালিক। দিনবদলের এ কাহিনী কুষ্টিয়া যেলার খোকসা উপযেলার পাশাপাশি পাতেলডাঙ্গী ও হেলালপুর গ্রামের প্রান্তিক কৃষকদের। উপযেলা শহর থেকে অনতিদূরে এ দু'টি গ্রামে আবাদি জমির চেয়ে অনাবাদি জমির পরিমাণ ছিল বেশী। পাতেলডাঙ্গী গ্রামের অতুল বিশ্বাস ৫ বছর আগে একটি বেসরকারী সংস্থার নিকট থেকে ১০ হাযার টাকা ঋণ সহায়তা নিয়ে শুরু করেন প্রথম সবজি চাষ। সে বছরই ৫০ শতাংশ জমিতে পটোল চাষ করে খরচ বাদে আয় করেন প্রায় ১ লাখ টাকা। ২য় ও ৩য় বছরে ৫ শতাধিক চাষী শসা, পটোল, বেগুন, কপি, কচু চাষ করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। এখন প্রতি ১০ শতাংশ জমিতে শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ করে ২০ থেকে ২৫ হাযার টাকা আয় করছেন তারা। এ দু'টি গ্রামের সবজি উপযেলার চাহিদা পূরণ করে যেলার সর্বত্রই সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে কৃষক ছাড়াও হতদরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সবজির আড়তে কাজ করে তারা দিনে ১৫০-২০০ টাকা রোজগার করছেন। বিএ পাস শিক্ষিত যুবক দীনবন্ধু মদক পাতেলডাঙ্গী গ্রামে ফিরে এসে হাতে নিড়ানি আর কাঁচি তুলে নিয়েছেন। এখন আর তিনি চাকরির জন্য হতাশাবোধ করেন না। সবজি চাষ করে তিনি এখন লাখপতি। ২০০৬ সালে উপযেলা কৃষি মেলায় সাড়ে ৭ ও সাড়ে ৬ কেজি ওজনের মুলা প্রদর্শন করে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন তিনি। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ২ একর জমিতে হাইব্রিড পটোলের চাষ করে খোকসায় আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

দুগ্ধ খামারিদের দারিদ্র্য জয়

সঠিক পরিকল্পনা, কাজের প্রতি আন্তরিকতা আর সততা থাকলে অসহায়তার শৃঙ্খলে কাউকে বেঁধে রাখা যায় না। সেটাই প্রমাণ করেছে খোকসা-কুমারখালীর ৫ শতাধিক বেকার যুবক। তারা গড়ে তুলেছেন দুধের খামার। এসব দুগ্ধ খামারকে কেন্দ্র করে কুমারখালীতে গড়ে উঠেছে বৃহৎ শিলাইদহ ডেইরি ফার্ম। এখানকার ফার্মের প্রক্রিয়াজাত দুধ প্রতিদিন ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে যাচ্ছে। খোকসার এক্তারপুর গ্রামের শাহাদত আলীর ১০টি গাভী প্রতিনিয়ত প্রায় ১ মণ দুধ দিচ্ছে। গোবর থেকে তৈরী জৈব সার ও জ্বালানি থেকেও মাসে প্রায় ১০-১৫ হাযার টাকা আয় হয় বলে শাহাদত জানান।

তার দুগ্ধ খামারটি এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের একটি মডেল হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। খোকসার পাইকপাড়া গ্রামের হাসীনা বেগমও দুগ্ধ খামার করে সংসারে সুখ ও সচ্ছলতা পেয়েছেন। এক সময় অভাব-অনটন ছিল তার নিত্য সঙ্গী। তবুও স্বাবলম্বী হয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। খুঁজছিলেন কোন অবলম্বন। এরকম দুর্বিষহ জীবন-যাপনকালে তার সহায়তায় এগিয়ে আসে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। ঐ সংস্থা থেকে ১ম পর্যায়ে দশ হাযার টাকা ঋণ নিয়ে দু'টি গাভী কিনে শুরু করেন পালন। এরপর হাসীনাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে হাসীনার দুগ্ধ খামারে গাভীর সংখ্যা ৮টি। খোকসা-কুমারখালীর উপর দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা-গড়াই নদীর পাড়ের ২০ গ্রামের প্রায় ৫ শতাধিক যুবক গড়ে তুলেছেন দুগ্ধ খামার। মাত্র এক দশকের ব্যবধানে বেশ বদলে গেছে এ দুই উপযেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার চালচিত্র। এখানকার জনসংখ্যার প্রায় ১৫ ভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুগ্ধ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। কুমারখালীর দইরামপুর, হাশিমপুর, কালোয়া, কয়া এলাকার প্রতিটি ঘরেই রয়েছে দুগ্ধ খামার। খাঁটি দুধ থেকে তৈরী দইয়েরও রয়েছে ব্যাপক চাহিদা।

৩ হাযার হেক্টর জমিতে কুলের আবাদ

পুষ্টিসমৃদ্ধ শীতের ফল 'আপেল কুল'। বাণিজ্যিক চাষে বৃহত্তর কুষ্টিয়ায় এর রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। বিদেশেও এ কুলের ব্যাপক চাহিদা থাকায় রয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের বিপুল সম্ভাবনা। কুষ্টিয়ার খোকসায় প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ আপেল কুল চাষ করে স্থানীয় চাষীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে প্রতিশ্রুতি হর্টিকালচার সেন্টার।

কুষ্টিয়া যেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, এ যেলায় চলতি মৌসুমে প্রায় ৩ হাযার হেক্টর জমিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কুলের আবাদ হয়েছে। যেলার বিভিন্ন পল্লী ঘুরে দেখা গেছে, মাতৃগাছগুলো কুলের ভারে নুয়ে পড়েছে। যার কারণে একাধিক পেলা বা ঠেস দিতে হয়েছে। মাঠে মাঠে আপেল কুল ও বাউ কুল কৃষি খাতে খুলে দিয়েছে এক অপার সম্ভাবনার দ্বার। গ্রামাঞ্চলের চাষীদের পাশাপাশি বেকার যুবকরাও অর্থঋণ সহায়তায় কুল চাষের প্রতি ঝুঁকেছে। যেলার মিরপুর উপযেলার ভাঙ্গাপাড়া গ্রামের কয়েক যুবক মিলে গড়ে তুলেছেন নিরিবিলি কুল বাগান। চলতি বছর তারা ২০ বিঘা জমিতে কুলের আবাদ করেছেন। পাশাপাশি কুলের সাথী ফসল হিসাবে লাল শাক, পুঁই, মরিচ, রসুন, আলু ও তিল সহ অন্যান্য সবজির চাষ করেছেন।

যেলার দৌলতপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম হাকিমপুরের সমৃদ্ধ কৃষক আসাদুল হক। ১৬ বিঘা আয়তনের একটি বাগানে জুন মাসে বাউকুলের চারা রোপণ করেন। মাত্র ৬ মাস বয়সের এসব গাছ এখন থোকা থোকা বাউকুলের ভারে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। ফেব্রুয়ারীর শুরুতেই সুস্বাদু এ ফল বাজারজাত করা সম্ভব হবে বলে আশা করছেন তিনি। আসাদুল হক জানান, চারা রোপণ থেকে শুরু করে সব মিলিয়ে প্রতি বিঘায় তার খরচ হয়েছে প্রায় ১৫ হাযার টাকা। কোন অঘটন না ঘটলে প্রতি বিঘা বাগান থেকে কম করে হলেও ৮০ হাযার টাকার কুল বিক্রি সম্ভব বলে তিনি মনে করছেন। তবে পুনরায় চারা রোপণের প্রয়োজন না পড়ায় আগামী মৌসুমে উৎপাদন খরচ দুই-তৃতীয়াংশ কমে যাবে। বাউকুল চাষে সাফল্য লাভকারী আসাদুল হক এখন এলাকার কৃষকদের কাছে মডেল হয়ে উঠেছেন। যেলা কৃষি কর্মকর্তা শামসুল আনোয়ার জানান, একবার চারা রোপণ করে ১০ বছর পর্যন্ত এর ফল পাওয়া যায়। ফেব্রুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যে ১২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। চারা রোপণের জন্য তৈরীকৃত গর্তে ২৫ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২০০ গ্রাম এমওপি সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ৭ দিন পর চারা রোপণ করতে হয়। এছাড়া বয়স্ক গাছে ২ বার সার দিতে হয়। এ গাছের একমাত্র রোগ 'পাউডারি মিলডিউ'। তবে সময়মত ছত্রাকনাশক 'থিওভিট স্প্রে' করলে এ রোগ দমন সম্ভব। কুলচাষী রজব আলী জানান, এ বছর তিনি ২ বিঘা জমিতে কুল চাষ করেছেন। এরই মধ্যে পেয়ে গেছেন ৬০ হাযার টাকা। তিনি আরও দেড় থেকে দুই লাখ টাকা আয় করবেন বলে আশা করেন।

[সংকলিত]

]

Contents

কবিতা

রক্তে লেখা একুশ

-মুহাম্মাদ আবু রায়হান
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
করেছে রক্ত দান,
বুকের তাজা শোণিত দিয়ে
রেখেছে বাংলা ভাষার মান॥
রক্ত দিয়ে লিখেছে তারা
অমর একুশে নাম,
রক্তের বিনিময়ে বাংলা
পেয়েছে অনেক দাম॥
সাগর ভরা রক্ত দিয়ে
বাংলা ভাষা কেনা,
তাই বিশ্বব্যাপী বাংলা
অনেকের অতি চেনা॥
লাল সবুজের পতাকা নিয়ে
করেছে যারা সংগ্রাম,
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রবে
তাদের সবার নাম॥
***

বাংলা ভাষা হাসে

-মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী
মহেশ্বরপাশা বাজার, দৌলতপুর, খুলনা।

'আল্লামাহুল বায়া-ন
সেতো আল্লাহ্র সেরা দান,
সবই জেনে করল তবু
ভাষার অসম্মান!
অবাক ভাবি পড়ল কেন
ওদের মাথায় বাজ
মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়া
এতই সহজ কাজ?
জোরের যুক্তি ভেস্তে গেল
যুক্তির জোরের পাসে
বিশ্বসভার তখত-তাউসে
বাংলা ভাষা হাসে!
***

আহ্বান

-মসীহুর রহমান
মীর হাজারীবাগ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
ছালাত আদায় করতে যাই,
ছালাত আদায়ে আল্লাহ্র দীদার
কুরআন-হাদীছে পাই।
ছালাত কায়েম না করে
কেউ যদি যায় কবরে
থাকতে হবে কাল হাশরে
জাহান্নামের ঘরে।
কাটাও যদি জীবন তোমার
সদা আল্লাহ্র পথে
সুখ আর শান্তিতে
থাকবে তুমি ইহকাল-পরকালে।
***

জাগো মুসলিম

-মুসাম্মাৎ জুলিয়া আখতার
দৌলতখালী, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

পাপাচ্ছন্ন ক্ষণে জাগো মুসলিম
শোন পাতিয়া কান
শোন তাওহীদপূর্ণ বজ্র কণ্ঠের
উদাত্ত আহ্বান॥
এখনও কেন সুপ্ত তুমি
তাগূতী বিছানায়
আঁখি খোল চেয়ে দেখ
জীবন রবি শূন্যে ডুবে যায়॥
ঝেড়ে ফেল প্রেতাত্মার অপচ্ছায়া
কর আলস্য পরিহার
ডাকে আকুল কণ্ঠে ছিরাতুল মুস্তাক্বীম
তোমাকে বারবার॥
বৃথা ছলনা আর অনুশোচনায় ভরা
এই দুনিয়াবী মনবিলাস
যার পরিণাম কঠিন জাহান্নাম
আর অর্থহীর্ন দীর্ঘশ্বাস॥
সব ছেড়ে অন্তর নীড়ে
বসাও আল-কুরআন
এতেই মুক্তি এতেই শক্তি
বলেছেন রহীম রহমান॥
***

ওপারের ডাক

-তারিক
ঈদগাহ বাজার, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

একদিন চলে যেতে হবে বহু দূরে,
আপনজন সব কিছু ছেড়ে।
পড়ে রবে মিছে গড়া স্বপ্নের বাড়ি,
ওপারের ডাকে যেতে হবে তাড়াতাড়ি।
পাখি উড়ে যাবে থেকে যাবে খাঁচাখানি,
কারো সাথে আর হবে না তো জানাজানি।
মরদেহ কেউ আর রাখবে না ঘরে,
সবে মিলে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবে গোরে।
পাথেয়টা কিছুতেই নয় টাকাকড়ি,
পুণ্যের কাজ করে যেন মোরা মরি।
যেন সদা চলি নবী-রাসূলের পথে,
ভুল পথে যেতে নাহি চাই কোন মতে।
***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। রাজশাহী।
২। রাঙামাটি।
৩। কাপ্তাই বাঁধ, রাঙামাটি পার্বত্য যেলা।
৪। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর।
৫। ভেড়ামারা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (সৌরজগৎ)-এর সঠিক উত্তর

১। বুধ।
২। নিরক্ষরেখায়।
৩। শুক্র।
৪। ৬০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।
৫। প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাযার মাইল।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। বাংলাদেশের বৃহত্তম সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র কোনটি?
২। বাংলাদেশের বৃহত্তম স্টেডিয়াম কোনটি?
৩। বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল কোনটি?
৪। বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?
৫। বাংলাদেশের বৃহত্তম চিনিকল কোনটি?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (সৌরজগৎ)

১। সূর্য হ'তে পৃথিবীর দূরত্ব কত?
২। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ কোনটি?
৩। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চাঁদ অবস্থান করলে কি হয়?
৪। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কত?
৫। পৃথিবীর প্রথম বাণিজ্যিক যোগাযোগের কৃত্রিম উপগ্রহ কোনটি?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

আত্রাই, নওগাঁ ২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর বড়কালিকাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু নু'মান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মিনার হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রাশীদুল ইসলাম। সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন মওলানা আব্দুল ওয়াহাব। পরিশেষে একটি সোনামণি শাখা গঠন করা হয়।

গাফুরিয়াবাদ, পাবনা ৩ ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ৭-টায় গাফুরিয়াবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ফুরকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল্লাহ আনছারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণিদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার প্রতি আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন চর প্রতাপপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম নাযীমুদ্দীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে শিহাবুদ্দীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি রুখসানা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি পাবনা যেলার সহ-পরিচালক রফীকুল ইসলাম।

ব্রজনাথপুর, পাবনা ৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ ফজর ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার পরিচালক রবীউল আওয়াল। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণিদের মাঝে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আব্দুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুর রাকীব। সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন সোনামণি পাবনা যেলার পরিচালক ওমর ফারূক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি পাবনা যেলার সহ-পরিচালক রফীকুল ইসলাম।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ ফজর সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন-গঠন ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয শহীদুল ইসলাম এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র মানযুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আল-আমীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে নাজমুল হক্ব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এনামুল হক্ব।

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

নতুন সরকারের যাত্রা শুরু: দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হ'লেন শেখ হাসিনা

৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত ৬ জানুয়ারী নতুন সরকারের যাত্রা শুরু হয়েছে। ঐদিন সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের দরবার হলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন শেখ হাসিনা। এরপর তাঁর মন্ত্রীসভার ৩১ জন সদস্য শপথ নেন। এঁদের মধ্যে ২৩ জন মন্ত্রী ও ৮ জন প্রতিমন্ত্রী। আওয়ামী লীগ ছাড়া মন্ত্রীসভায় জাতীয় পার্টির একজন এবং ১৪ দলভুক্ত সাম্যবাদী দলের একজন রয়েছেন।

নতুন মন্ত্রীসভায় শেখ হাসিনাসহ পাঁচ নারী রয়েছেন। ৩২ জনের মন্ত্রীসভার ২৬ জনই নতুন মুখ। টেকনোক্র্যাট কোটায় মন্ত্রী হয়েছেন তিনজন। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্যদের শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দীন আহম্মেদ। মন্ত্রীপরিষদ সচিব আব্দুল আযীযের পরিচালনায় সন্ধ্যা ৬-টা ৪৮ মিনিটে রাষ্ট্রপতি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেখ হাসিনাকে শপথ পড়ান। এরপর পর্যায়ক্রমে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরাও শপথ গ্রহণ করেন। নতুন মন্ত্রীসভার শপথের মধ্য দিয়ে দুই বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবসান হল। শুরু হল নতুন সরকারের পথ চলা।

নতুন মন্ত্রীগণ : ১. শেখ হাসিনা- প্রতিরক্ষা, সংস্থাপন, ধর্ম, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়। ২. আবুল মাল আব্দুল মুহিত- অর্থ। ৩. বেগম মতিয়া চৌধুরী- কৃষি। ৪. আব্দুল লতীফ ছিদ্দীকী- পাট ও বস্ত্র। ৫. ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ- আইন, বিচার ও সংসদ। ৬. এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) একে খন্দকার- পরিকল্পনা। ৭. রাজিউদ্দীন আহমেদ রাজু- ডাক ও টেলিযোগাযোগ। ৮. এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন- স্বরাষ্ট্র। ৯. সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়। ১০. ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন- শ্রম, কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ। ১১. রেজাউল করিম হীরা- ভূমি। ১২. আবুল কালাম আযাদ- তথ্য ও সংস্কৃতি। ১৩. এনামুল হক মোস্তফা শহীদ- সমাজকল্যাণ। ১৪. দিলীপ বড়ুয়া- শিল্প। ১৫. রমেশ চন্দ্র সেন- পানিসম্পদ। ১৬. জিএম কাদের- বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন। ১৭. লে. কর্ণেল (অবঃ) ফারূক খান- বাণিজ্য। ১৮. সৈয়দ আবুল হোসেন- যোগাযোগ। ১৯. ডঃ আব্দুর রাযযাক- খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। ২০. ডাঃ আফসারুল আমীন- নৌ-পরিবহন। ২১. ডাঃ আফম রুহুল হক- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ। ২২. ডাঃ দীপু মনি- পররাষ্ট্র। ২৩. নূরুল ইসলাম নাহিদ- শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং ২৪. আব্দুল লতীফ বিশ্বাস- মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

নতুন প্রতিমন্ত্রীগণ : ১. এ্যাডভোকেট মোস্তাফীযুর রহমান- বন ও পরিবেশ। ২. ক্যাপ্টেন (অবঃ) এবিএম তাজুল ইসলাম- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক। ৩. তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ- স্বরাষ্ট্র। ৪. ইয়াফেস ওসমান- বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। ৫. ডঃ হাসান মাহমূদ- পররাষ্ট্র। ৬. বেগম মন্নুজান সুফিয়ান- শ্রম ও কর্মসংস্থান। ৭. দীপংকর তালুকদার- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক এবং ৮. আহাদ আলী সরকার- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

প্রদত্ত ভোটের হার : নির্বাচন কমিশনের হিসাব মতে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯ আসনের ৩৫ হাযার ১১২টি কেন্দ্রে ভোটার ছিলেন ৮ কোটি ৮ লাখ ৪৬ হাযার ৪০৬ জন। এর মধ্যে ৭ কোটি ৩ লাখ ৫৭ হাযার ৪৪৯ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে এবং মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা (না ভোটসহ) ৬ কোটি ৯৭ লাখ ৩২ হাযার ২৬৫। ভোট বাতিল হয়েছে ৬ লাখ ২৫ হাযার ১৮৪টি। না ভোট প্রদানের সংখ্যা ৩ লাখ ৮৩ হাযার ৬২৫টি। এবার গড়ে ভোট পড়েছে ৮৭ দশমিক ১২ শতাংশ।

বিভিন্ন দলের ভোট পাবার হার : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রদত্ত ভোটের ৪৯ দশমিক ০১ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগ প্রথম সংসদ নির্বাচনে ৭৩ দশমিক ২০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। দেশের অন্য প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি এবার ভোট পেয়েছে ৩২ দশমিক ৭৪ শতাংশ। জাতীয় পার্টি (জাপা) পেয়েছে ৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ, জামায়াতে ইসলামী ৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ এবং বাকী রাজনৈতিক দলগুলোর চেয়ে ১৪৭ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী পেয়েছেন প্রায় ৩ শতাংশ ভোট। আর 'না' ভোটসহ অন্য ছোট দল মিলিয়ে পেয়েছে সাড়ে ৫ শতাংশ ভোট। এবার সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে রাজশাহী-৫ আসনে ৯৪.৮৯ শতাংশ। আর সর্বনিম্ন ভোট পড়েছে ঢাকা-১১ আসনে ৭২.৪৮ শতাংশ।

সারাদেশে ৪২ হাযার ৩৩৩ ভোট পেয়েছে কমিউনিষ্ট পার্টি : ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (সিপিবি) সারাদেশে মোট ৪২ হাযার ৩৩৩ ভোট পেয়েছে। ভোটপ্রাপ্তির হার ০.০৬ শতাংশ। এ নির্বাচনে সিপিবি নেতারা ২৯৯টি আসনের ৩৭টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সবাই জামানত হারিয়েছেন।

৯২৩ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত : ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১ হাযার ৫৫৫ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে ৯২৩ জনই জামানত হারিয়েছেন। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার আসন এলাকায় প্রদত্ত মোট ভোটের ৮ ভাগের ১ ভাগ না পেলে জামানত হারাবেন। এবার যেসব প্রার্থীরা জামানত হারিয়েছেন তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের রয়েছে ৪, বিএনপির ১৪, জাতীয় পার্টির ১২, সিপিবির ৩৭, গণফোরামের ৪৫ এবং বিকল্পধারা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ৬১ প্রার্থী।

১০ কোটিরও বেশী টাকার মালিক ২১ এমপি, কোটিপতি ১২৮ জন : ৯ম জাতীয় সংসদে ১০ কোটি টাকার বেশী সম্পদ রয়েছে এমন সংসদ সদস্যদের (এমপি) সংখ্যা ২১ জন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্পদ রয়েছে নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের গোলাম দস্তগীর গাযীর। নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে তিনি নিজের সম্পদ সম্পর্কে যে তথ্য জানিয়েছেন সে অনুযায়ী তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ রয়েছে ৬৯ কোটি ২৩ লাখ ৭৪ হাযার ৪২৪ টাকার। আর দায় রয়েছে ২৩ কোটি ৭৩ লাখ ১৭ হাযার ৪৭ টাকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন চট্টগ্রাম-৮ আসনের সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের নূরুল ইসলাম বিএসসি। তার সম্পদ রয়েছে ৪৫ কোটি ৬১ লাখ ৯৩ হাযার ২৮২ টাকার। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন চট্টগ্রাম-১২ আসনের সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের আখতারুযযামান চৌধুরী। তার মোট সম্পদ রয়েছে ২৫ কোটি ১০ লাখ ৩৩ হাযার ২৫ টাকার।

এদিকে বেসরকারী সংগঠন 'সুজনে'র হিসাব অনুযায়ী নির্বাচিতদের মধ্যে প্রায় ৪৪ শতাংশ কোটিপতি, যাদের নিজ ও নির্ভরশীলদের নামে ন্যূনতম ১ কোটি টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। সুজনের হিসাব অনুযায়ী মোট ১২৮ জন কোটিপতি এমপির মধ্যে আওয়ামী লীগের ৯২ জন, জাতীয় পার্টির ১৪ জন, বিএনপির ১৯ জন, জামায়াতে ইসলামীর ১ জন, বিজেপির ১ জন ও ১ জন স্বতন্ত্র সংসদ রয়েছেন।

প্রায় সাড়ে ৪০ হাযার কোটি টাকার রিজার্ভ রেখে গেল তত্ত্বাবধায়ক সরকার : নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেই পেয়েছে প্রায় ৫৭৮ কোটি ডলার বা ৪০ হাযার ৪৬০ কোটি টাকার রিজার্ভ। গত ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার সময় ১৩১ কোটি ডলারের রিজার্ভ রেখে যায়। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে রিজার্ভ সর্বোচ্চ ৬১৮ কোটি ডলারে উঠলেও শেষ দিকে এসে রিজার্ভ ৬০০ কোটির নীচে নেমে যায়। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর চারদলীয় জোট সরকার সাড়ে ৩০০ কোটি ডলার রিজার্ভ রেখে ক্ষমতা ছাড়ে।

কে কয়টি আসন পেয়েছে : ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলের ভরাডুবি হয়েছে। এবার আওয়ামী লীগ পেয়েছে ২৩০টি আসন, বিএনপি ৩০, জাতীয় পার্টি ২৭, জাসদ ৩, জামায়াতে ইসলামী ২, ওয়ার্কার্স পার্টি ২, বিজেপি ১, স্বতন্ত্র ৪ ও এলডিপি ১।

নির্বাচনে ব্যয়ঃ এবারের নির্বাচনে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১৮০ কোটি টাকা।

হাইকোর্টের রায়

মাদরাসা ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিষয়ে ভর্তি হ'তে পারবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ও ঘ ইউনিটে ভর্তির ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তকে অবৈধ ও মানবাধিকার পরিপন্থী ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। গত ২০ জানুয়ারী হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মীর হাশমত আলী ও বিচারপতি শামীম হাসনাইন সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। এই রায়ের ফলে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষাতত্ত্ব এবং জেন্ডার এ্যান্ড উইম্যান স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হ'তে আর কোন বাধা রইল না। এই ৭ বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা ও ইংরেজীতে ২০০ নম্বর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছিল। এর ফলে আলিম শ্রেণীতে যারা বাংলা ও ইংরেজীতে ১০০ নম্বর করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তারা ভর্তির সুযোগ হারায়। এই শর্তারোপের বিরুদ্ধে মাদরাসা ছাত্ররা প্রথমে প্রতিবাদ করে। পরে ভর্তিচ্ছুদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরোপিত শর্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্ট বিভাগে রিট আবেদন করা হয়। আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫ ছাত্র বাদী হয়ে রিট আবেদনটি দায়ের করে। রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি কারণ দর্শানোর রুল জারী করে জানতে চান এই শর্তারোপকে কেন অবৈধ, বেআইনি ও মানবাধিকার পরিপন্থী ঘোষণা করা হবে না। এই মামলার সূত্রে গত ২ ডিসেম্বর হাইকোর্ট বিভাগ ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে সংশ্লিষ্ট ৭টি বিষয়ে ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। হাইকোর্ট বিভাগের বর্তমান রায়ের ফলে মাদরাসা বোর্ড থেকে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে তারাও ভর্তির সুযোগ পাবে।

সারের দাম অর্ধেক হ্রাস

সরকার নন-ইউরিয়া সারের মূল্য অর্ধেক কমিয়েছে। ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি কেজি টিএসপি সারের দাম ৭৫ টাকা থেকে ৪০ টাকা, এমওপি ৪৫ টাকা থেকে ৩৫ টাকা ও ডিএপি ৯১ টাকা থেকে ৪৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই মূল্য হ্রাসের কারণে সরকারকে নন-ইউরিয়া খাতে ২ হাযার ৭৫৬ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হবে। এর আগে এ খাতে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ৬০০ কোটি টাকা বা ১৫ শতাংশ। এখন সরকারকে ৫৫ শতাংশ ভর্তুকি দিতে হবে।

কেরোসিন ও ডিজেলের দাম হ্রাস : কেরোসিন ও ডিজেলের দামও লিটার প্রতি দুই টাকা কমানো হয়েছে। নতুন মূল্য নির্ধারণের পর কেরোসিন ও ডিজেল ৪৪ টাকায় বিক্রি হবে। গত ১২ জানুয়ারী থেকে এ মূল্য কার্যকর হয়েছে। এদিকে জ্বালানি তেলের মূল্য কমার কারণে প্রতি কিলোমিটারে বাস ভাড়া ২ পয়সা কমেছে।

২০০৮ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে সাড়ে ৯ ভাগ

সদ্যসমাপ্ত ২০০৮ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৯ ভাগ। এ সময় পণ্যমূল্য বেড়েছে আগের বছরের তুলনায় প্রায় সাড়ে ১২ ভাগ। 'কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (ক্যাব)-এর দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৮) থেকে এ তথ্য জানা গেছে। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়েছিল ১৬ দশমিক ৭৮ ভাগ ও দ্রব্যমূল্য বেড়েছিল প্রায় ১৯ ভাগ। ২০০৬ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছিল প্রায় সাড়ে ১৩ ভাগ ও দ্রব্যমূল্য প্রায় ১৫ ভাগ। কিন্তু আপেক্ষিক হিসাবটি হচ্ছে, দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় প্রতি বছর বেড়ে চলেছে। যেমন- আগের বছরের হিসাব যোগ করলে গত দুই বছরে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ২৬ ভাগ।

২০০৮ সালে রেমিট্যান্স আয় ৯০০ কোটি ডলার

২০০৮ সালে রেমিট্যান্স আয় ৯০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে গত ডিসেম্বর মাসে রেমিট্যান্স আসে ৭৬ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার। গত বছরের জুলাই মাসে সর্বোচ্চ ৮২ কোটি ৭ লাখ ডলার রেমিট্যান্স আসে। ২০০৭ সালে রেমিট্যান্স আসে ৬০০ কোটি ডলারের কিছু বেশী।

বায়তুল মুকাররম মসজিদের নতুন খত্বীব মাওলানা ছালাহুদ্দীন

ঢাকা আলিয়া মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপ্যাল ও মহাখালীস্থ মসজিদে গাউছুল আযমের খত্বীব মাওলানা মুহাম্মাদ ছালাহুদ্দীন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের নতুন খতীব নিযুক্ত হয়েছেন। গত ৫ জানুয়ারী তিনি এ পদে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, উক্ত মসজিদের সাবেক খত্বীব মাওলানা ওবায়দুল হক মারা যাবার পর ভারপ্রাপ্ত খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন মুফতী নূরুদ্দীন।

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিলেন বারাক ওবামা

গত ২০ জানুয়ারী স্থানীয় সময় দুপুর ১২-টায় ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মলের লিংকন মেমোরিয়ালে সমবেত প্রায় ২০ লাখ মানুষের সামনে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেন ওবামা। প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। এর আগে ভাইস প্রেসিডেন্ট জ্যো বাইডেলকে শপথবাক্য পাঠ করান সুপ্রীমকোর্টের অন্যতম বিচারপতি জন পল স্টিভেনস। ওবামা যে বাইবেলের উপর হাত রেখে শপথ নেন, ১৮৬১ সালে সেটির উপর হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। আব্রাহাম লিংকনকে সেদিন শপথ পড়িয়েছিলেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রজার ট্যানি। এই ট্যানিই ১৮৫৭ সালের 'ড্রেড স্কট' সিদ্ধান্তের প্রণেতা। এই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল কোন আফ্রিকান-আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গরাজ্যের নাগরিক হ'তে পারবেন না। আজ শুধু ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন, প্রেসিডেন্টও।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণের পর বারাক হোসায়েন ওবামা ২০ মিনিটের একটি ভাষণ দেন। নিজের লেখা এ ভাষণে তিনি মূলতঃ দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার ওপর জোর দেন। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সব ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ উপলক্ষে ওয়াশিংটনে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিগত বছরগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্টের শপথ অনুষ্ঠানকে ঘিরে এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আয়োজন দেখা যায়নি। ৪০ হাযার নিরাপত্তা কর্মকর্তা নগরজুড়ে দায়িত্ব পালন করে। সব রাস্তা ও সেতু বন্ধ করে দেয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ, সেনাসদস্য ও গোয়েন্দারা টহল দেয়। সেই সঙ্গে আকাশে ছিল যুদ্ধবিমান আর হেলিকপ্টারের সতর্ক পাহারা।

ওয়াশিংটনে ঐদিনের তাপমাত্রা ছিল এক ডিগ্রী সেলসিয়াসের মতো। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও লাখ লাখ মানুষ ইতিহাসের সাক্ষী হ'তে জড়ো হয় লিংকন মেমোরিয়ালে। ক্যাপিটাল থেকে লিংকন মেমোরিয়াল পর্যন্ত পুরো ওয়াশিংটন মল সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানটি দেখার সুবিধার জন্য স্থাপন করা হয় ২৪টি বিশাল টিভি স্ক্রিন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে দিনবদলের ডাক দিয়েছিলেন ওবামা। তাতে সাড়া দিয়ে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, এশীয়-লাতিনো, বৃদ্ধ-তরুণ, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী-পেশা নির্বিশেষে জনতার ঢল নেমেছিল তাঁর পেছনে। প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণের দিনও লিংকন মেমোরিয়ালে ছিল তাঁরই ছোঁয়া। সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান নেওয়ার জন্য লিংকন মেমোরিয়াল চত্বরে ভোর থেকেই মানুষ আসতে থাকে। কোন প্রেসিডেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠানে এত জনসমাবেশ আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

ওবামার শপথ অনুষ্ঠানটিকে জমকালো করতে বাজেটে কোন কার্পণ্য করা হয়নি। শুধু ক্যাপিটাল ভবনের অনুষ্ঠান ও তার পরের মধ্যাহ্নভোজের বাজেট ছিল ১২ লাখ ডলার। অভিষেকের মঞ্চ তৈরী, চেয়ার ভাড়া ও বেষ্টনী তৈরীর খরচ ৩৫ লাখ ডলার। ২২ হাযার শিট প্লাইউড লেগেছে মঞ্চ তৈরীতে। বাড়তি পুলিশের জন্য খরচ প্রায় ১৫ লাখ ডলার। শপথ অনুষ্ঠানের ব্যয় মেটাতে মোট ২ কোটি ৭০ লাখ ডলার চাঁদা ওঠানো হয়।

উল্লেখ্য, বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেয়ার কয়েক ঘণ্টা পর গুয়ান্তানামো বে কারাগারের বন্দীদের বিচার প্রক্রিয়া ১২০ দিনের জন্য স্থগিত করার নির্দেশ দেন।

২০০৯ সালে ব্রিটেনের ৬ লাখ মানুষ চাকরি হারাবে

ব্রিটেনে ২০০৯ সালে কমপক্ষে ৬ লাখ লোক চাকরি হারাবে। ব্রিটেনের 'চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অব পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট' (সিআইপিডি) এ তথ্য জানিয়েছে। হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, প্রতিদিন ১৬শ'র বেশী লোক চাকরি হারাবে। 'সিআইপিডি'র হিসাবে আগামী বছরের প্রথম তিন মাসেই সবচেয়ে বেশী লোক কাজ হারাবে। সংখ্যাটা আনুমানিক প্রায় ৩ লাখ। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৩৩৩৩ জন। ২০০৮ সালে মন্দার ধাক্কায় ইতিমধ্যেই প্রায় দেড় লাখ লোকের চাকরি গেছে ব্রিটেনে। ২০১০-এ পরিস্থিতির খুব একটা বদল হবে না বলেই মনে করছেন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদরা। 'সিআইপিডি'র হিসাবে ২০১০ সালেও অন্তত আড়াই লাখ লোক চাকরি হারাবে। সব মিলিয়ে মন্দার ধাক্কায় মাত্র তিন বছরেই ব্রিটেনে কাজ হারাবে অন্তত ১০ লাখ মানুষ। বহু পদ লোপ করা হবে। ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও কমবে। ২০১০-এর মধ্যে বেকারের সংখ্যা ৩০ লাখ ছোঁবে বলে আশংকা 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ডে'র শ্রম বিভাগের এক বিশেষজ্ঞের।

মুসলিম হওয়ার কারণে মার্কিন ফ্লাইট থেকে নামিয়ে দেয়া হয় ৯ যাত্রীকে

কেবল মুসলমান হওয়ার কারণেই যুক্তরাষ্ট্রে একটি বিমানের ফ্লাইট থেকে ১ জানুয়ারী ৯ জন মুসলিম যাত্রীকে নামিয়ে আনা হয়। কেবল পোশাক-পরিচ্ছদে একজন মুসলমান হিসাবে অভিব্যক্তি প্রকাশ পাওয়ায় তাদের বিমান থেকে নামিয়ে এনে পুলিশের হেফাযতে রাখা হয়। রিগ্যান জাতীয় বিমানবন্দর থেকে ওরল্যান্ডের উদ্দেশ্যে একটি এয়ার ট্রান ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে তাদের নামিয়ে আনা হয়। দু'জন মুসলমান যাত্রীর পারস্পরিক কথাবার্তায় সন্দেহ হওয়ায় বিমানের পাইলট ফ্লাইট পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। যে ৯ জনকে বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয় তাদের মধ্যে একজন মার্কিন বংশোদ্ভূত নাগরিক রয়েছেন। বিমান বন্দরের একজন কর্মকর্তা জানান, ভুল বোঝাবুঝিকে কেন্দ্র করে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। নামিয়ে দেয়া যাত্রীদের একজন কাসিফ ইরফান জানান, তার ভাই এবং তার ভাইয়ের স্ত্রী বিমানটির নিরাপদ আসন ব্যবস্থার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করার পর এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। তিনি আরো বলেন, নামিয়ে দেয়া যাত্রীদের মধ্যে পুরুষদের সকলেরই মুখে দাড়ি ছিল এবং মহিলাদের মাথায় ওড়না ছিল। অবশ্য পরে এয়ার ট্রান কর্তৃপক্ষ ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চায় এবং পরের ফ্লাইটে তাদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেয়।

২০০৮ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা গেছে দুই লক্ষাধিক লোক

২০০৮ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুই লাখ ২০ হাযারের বেশী মানুষ নিহত হয়েছে। এ কারণে বছরটি সবচেয়ে বিধ্বংসী বছরগুলোর একটি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। জার্মানভিত্তিক 'মিউনিখ রে' নামের একটি সংস্থা একথা জানায়। সংস্থাটির বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৮ সালের মে মাসে মিয়ানমারে

Contents

আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় নার্গিসে মারা যায় এক লাখ ৩৫ হাযার মানুষ। গৃহহীন হয় ১০ লাখেরও বেশী। একই মাসে চীনে সিচুয়ান প্রদেশে শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহত হয় ৭০ হাযার মানুষ। নিখোঁজ হয় ১৮ হাযার এবং গৃহহীন হয় ৫০ লাখেরও বেশী মানুষ।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, জানুয়ারী মাসে আফগানিস্তান, কিরগিজিস্তান ও তাজিকিস্তানে প্রচণ্ড শীতে প্রায় এক হাযার মানুষ মারা গেছে। ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশে গত আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে বন্যায় ৬৩৫ জন মারা যায়। জুন মাসে চীন ও ফিলিপাইনে টাইফুন ফেংসেনের আঘাতে ৫৫৭ জন নিহত হয়। পাকিস্তানে অক্টোবর মাসের ভূমিকম্পে ৩০০ জন নিহত হয়।

বিশ্বের দীর্ঘতম কম্বল

ইংল্যান্ডের ভ্যাল স্টোন তৈরী করেছেন বিশ্বের দীর্ঘতম কম্বল। পুরোপুরি বিছানো হ'লে এটি দৈর্ঘ্যে ২৪ মিটার ও প্রস্থে ৮ মিটার হয়। যা কি-না একটি টেনিস কোর্টের চেয়ে বড়। কম্বলটির ওযন প্রায় ৯০ কেজি। দীর্ঘ ১১ বছর পরিশ্রম করে স্টোন এটি তৈরী করেছেন।

যানজট এড়াতে কার-টু-কার কমিউনিকেশন চালু হচ্ছে ইউরোপে

যানজট কিংবা সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে অত্যাধুনিক এক পদ্ধতি চালু হচ্ছে ইউরোপে। কার-টু-কার কমিউনিকেশন নামে ঐ প্রযুক্তির সাহায্যে যানবাহনগুলো রাস্তার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবে প্রতি মুহূর্তে। সে অনুযায়ী চলবে রাস্তায়। তারবিহীন নেটওয়ার্ক ডব্লিউ-ল্যান প্রযুক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ কার-টু-কার কমিউনিকেশনে রাস্তার অবকাঠামো ও অবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাঠিয়ে দেয়া হবে ট্রান্সমিটার ডিটেক্টরে। এর মাধ্যমেই একটি গাড়ী থেকে আরেকটি গাড়ীতে তথ্য পৌঁছে যাবে। যেমন ধরা যাক, কোন দুর্ঘটনার কারণে রাস্তা হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হ'ল। এ অবস্থায় একটি গাড়ী তার চেয়ে কয়েক কিলোমিটার পেছনে যে গাড়ীটি রয়েছে সেটাকে মুহূর্তের মধ্যেই সংকেত পাঠিয়ে দেবে। এর ফলে দ্বিতীয় গাড়ির ড্রাইভার যানজট এড়াতে সহজেই তার রুট পরিবর্তন করতে পারবে কিংবা গতি ধীর করে ফেলবে। এভাবে এক গাড়ী থেকে আরেক গাড়ীতে তথ্য ছড়িয়ে পড়বে তাৎক্ষণিকভাবেই।

মহাবিশ্বের সঙ্গে ইন্টারনেট যোগাযোগ গড়ে তুলতে নাসার সফল পরীক্ষা

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' ইন্টারনেটের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নমুনা পরীক্ষা চালিয়েছে। এ পরীক্ষায় নাসা সফল হয়েছে বলে দাবী করা হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার পাসাডোনায় অবস্থিত নাসার জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরি প্রকৌশলীদের একটি দল পৃথিবী থেকে দুই কোটি মাইল দূরে অবস্থিত নাসার বিজ্ঞান মহাকাশযান ও মহাবিশ্বের ছবি পাওয়ার জন্য ডিসপারশন টলারেন্ট নেটওয়ার্কিং (ডিটিএন) সফটওয়্যার ব্যবহার করে। মহাবিশ্বের সঙ্গে নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা বা আন্তঃগ্রহ ইন্টারনেট ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ এটি।

পাসের ৬৫ বছর পর ডক্টরেট সার্টিফিকেট!

পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৬৫ বছর আগে। কিন্তু ইহুদী হওয়ার কারণে তাকে সার্টিফিকেট দেয়নি তার ইউনিভার্সিটির নাৎসিপন্থী কর্তৃপক্ষ। অবশেষে ৬৫ বছর পর চোখে অশ্রু আর মুখে হাসি নিয়ে সে ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট সার্টিফিকেট গ্রহণ করলেন ৮৮ বছর বয়সী জার্মান দিমিত্রি স্টেইন। ১৯৪৩ সালে বার্লিনের টেকনিশে ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন স্টেইন। কিন্তু ইহুদী হওয়ার কারণে সার্টিফিকেট না নিয়ে পালাতে বাধ্য হন তিনি। কেননা একজন নাৎসিপন্থী শিক্ষক তাকে ইহুদী বলে চিহ্নিত করেন। এর আগে স্টেইন নাৎসিবিরোধী কাজের জন্য গেস্টানো বাহিনীর হাতে গ্রেফতারও হয়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র গত বছর পরমাণু কর্মসূচীতে ব্যয় করেছে ৫২ বিলিয়ন ডলার

যুক্তরাষ্ট্র বিদায়ী ২০০৮ সালে তাদের পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচীতে ব্যয় করেছে ৫ হাযার ২শ' কোটি ডলার। কার্নেডি এনডুমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস কর্তৃক ১২ জানুয়ারী প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্র এ অর্থ ব্যয় করে পরমাণু অস্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে। প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের রিপোর্টে আরো বলা হয়, ২০০৮ অর্থবছরে পরমাণু অস্ত্র এবং অস্ত্র সংক্রান্ত কাজের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয় ৫ হাযার ২৪০ কোটি ডলার।

১২৪ ঘণ্টা একটানা বক্তৃতা!

টানা ১২৪ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে অবিশ্বাস্য এক কীর্তি গড়েছেন ফ্রান্সের লুইস কোলেট। বিখ্যাত স্প্যানিশ চিত্রকর সালভাদর দালি ও ফরাসী ঐতিহ্যের উপর দীর্ঘ এ বক্তব্য দিয়ে ৬২ বছর বয়স্ক কোলেট গড়লেন নতুন রেকর্ড। এজন্য স্থানীয় সরকারের এ কর্মকর্তাকে টানা পাঁচদিন ও চার রাত অতিবাহিত করতে হয়েছে। নিজেরই লেখা কিছু লাইন দিয়ে কোলেট তার বক্তৃতা শুরু করেন দক্ষিণ ফ্রান্সের শহর পারপিগনানের একটি ট্রেন স্টেশন থেকে। এরপর ফরাসী ঐতিহ্য থেকে চলে যান তার প্রিয় চিত্র শিল্পী সালভাদর দালিতে। উল্লেখ্য, কোলেটের আগে এ রেকর্ডের মালিক ছিলেন এক ভারতীয়। টানা ১২০ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছিলেন ঐ ভারতীয়।

মুম্বাই হামলায় পাকিস্তান জড়িত নয়

-ব্রিটেন

ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড মিলিব্যান্ড বলেছেন, গত নভেম্বরের ভারতের মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয়ভাবে সরাসরি জড়িত ছিল না বলে তিনি মনে করেন। এক সংবাদ সম্মেলনে মিলিব্যান্ড বলেন, 'আমি প্রকাশ্যেই বলছি, পাকিস্তানী রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্দেশনায় মুম্বাই হামলা হয়েছে একথা আমি বিশ্বাস করি না এবং এই বিষয়টি পরিষ্কার করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি'।

যুক্তরাষ্ট্রে গত বছর চাকরি হারিয়েছে ২৬ লাখ

অর্থনৈতিক মন্দার কবলে মার্কিন শ্রমবাজারে গত বছর রেকর্ড মোট ২৬ লাখ লোক চাকরি হারিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন শ্রমবাজারে চাকরি হারানোর এটাই সর্বোচ্চ রেকর্ড। এর মধ্যে শুধু গত ডিসেম্বরেই বিভিন্ন খাতে ছাঁটাই করা হয় ৫ লাখ ২৪ হাযার কর্মী। নতুন বছর এ হার আরো ভয়াবহ হ'তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

Contents

মুসলিম জাহান

গাযায় ইসলাঈলী বর্বর গণহত্যা

অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত 'মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া' ইসরাঈলী বাহিনী ২৭ ডিসেম্বর থেকে ১৮ জানুয়ারী পর্যন্ত ফিলিস্তীনের গাযায় নারকীয় তাণ্ডব ও গণহত্যায় মেতে উঠে। প্রতিনিয়ত সেখানে রক্ত ঝরে নিরীহ-নিরপরাধ ফিলিস্তীনী নারী-পুরুষ-শিশুর। হামাস ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে রকেট ছুড়ছে- এই অজুহাতে গত ২৭ ডিসেম্বর থেকে গাযায় চলেছে এই হত্যাযজ্ঞ। আমেরিকা, ইসরাঈল ও তাদের বশংবদদের যুক্তি হচ্ছে, হামাসের ছোঁড়া রকেটের নৃশংসতার (?) জবাব দিতেই নাকি এই আগ্রাসন। ইসরাঈলী বাহিনীর হামলায় গাযা সিটি পরিণত হয়েছে এক অবরুদ্ধ নগরীতে। অপ্রচলিত ও নিত্যনতুন মারণাস্ত্রের গগণবিদারী শব্দের আড়ালে চাপা পড়ে অসহায় মানুষের আহাজারি। ১৫ লাখ অধ্যুষিত গাযা এলাকাকে ট্যাংক, কামান ও সাঁজোয়া যান দিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে ছোট্ট এই ভূখণ্ডে নির্বিচারে গণহত্যা চালানো হয়। রাতভর শ' শ' বিমান ও জঙ্গী হেলিকপ্টার থেকে ফেলা হয় বোমা। দিনে ট্যাংকের গোলায় মিশিয়ে দেয়া হয় একের পর এক বাড়ী ও স্থাপনা। এর উপর রয়েছে সমুদ্র থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। এমনকি তারা শ্বেত ফসফরাস রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে। ইসরাঈলের বর্বর হামলায় প্রায় এক হাযার তিন শ' ফিলিস্তীনী নিহত হয়েছে। এদের তিন ভাগের এক ভাগই শিশু। আহত হয়েছে পাঁচ হাযারেরও বেশী মানুষ। অনেকেই স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে গেছে। চার হাযার বাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। ২০ হাযার বাড়ী গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাঁচ লাখেরও বেশী মানুষ তিন সপ্তাহেরও বেশী সময় ধরে পানি ও বিদ্যুতের অভাবে রয়েছে। সেই সঙ্গে খাদ্য সংকটও তীব্র হয়েছে।

ইসরাঈলী ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে ফিলিস্তীনীদের ঘর-বাড়ী, স্থাপনা, স্কুল, মেডিকেল, মসজিদ কিছুই রক্ষা পায়নি। এমনকি ইসরাঈলী সৈন্যরা আল-আক্বছা মসজিদের চারদিকে অবরোধ করে রেখেছে। মুসলমানদের ঐ মসজিদে যাবার সবকটি চেক পয়েন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি প্রাণভয়ে বিপন্ন নারী-শিশু জাতিসংঘ পরিচালিত একটি আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেও প্রাণে রক্ষা পায়নি। এভাবে গাযায় ইসরাঈলী অস্ত্রের আঘাতে যখন হাযার হাযার ফিলিস্তীনী হতাহত হয় ঠিক সে সময় আমেরিকা জাহাজ ভর্তি বিশাল অস্ত্রের চালান সেখানে পাঠাতে শুরু করে বলে পত্র-পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে।

নিহত ফিলিস্তীনীদের লাশ দাফনের জায়গাও পাচ্ছে না গাযার মানুষ। অনেক ক্ষেত্রে গণকবর দিতে বাধ্য হচ্ছে। পুরনো কবরগুলো খুঁড়ে হাড়গোড় সরিয়ে সেখানে নিহতদের কবর দেয়া হচ্ছে। হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী ও ডাক্তার না থাকায় আহত ব্যক্তিরা সুচিকিৎসার অভাবে অকালে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন। খাদ্য পানীয়ের অভাবে গাযাবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। মযলূম মানবতার গগণবিদারী আর্তনাদে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শান্তির শ্বেত কবুতর প্রতিনিয়ত ডানা ঝাপটিয়ে মরছে সেখানে। অথচ বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকারের প্রবক্তারা মুখে কুলপ এটে বিস্ময়কর নীরবতা পালন করেছেন। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইসরাঈলী গণহত্যা বন্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। আমেরিকার বিদায় যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট বুশ ও বিজয়ী প্রেসিডেন্ট ওবামা ফিলিস্তীন প্রশ্নে নীরব। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ফিলিস্তীন প্রশ্নে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। সম্প্রতি কাতারে অনুষ্ঠিত যুদ্ধবিরোধী আরব সম্মেলন ফাতাহ নেতা মাহমূদ আব্বাস এবং সঊদী আরব, মিসর ও জর্ডানের অনুপস্থিতি এর অন্যতম প্রমাণ। অবশ্য কাতার, তুরস্ক-সিরিয়া ও ইরান হামাসের সমর্থনে ইসরাঈলের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ভেনেজুয়েলা ও বলিভিয়ার পর কাতার ও মোরিতানিয়াও ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা : অবশেষে ইসরাঈল ১৮ জানুয়ারী ২২ দিনের বেশী সময় গাযায় নির্বিচারে হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ শেষে একতরফা হামলা বন্ধের ঘোষণা দেয়। এর প্রেক্ষিতে গাযা থেকে ইসরাঈলী সেনা প্রত্যাহার ও সীমান্ত খুলে দেয়ার শর্তে এক সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে হামাস।

ইসরাঈলী মন্ত্রীসভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট বলেন, আমাদের সব উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জিত হয়েছে। হামাসকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়েছে। তবে হামাস গোলাগুলী অব্যাহত রাখলে হামলার জন্য আমরা প্রস্তুত। যুদ্ধবিরতির ফলে ফিলিস্তীনীরা তাদের বাড়ীঘরে ফিরতে শুরু করেছে। কিন্তু ফিরে এসে তারা দেখছে তাদের বাড়ীঘর ধুলায় মিশে গেছে। আর যেসব ভবন দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোও গোলা আর বোমার আঘাতে জর্জরিত। চারদিক শুধু ধ্বংসস্তূপ। ২২ দিনব্যাপী পরিচালিত 'অপারেশন কাষ্ট লিড' ফিলিস্তীনকে পরিণত করেছে মৃত্যুকূপে।

ডিভাইড এ্যান্ড পলিসি : ইসরাঈল ফিলিস্তীনে ডিভাইড এ্যান্ড রুল পলিসি (ভাগ করো ও শাসন করো) অবলম্বন করেছে। তারা হামাস প্রধান গাযা এলাকায় আক্রমণ হেনেছে। ফাতাহ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নয়। তার মানে ফাতাহ ইসরাঈলের প্রতি সহনশীল অথবা ইসরাঈলের দৃষ্টিতে ফাতাহ কোন হুমকি নয়।

হামাস-ফাতাহ দ্বন্দ্ব পিছন ফিরে দেখা : ২০০৬ সালে আইন পরিষদের নির্বাচনে মোট ৮৮টি আসনের মধ্যে ৭৬টি আসন লাভ করে হামাস। কিন্তু হামাস দল থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'তে দেয়া হয়নি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন আল-ফাতাহ দলের নেতা মাহমূদ আব্বাস। তিনি তার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাবলে হামাসকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে দেননি। এর ফলে সৃষ্টি হয় হামাস ও ফাতাহ'র মধ্যে বিরোধ। হামাসের নিয়ন্ত্রণে আসে গাযা। অন্যদিকে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর চলে যায় ফাতাহ'র নিয়ন্ত্রণে।

কাশ্মীরের নয়া মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ভারতপন্থী তরুণ রাজনীতিক 'ন্যাশনাল কনফারেন্সে'র (এনসি) নেতা ওমর আব্দুল্লাহ (৩৮) গত ৫ জানুয়ারী শপথ গ্রহণ করেছেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য কাশ্মীরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ভারতের ক্ষমতাসীন শাসক দল কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে ওমর আব্দুল্লাহ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন। বিক্ষুব্ধ কাশ্মীরে এ নির্বাচনে ৬০ শতাংশেরও বেশী ভোট পড়ে। জম্মুতে এক মিলনায়তনে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তার শপথ পরিচালনা করা হয়। ২০০২ সালে তিনি তার পিতা ফারূক আব্দুল্লাহ্‌র কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে দলের নেতৃত্ব পান। নির্বাচনে ৮৭ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় এনসি কংগ্রেস জোট পায় ৪৫টি আসন। এর মধ্যে এনসি পেয়েছে ২৮টি এবং কংগ্রেস পেয়েছে ১৭টি আসন।

Contents

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

নিউটন নয়, বিজ্ঞানের গুরু আল-হায়ছাম

সর্বকালের সেরা পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে আইজ্যাক নিউটনকে মানতে প্রায় কারোরই আপত্তি থাকার কথা নয়। অন্তত তিনি যে আলোকবিজ্ঞানের জনক সে বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশই নেই। কিন্তু প্রকৃত সত্য আরো অনেক পেছনে। বিশেষ করে আলোকবিজ্ঞান শাখায়। এ শাখায় নিজের গবেষণাকে এগিয়ে নিতে স্বয়ং নিউটনকেই ভর করতে হয়েছিল হাসান বিন আল-হায়ছামের উপর।

বিজ্ঞানের প্রচলিত ইতিহাস অনুযায়ী প্রাচীন গ্রিক ও ইউরোপে রেনেসাঁর মধ্যবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের বড় কোন অগ্রগতি হয়নি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ সময়টি অন্ধকারের যুগ হিসাবেই পরিচিত। পশ্চিম ইউরোপ 'অন্ধকার' এ যুগে নিমজ্জিত হ'লেও সবখানেই যে বন্ধ্যা অবস্থা চলছিল তা কিন্তু নয়। বরং নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী ছিল আরবীয় বিজ্ঞানের জন্য স্বর্ণযুগ। এ সময়ে এ অঞ্চলে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, পদার্থ, রসায়ন ও দর্শনে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছিল। এ সময় বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে যে প্রতিভাবান মানুষটি ছিলেন একেবারে প্রথমে তিনি ইবনুল হায়ছাম।

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, সপ্তদশ সতকে ফ্রান্সিস বেকন ও রেনে দেসকার্টেসের আগে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিকাশ লাভ করেনি। কিন্তু বেকন বা দেসকার্টেস নয়, এ যাত্রায় তাদের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন ইবনুল হায়ছাম। তাকেই বলা যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক। পরীক্ষালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর সর্বপ্রথম গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

ইবনুল হায়ছামই প্রথম নির্ভুল ধারণা দেন যে, কিভাবে আমরা কোনো বস্তুকে দেখতে পাই। তথাকথিত নিক্ষেপণ তত্ত্বকে (ইমিশন থিওরি) বাতিল করে দিয়ে তিনিই প্রথম বলেন, বস্তু থেকে আলো এসে চোখে পড়ার কারণেই আমরা বস্তুটিকে দেখি। তথ্যকে ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করতে গণিতের সাহায্যে নেয়ায় তাকেই বলা যায় বিশ্বের প্রথম তাত্ত্বিক পদার্থবিদ। ক্যামেরা পিনহোল আবিষ্কারের জন্য তিনি বেশী পরিচিত হ'লেও আলোর প্রতিসরণের নিয়ম আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাকেই দেয়া উচিত। ইবনুল হায়ছামই প্রথম আবহাওয়ামণ্ডলের উচ্চতা প্রায় নির্ভুলভাবে পরিমাপে সক্ষম হন। আবহাওয়ামণ্ডলের উচ্চতা তিনি উল্লেখ করেন ১০০ কিলোমিটার।

আলোকবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের নানা শাখায় কাজ করতে আধুনিক সব বিজ্ঞানীর মতো তারও প্রয়োজন ছিল নির্জনতা ও সময়। অনাকাঙ্খিতভাবে এ দু'টোই তিনি পেয়ে যান ১০১১ সালে। নীলনদের বন্যার পানি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়- তৎকালীন খলীফার দেয়া এ কাজটি সমাধান করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে মিসরে বন্দী করা হয়। পরবর্তী ১০ বছর জেলে বসে নির্জনে কাজ করার সুযোগ পান তিনি। খলীফার মৃত্যুর পর ইরাকে ফিরে এসে পদার্থবিদ্যা ও গণিতের উপর আরো অন্তত ১০০টি গবেষণা করেন আল-হায়ছাম। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ব্যাখ্যাকারী বর্তমানের মহাকর্ষীয় গতিবিদ্যারও সূচনা তিনিই করেন। তার গবেষণাই পরে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটনের মতো ইউরোপীয়দের পথ দেখিয়ে দেয়।

নতুন বছর শুরু হ'ল ১ সেকেন্ড দেরীতে

এবার ইংরেজী নতুন বছরটি বিশ্বজুড়ে এক সেকেন্ড দেরীতে শুরু হয়েছে। ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর সঙ্গে তাল মেলাতেই বিশ্বের সময় নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে এ উদ্যোগ নিতে হয়। ২৪ ঘণ্টায় এক দিন হাযার হাযার বছর ধরে এ হিসাবেই সময় গণনা চলছে। তবে পৃথিবী যে কাঁটায় কাঁটায় ২৪ ঘণ্টায় নিজ কক্ষপথে ঘুরে আসছে, এমনটি নয়। ওদিকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সময় গণনার প্রযুক্তি খুবই নিখুঁত হয়েছে। প্রচলিত সময়ের সঙ্গে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সমন্বয় রাখতে 'ইন্টারন্যাশনাল আর্থ রোটেশন এ্যান্ড রেফারেন্স সিস্টেমস সার্ভিস'কে (আইইআরএস) কয়েক বছর পর পরই বাড়তি সেকেন্ড যোগ করতে হচ্ছে। ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বেড়েছে ২৩ সেকেন্ড।

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ লন্ডনের গ্রিনিচ মানমন্দিরের ঘড়িতে ১১-টা ৫৯ মিনিট ৬০ সেকেন্ডের পর মুহূর্তেই নতুন বছর শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে কারিগরি পরিবর্তন এনে সময় এক সেকেন্ড দীর্ঘায়িত করা হয়। ফলে ২০০৯ সাল শুরু হয় এক সেকেন্ড দেরীতে।

ক্যান্সার প্রতিরোধে আঙ্গুরের বিচি

ক্যান্সার একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। এই রোগের পূর্ণাঙ্গ ওষুধ এখনো আবিস্কৃত হয়নি। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী আঙ্গুরের বিচি থেকে ক্যান্সার সেল ধ্বংসকারী একটি উপাদান আবিষ্কার করেছেন। কেন্টাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা আঙ্গুরের বিচি থেকে তৈরী উপাদান প্রয়োগ করে লিউকেমিয়া ক্যান্সার সেল ধ্বংস করতে সক্ষম হন। দেখা যায়, আঙ্গুরের ঐ উপাদানের সংস্পর্শে ক্যান্সার কোষগুলো মারা যাচ্ছে কিন্তু সুস্থ কোষগুলোর ক্ষতি হচ্ছে না। আঙ্গুরের বিচিতে বিভিন্ন এন্টি অক্সিডেন্ট উপাদান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল রেসভেরাট্রল। এটি ক্যান্সার রোধক। উল্লেখ্য, এর আগে আঙ্গুরের বিচি থেকে আহরিত উপাদান ব্রেস্ট ক্যান্সার, স্কিন ক্যান্সার, লাং ক্যান্সার প্রভৃতি রোগে সুফল বয়ে এনেছে। তবে লিউকেমিয়ার মতো ব্লাড ক্যান্সারের আঙ্গুরের বিচির উপাদান প্রয়োগের গবেষণা এই প্রথম।

সূর্যকিরণ শিশুদের দৃষ্টিহীনতা থেকে রক্ষা করে

দিনের বেলা দু'এক ঘণ্টা ঘরের বাইরে সূর্যকিরণে কাটালে শিশুরা দৃষ্টিহীনতা থেকে রক্ষা পেতে পারে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার একদল গবেষক এ তথ্য জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, উজ্জ্বল সূর্যকিরণে শিশুদের দুই থেকে তিন ঘণ্টা রাখলে তাদের চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে দৃষ্টিহীনতা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। এই গবেষক দলের প্রধান অধ্যাপক আইয়ান মরগান বলেছেন, দৃষ্টিহীনতা শিক্ষিত লোকদের মধ্যকার একটি সমস্যা এবং এটি এশিয়ায় প্রকট আকার ধারণ করেছে। হংকং, তাইওয়ান, জাপান, কোরিয়া এবং চীন শিশুদের দৃষ্টিহীনতা সমস্যায় ভুগছে। সিংগাপুরে স্কুল ছাড়ছে এমন ৯০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে চশমা পরতে হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে সূর্যস্নান ফলদায়ক হ'তে পারে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সভা

দিনাজপুর ৭ জানুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে চিরিরবন্দর থানার অন্তর্গত স্থানীয় আন্দারমোহা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আনছার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রায্যাক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা খায়রাত হোসাইন, মাওলানা তৈয়ব আলী প্রমুখ।

তাবলীগী ইজতেমা

পাবনা ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার যৌথ উদ্যোগে ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলার নিয়মিত মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবদুল কদ্দূস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আফতাব হোসাইন।

বগুড়া ১০ জানুয়ারী শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে গাবতলী পাইলট স্কুল মাঠে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আলহাজ্জ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম মিন্টু। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, নশিপুর মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মাওলানা মুখলেছুর রহমান, বাদুড়তলা দাখিল মাদরাসা রাজশাহীর সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী, মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

দায়িত্বশীল বৈঠক

গাইবান্ধা ২৬ নভেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সাঘাটা কলেজ জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আযীয-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহসান হাবীব, প্রচার সম্পাদক মাওলানা তাজুল ইসলাম প্রমুখ।

নীলফামারী ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী যেলার যৌথ উদ্যোগে জলঢাকা থানার আলিসাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ খায়রুল আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল প্রমুখ।

রংপুর ২৮ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার যৌথ উদ্যোগে মির্জাপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় জামে মসজিদে এক কর্মী

ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী মাষ্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ লাল মিয়া, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল আব্বাস প্রমুখ।

মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

সাতক্ষীরা ১১ জানুয়ারী রবিবার: অদ্য বিকাল ৪-টায় সাতক্ষীরা শহরে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার যৌথ উদ্যোগে ফিলিস্তীনীদের উপর ইসরাঈলের বর্বর অমানবিক হামলা ও গণহত্যার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের পরিচালনায় হাযার হাযার জনতার সমন্বয়ে প্লাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে 'বিশ্ব মুসলিম এক হও- ইসরাঈলকে রুখে দাও' 'ইহুদীবাদ নিপাত যাক' 'ফিলিস্তীনে গণহত্যা বন্ধ কর- করতে হবে' ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত মিছিলটি পাকাপুল শহীদ আব্দুর রাযযাক পার্ক থেকে শুরু হয়ে নাজমুল স্মরণী, নারকেলতলা মোড়, খুলনা রোড হয়ে নিউমার্কেটের সম্মুখ দিয়ে পুনরায় শহীদ আব্দুর রাযযাক পার্কে এসে প্রতিবাদ সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। যেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত হাযার হাযার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে অংশগ্রহণ করে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক শাহীদুয্যামান ফারূক, অর্থ সম্পাদক মুযাফফর রহমান, অধ্যক্ষ আযীযুর রহমান, এডভোকেট যিল্লুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, জায়নবাদী ইসরাঈল নারী-পুরুষ শিশু সহ নিরীহ ফিলিস্তীনী জনগণকে নির্বিচারে পাখির মত হত্যা করে মানবাধিকার চরমভাবে লংঘন করছে। এমনকি ফিলিস্তীনী মুসলমানদের বেঁচে থাকার অধিকারও হরণ করছে। নেতৃবৃন্দ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে ইসরাঈলের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করতঃ ইসরাঈলী আগ্রাসন প্রতিহত ও যুদ্ধ বন্ধে বাধ্য করার আহ্বান জানান।

ইসলামী জালসা

যশোর ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার: অদ্য বিকাল ৫-টায় কেশবপুর থানার দোরমুটিয়া কাঁঠাল বাগান মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দোরমুটিয়া শাখার যৌথ উদ্যোগে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জালসায় বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুত্তালিব বিন ঈমান ও মাওলানা আবু বকর বিন ইসহাক প্রমুখ।

যশোর ২৭ ডিসেম্বর শনিবার: অদ্য বিকাল ৫-টায় মনিরামপুর থানাধীন মনোহরপুর দাখিল মাদরাসা মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মনোহরপুর শাখার যৌথ উদ্যোগে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী জালসায় বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল আলীম, যশোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম, মনিরামপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আহাদ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সরকারী এম.এম. কলেজ শাখার আহ্বায়ক মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আখতারুয্যামান।

যুবসংঘ

ছাত্র সমাবেশ

যশোর ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার: অদ্য বিকাল ৩-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সরকারী এম.এম. কলেজ শাখার উদ্যোগে যশোর টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ

Contents

আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুল আযীয, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, এম. এম. কলেজ 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক নাজমুল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আব্দুর রহমান এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ তুরাব আলী।

ইসলামী জালসা

যশোর ২৬ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৫-টায় কেশবপুর থানাধীন মজিদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মজিদপুর শাখার উদ্যোগে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল আলীম, যশোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুত্তালিব বিন ঈমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আরিফ বিল্লাহ।

আলোচনা সভা

বাগধানী, মোহনপুর, রাজশাহী ৯ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ বাগধানী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। তিনি উপস্থিত মুছল্লীদেরকে শরী'আত বিরোধী রসম-রেওয়াজ পরিহার করে সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের আহ্বান জানান। সাথে সাথে এলাকার সর্বস্তরের জনগণকে আগামী ১২, ১৩ ফেব্রুয়ারী নওদাপাড়া রাজশাহীতে অনুষ্ঠিতব্য তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণের উদাত্ত আহবান জানান। উল্লেখ্য, এ দিন তিনি উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

মৃত্যুসংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীর হামযার পিতা আলহাজ্জ আব্দুর রশীদ মুন্সী গত ২৭ নভেম্বর '০৮ দিবাগত রাত ৩-টায় ইন্তিকাল করেন। ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি স্ত্রী ৫ ছেলে, ১ মেয়ে ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। পরদিন ২৮ নভেম্বর শুক্রবার বিকাল ৩-টায় তার জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন নারায়ণগঞ্জ যেলা 'জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা মোবারক আলী। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্জ মাহফূযুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুল কাইয়ুম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা জালালুদ্দীন, নরসিংদী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুখতার হোসাইন, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসাইন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আখালিয়া খেজুর তলা গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

[আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

Contents

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

হেদায়াতের আলোকবর্তিকা আত-তাহরীক

বর্তমান হাযারো মত ও পথের মাঝে হক্বের পথ কোনটি তা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। কিন্তু সেই অতি কঠিনকে অতীব সহজ করে দিয়েছে বিশ্বের লাখ পাঠকের প্রিয় পত্রিকা **'আত-তাহরীক'**। যার মাধ্যমে সত্যের সন্ধানী যেকোন মানুষ প্রকৃত সত্যের পথ তথা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সন্ধান পেতে পারে। হানাফী পরিবারে আমার জন্ম হ'লেও ভাগ্যক্রমে আমার বিবাহ হয় আহলেহাদীছ পরিবারে (ফালিল্লা-হিল হাম্দ)। শ্বশুরালয়ের সকলেই আহলেহাদীছ হওয়া সত্ত্বেও এতদিন আমি আমার মাযহাব অনুযায়ীই ইবাদত-বন্দেগী করে আসছি। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে এসে সাক্ষাৎ পেলাম হেদায়াতের আলোকবর্তিকা **'আত-তাহরীক'**-এর এবং উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** কর্তৃক লিখিত বহুল প্রচারিত তথ্য সমৃদ্ধ ছালাত শিক্ষার অনন্য বই 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর। বইটির দলীল ভিত্তিক আলোচনা পড়ে আমি সত্যিই বিমুগ্ধ হয়েছি। মাযহাবী আমল আর অহি ভিত্তিক আমলের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। জীবনভর যে সকল দো'আ-দরূদ শিখেছি এবং পাঠ করে আসছি তার অধিকাংশই যঈফ বা জাল। বয়সের ভারে আমি এখন ন্যুব্জ। স্মরণশক্তির স্বল্পতা, দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতা সত্ত্বেও পুনরায় আমি ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ মুখস্থ করে সেগুলি পড়ছি। যার মাধ্যমে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে সেটা হ'ল **'আত-তাহরীক'**। আমি মনে করি প্রতিটি মানুষের জন্য এই পত্রিকাটি এবং এদের সাহিত্য ভাণ্ডার ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথ দেখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, দিতে পারবে আত্মার বিশুদ্ধ খোরাক। শুধু প্রয়োজন মাযহাবী গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠে নিঃশর্ত ও নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে নেওয়ার দৃঢ় মানসিকতা। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

**যহূরা বেগম*
চোরকোল, গোপালপুর, ঝিনাইদহ।

আধুনিক সভ্যতা আইয়ামে জাহিলিয়াতকে হার মানিয়েছে

আমরা ইতিহাসে আইয়ামে জাহিলিয়াতের বর্ণনা পড়েছি। সে বিবরণীতে মানুষের নৈতিক চরিত্রের এমন কোন দিক ছিল না, যেখানে মানুষ চারিত্রিক গুণাবলীতে মানুষ নামে আখ্যায়িত হ'তে পারে। লুটপাট, রাহাজানি, খুনখারাবি, ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়াখেলা ইত্যাদি তখনকার মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদের অস্তিত্ব ছিল না। ধর্মের নামে কুসংস্কার ও শিরকী কাজে মানুষ অভ্যস্ত ছিল। তদানীন্তন বিশ্বে আরবভূমি সব রকম অপকর্মের শীর্ষে ছিল। এক আল্লাহ্র ইবাদতের পরিবর্তে মূর্তিপূজা চালু হয়েছিল। পবিত্র কা'বা গৃহে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। অপরদিকে হজ্জব্রতও চালু ছিল। কিন্তু হজ্জের নিয়ম-ক্বানূন বদলিয়ে ফেলা হয়েছিল। বস্ত্রহীন অবস্থায় কা'বা গৃহ তাওয়াফ করার নিয়ম চালু করা হয়েছিল। নারীর কোনরূপ সম্মান ছিল না। নারীকে কেবল ভোগের সামগ্রী হিসাবে গণ্য করা হ'ত। নারীর মর্যাদা না থাকার কারণে অনেক পিতা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত।

মানুষের নৈতিক চরিত্রের এহেন অধঃপতন হ'তে উত্তরণের জন্যই আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মক্কা নগরীতে প্রেরণ করেন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র মাধ্যমে আরবভূমি হ'তে সব রকম অন্যায় ও দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইবাদতের ক্ষেত্রেও তিনি কুসংস্কার ও শিরকী আমল-আক্বীদার পরিবর্তে তাওহীদী ইবাদত প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। পরিশেষে আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করেন। সেটি খুব বেশী সময়ের কথা নয়। তিনি ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর মাত্র সাড়ে চৌদ্দশত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষ আবার সেই জাহেলী যুগের আচার-আচরণের দিকে ফিরে যেতে থাকে। বর্তমানে মানুষ আইয়ামে জাহিলিয়াতকেও ছাড়িয়ে গেছে।

আজ মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। মানুষের বৈষয়িক যথেষ্ট উন্নতিও হয়েছে। কিন্তু মানুষের চরিত্রের দারুণ অবনতি ঘটেছে। জাহেলী যুগের মানুষের সাথে তুলনা করলে আধুনিক যুগের মানুষই বেশী খারাপ কাজে লিপ্ত বলেই প্রমাণিত হবে। জাল-জুয়াচুরিতে অভিনব কায়দা-কৌশল অবলম্বন করে মানুষ মানুষকে প্রতিনিয়তই প্রতারিত করছে। মানুষ আজ বেশ-ভূষায় অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু খারাপ কাজে জড়িত থাকায় তার দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ম্লান হয়ে যায়। এখন মানুষের ঘরে ঘরে ধর্মের বাণী পৌঁছে গেছে। মানুষের আচার-আচরণে এই প্রবাদ বাক্যটি বাস্তব হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে- 'চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী'। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হ'তে যে কাজগুলি খারাপ বলে

Contents

চিহ্নিত, ইহলৌকিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য লাভের আশায় মানুষ সে সকল কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে। ধর্মীয় বিধান মানুষকে আর অন্যায় কাজ হ'তে বিরত রাখতে পারছে না, এমনকি রাষ্ট্রীয় আইনকে ফাঁকি দিয়ে মানুষ অবৈধ উপার্জনে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৮৫% মুসলিম। এখানে ইসলামিক বিধান চালু হওয়া একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা চালু হয়নি স্বাধীনতা লাভের পর ৩৭ বছর অতিক্রান্ত হ'লেও। দেশের সরকার সব রকম অন্যায় দমনে তৎপর রয়েছেন। অথচ সরকারই একটি চরম পাপ কাজে রত আছেন। সেটি হ'ল সুদী কারবার। সরকার নিজে তো সুদী কারবার চালু রেখেছেন, বিভিন্ন সংস্থাকেও সুদী কারবার করার অনুমতি দিয়েছেন। ফলে বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতী এসব সংস্থায় চাকুরী নিয়ে সুদী কারবার সচল রাখতে কাজ করছে। সুদ যে মারাত্মক পাপ, এটা যেমন সরকার আমলে নিচ্ছেন না, তেমনি জনসাধারণও এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয় না। ফলে সুদের সাথে জড়িত নয় এমন মুসলিমের সংখ্যা নেহায়েত অল্প। সুদ যে কি করে শান্তি আনতে পারে, তা আমাদের বুঝে আসে না। অথচ ডঃ ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে সুদী কারবার পরিচালিত করায় 'শান্তিতে' নোবেল পুরস্কার অর্জনে সরকার এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসাও লাভ করেছেন। কোন মানুষেরই মনে আজ সুদের ভয়াবহ পরিণতির কথা উদয় হয় না। আর তা না হবারই কথা। কারণ সারা বিশ্ব আজ সুদী কারবারে টইটুম্বুর। সুদের ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্ব আইয়ামে জাহিলিয়াতকেও হার মানিয়েছে।

আমাদের দেশ দুর্নীতিতে বিশ্বে শীর্ষস্থানে ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা লাভের পর জনসমক্ষে দুর্নীতির কিছু নযীর উদঘাটন করেছেন। তখন অনেকে ভেবেছিল দেশ হ'তে দুর্নীতি সমূলে উৎখাত হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কতিপয় লোকের উপর দিয়ে দুর্নীতি দমন ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়ে গেলেও অন্যান্য দুর্নীতিবাজরা বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে। চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ী মহল নিরাপদে থেকে গেছে। এদের মাঝে কি দুর্নীতিপরায়ণ লোক নেই?

কোন অফিসের সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিতে সরকারের আদৌ দৃষ্টি নেই বলেই মনে হয়। কেননা জনসাধারণ বিনা উৎকোচে অনেক সরকারী কর্মচারীদের নিকট হ'তে কাজ আদায় করতে পারেন না। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সারের ভূমিকা শীর্ষে। অথচ দেশে আজ চরম সার সংকট বিরাজমান। সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েও এর সুরাহা করতে পারছেন না এক শ্রেণীর অফিসারদের দৌরাত্ম্যে।

দেশের অধিকাংশ খাদ্যে ভেজাল, ব্যবসায়ী পণ্যে ভেজাল। এমনকি জীবন রক্ষাকারী ঔষধেও ভেজাল। ভেজাল দানে এদেশের মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অন্য দেশকে হার মানিয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্তিম সময়ে ভেজাল দমনে তৎপর হয়েছিলেন। অথচ তাঁর কার্যকালের শুরু হ'তে একাজে হস্তক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় ছিল।

অশ্লীল গান-বাজনাতে দেশ সয়লাব হয়ে গেছে। গান-বাজনার ভাল দিক আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। সিনেমা, টিভি, ভি.সি.আর ইত্যাদির নগ্নতা, বেহায়াপনা ও অশালীন কথোপকথন যুবক-যুবতীদেরকে আইয়ামে জাহিলিয়াতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক।

মদ্যপান, জুয়াখেলা, ব্যভিচার ইত্যাদি সব রকম গর্হিত কাজ বর্তমানে ব্যাপকভাবে চলছে। অমুসলিমদের ক্ষেত্রে অনেক গর্হিত কাজ শোভা পেলেও মুসলিমদের ক্ষেত্রে মোটেও শোভা পায় না। অমুসলিমদের কার্যকলাপে মনে হয়, তাদের ধর্মীয় বিধানে সেগুলি গর্হিত নয়। যেমন শুকর মাংস ভক্ষণ করা। আমাদের ক্ষেত্রে তা চরমভাবে নিষিদ্ধ অর্থাৎ হারাম। মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য করলে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে যে আজকের বিশ্ব অতীতকে গর্হিত কাজে হার মানিয়েছে। এ পরিস্থিতি হ'তে উত্তরণ কি সম্ভব নয়? অন্ততঃ আমাদের দেশের জন্য কিছু সম্ভাবনার কথা বলতে চাই।

দেশের মানুষের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় হ'তে উত্তরণের জন্য চাই সুনেতৃত্ব। উচ্চশিক্ষিত সমাজ ও সুনেতৃত্ব দেশকে পতনোন্মুখ অবস্থা থেকে উত্তরণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নেতৃত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি একজন নিরক্ষর ব্যক্তি ছিলেন। অথচ সারা দুনিয়া জানে তিনি অতি বিশৃঙ্খল আরব ভূমিতে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জনসাধারণও সুনেতৃত্ব কামনা করেন। ৮৫% মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হ'লেই মানুষ পুরোপুরি শান্তি লাভ করতে পারবে বলেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস। দেশের নেতানেত্রীদের মনে আল্লাহপাক সে শাসন ব্যবস্থা চালু করতে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করুন- আমীন!!

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১৬১)ঃ ক্বিয়ামত সংঘটিত হ'লে আকাশ ভেঙ্গে যমীনের উপর পড়বে এবং আরব দেশে সবার বিচার হবে। এ কথা কি ঠিক?

-আযহারুল ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে *(সূরা ইনশিক্বাক্ব ১)* এবং উন্মোচিত হবে *(তাকভীর ১১)*। ঐ দিন বর্তমান পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করবে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশ সমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, হাউয কাউছার হবে বায়তুল্লাহ ও বায়তুল মাক্বদাসের মাঝখানে *(ইবনে মাজাহ হা/৪৩০১ 'হাদীছ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৯৪৯)*।

প্রশ্নঃ (২/১৬২)ঃ জিবরীল (আঃ) কার আকৃতি ধারণ করে অহী নিয়ে আসতেন? কেন অন্যের আকৃতি ধারণ করতেন?

-জাহাঙ্গীর
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জিবরীল (আঃ) কখনো মানুষের রূপ ধারণ করে আসতেন। কখনো স্বীয় রূপ ধারণ করে আসতেন। প্রথম 'অহি' নাযিলের দিন হেরা গুহাতে তিনি মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪১)*। একবার তিনি দেহ্ইয়া কাল্বীর আকৃতি ধারণ করে এসেছেন। কারণ তিনি 'বেশী সুন্দর' ছিলেন *(মিরক্বাত, হাদীছে জিবরীল)*। তিনি বিবি মারিয়ামের সামনে সুঠাম একজন মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন *(মারইয়াম ১৯/১৭)*। এতদ্ব্যতীত তিনি আল্লাহর রাসূলকে স্বরূপেও দেখা দিয়েছেন *(নাজম ৫৩/৭, তাকভীর ৮১/২৩)*। যেমন অহি-র বিরতিকালের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে আকাশ জুড়ে স্বরূপে দেখেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪১, ৫৮৪৩)*।

প্রশ্নঃ (৩/১৬৩)ঃ শাওয়াল মাসের ছিয়াম আগে করতে হবে, না রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আগে করতে হবে?

-রোকেয়া
পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ শাওয়াল মাসের ছিয়াম আগে করতে হবে। তারপর রামাযানের ক্বাযা ফরয ছিয়াম আদায় করতে হবে। কারণ শাওয়াল পার হ'লে শাওয়াল মাসের ছিয়াম পালনের সময় থাকে না, আর রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম বছরের সুবিধামত যেকোন সময়ে আদায় করা যেতে পারে। আয়েশা (রাঃ) তাঁর রামাযানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরবর্তী শা'বান মাসে পালন করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩০)*।

প্রশ্নঃ (৪/১৬৪)ঃ আমার দোকানের পাশে হানাফী মসজিদ আছে। সেখানে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করলে অনেকেই অনেক কথা বলে। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-জাহাঙ্গীর আলম
পদ্মা আবাসিক এলাকা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এক্ষেত্রে ফজর ও আছরের ছালাত একাই পড়ে নিতে হবে। কেননা এই দু'টি ছালাত তাদের মসজিদে খুব দেরীতে পড়া হয়। অতঃপর পুনরায় জামা'আতে পড়তে পারা যায়। তবে এটা নফল হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নেতারা যদি ছালাতের সময়কে ধ্বংস করে দেয় অথবা পিছিয়ে দেয়, তাহ'লে তুমি নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করে নাও। যদি পরে তাদেরকে (জামা'আতে) পাও, তাহ'লে পুনরায় তাদের সাথে ছালাত আদায় করো। এটা তোমার জন্য নফল হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০)*। বাকী ছালাত তাদের সাথে আদায় করা যায়।

প্রশ্নঃ (৫/১৬৫)ঃ সূদ, ঘুষ ও যেনা এই তিনটি পাপের মধ্যে কোনটি সবচাইতে বড়? তওবা করলে যেনার গুনাহ মাফ হবে কি?

-নাসীমুদ্দীন
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ তিনটিই মহা পাপ, যা অনুতপ্ত হয়ে খালেছ অন্তরে তওবা করা ছাড়া ক্ষমা হবে না। তবে পাপগুলোর হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। অবিবাহিত নারী-পুরুষ যেনা করলে তাকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৫৬)*। বিবাহিত নারী-পুরুষ যেনা করলে ঢেলা-পাথর দ্বারা মেরে ফেলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৫৮)*। ঘুষদাতা ও গ্রহীতার উপর নবী করীম (ছাঃ) অভিশাপ করেছেন *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। তিনি সূদদাতা, সূদ গ্রহীতা, সূদের লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি লা'নত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। 'সূদের পাপের সত্তরটি স্তর রয়েছে। যার নিম্নতম স্তরটি হ'ল মায়ের সঙ্গে যেনা করা' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২২৭৪-৭৫; বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৮২৬)*। অতএব কোন পাপকেই কমবেশী করা যাবে না। কেননা উক্ত তিনজন পাপীর প্রত্যেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অভিশাপগ্রস্ত।

Contents

প্রশ্নঃ (৬/১৬৬)ঃ টুথ পেষ্ট বা ব্রাস দিয়ে দাঁত মাজলে সুন্নাত পালন হবে কি?

-আবুল হোসাইন
কেন্দুয়াপাড়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তরঃ এভাবে দাঁত মাজলে সুন্নাত পালন হবে। কারণ নবী করীম (ছাঃ) দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার করার জন্য আদেশ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬)*। তবে কী দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতে হবে এ বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের উপর ভারী মনে না করলে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬)*। তবে পেষ্ট হালাল বস্তু দ্বারা তৈরী কি-না সেটা যাচাই সাপেক্ষ। কেননা যা দাঁতকে ও মাড়িকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা মাজন হিসাবে ব্যবহার করা হ'তে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৭/১৬৭)ঃ ছালাতে সালাম ফিরানোর সময় উভয় দিকে 'আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু' বলা যাবে কি?

-হাফেয আলীউযযামান
কাহালপুর, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ ছালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর সময় কেবল ডানে প্রথম সালামে ওটা বলার প্রমাণ পাওয়া যায় *(আবুদাঊদ হা/৯৯৭, ইবনু মাজাহ হা/৯১৪; মিশকাত হা/৯৫০-এর টীকা দ্রষ্টব্য)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, ইমাম নববী এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী উভয়দিকে 'ওয়া বারাকা-তুহু' বলা যাবে বলেছেন। কিন্তু আমি মনে করি এটা তাঁদের ধারণা মাত্র অথবা মুদ্রণ জনিত ভুল হ'তে পারে *(ইরওয়া ২/৩০-৩২; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৬৮)ঃ ওমর (রাঃ)-এর বোন এবং ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করলে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তাদেরকে মারতে যান। কিন্তু এ সময়ে তারা সূরা ত্বোয়াহা পাঠ করছিলেন। ওমর (রাঃ) তা পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। উক্ত ঘটনাটি কি সঠিক?

-রূহুল আমীন শাহ
নলডাঙ্গার হাট, নাটোর।

উত্তরঃ ঘটনাটির মূল সূত্র সীরাতে ইবনে হেশাম *(মৃঃ ২১৩ হিঃ; ১/৩৪৩-৪৬ পৃঃ)*। সেখান থেকে অন্যেরা বর্ণনা করেছেন। প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনাটি বহুল প্রচারিত। উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা শেষে ইবনু ইসহাক্ব *(৮৫-১৫০ হিঃ)* বলেন, فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمربن الخطاب حين أسلم، 'এটাই হ'ল ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে মদীনাবাসী বর্ণনাকারীদের বক্তব্য' *(সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৪৬)*। উক্ত মর্মে দারাকুৎনী *(হা/৪৩৫)* ও বায়হাক্বী *(১/৮৮)* বর্ণিত হাদীছের রাবী ক্বাসেম বিন ওছমান 'শক্তিশালী নন' (ليس بالقوى)। তবে ইমাম বায়হাক্বী উক্ত হাদীছের বর্ণনা শেষে বলেন, ولهذا الحديث شواهد كثيرة وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة، 'অত্র হাদীছের বহু 'শাওয়াহেদ' বা সহযোগী হাদীছ রয়েছে এবং এটিই হ'ল মদীনার 'সপ্ত ফক্বীহ'-র বক্তব্য' *(ঐ, ১/৮৮)*। এতদ্ব্যতীত ইবনু ইসহাক্ব আত্বা, মুজাহিদ ও অন্যদের বরাতে ওমর (রাঃ)-এর প্রমুখাত বর্ণনা করেন যে, তিনি কা'বা গৃহের গেলাফের আড়াল থেকে একদিন রাতের বেলায় রাসূলের ছালাতরত অবস্থায় ক্বিরাআত শুনে মুগ্ধ হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ীতে ফিরে যাবার সময় তাঁর নিকটে গিয়ে তিনি ইসলাম কবুল করেন।' ঘটনাটির বর্ণনা শেষে ইবনু ইসহাক্ব বলেন, والله أعلم أي ذلك كان 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত কোন্‌টি ঘটেছিল' *(ঐ, ১/৩৪৮ পৃঃ)*।

এগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র। সঠিক বিষয় হ'ল- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আবু জাহ্‌ল ইবনু হিশাম উভয়ের একজনের জন্য দো'আ করেছিলেন। ফলে ওমর (রাঃ) ইসলাম কবুল করেন *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, হা/৩৬৮১, 'মানাক্বিব' অধ্যায়; মিশকাত হা/৬০৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৬৯)ঃ মুসলিম ছাড়া অন্য ধর্মের লোকেরা জান্নাতে যাবে কি? জনৈক শিক্ষক বলেছেন, যারা আস্তিক তারাই শুধু জান্নাতে যাবে।

-ইলিয়াস আহমাদ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কেবল 'আস্তিক' নয়, বরং জেনে বুঝে যারা ঈমান এনেছেন, কেবল তারাই জান্নাতে যাবেন। আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 'তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঈমান আনয়ন না করা পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না' *(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫, 'মুমিন ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ না করা' অনুচ্ছেদ)*। যারা তাওহীদে বিশ্বাসী তারা পাপ করলে এবং তওবা না করে মারা গেলে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর রাসূলের সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭২-৭৩)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যাদের অন্তরে সরিষাতুল্য ঈমান রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে এক সময় মুক্তি দিবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৯)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৭০)ঃ হাদীছে ৫টি বস্তুর উপর যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে টাকার কথা উল্লেখ নেই। তাহ'লে টাকার যাকাত দিতে হবে কেন?

Contents

-মুহাম্মাদ মু'তাছিম বিল্লাহ
আটুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যাকাত পাঁচটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ একথা ঠিক নয়। বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা এই সংখ্যার কমবেশীও বর্ণনা পাওয়া যায়। সে সময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্যের মুদ্রার বিনিময়ে জিনিস ক্রয়-বিক্রয় হ'ত। বর্তমানে স্বর্ণ বা রৌপ্যের মুদ্রার পরিবর্তে কাগজের টাকার প্রচলন ঘটেছে। কাজেই সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্যের পরিমাণ যদি টাকা হয় এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহ'লে টাকার যাকাত দিতে হবে *(বুলূগুল মারাম হা/৫৯২-৯৩-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৭১)ঃ মহিলারা কি জুম'আর ছালাত বাড়িতে পড়তে পারে? এবং বাড়িতে পড়লে কিভাবে পড়বে?

- মাহফূযা বেগম
পালিহারা, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ মহিলাদের উপরে জুম'আ ফরয নয় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৭৭; ইরওয়া হা/৫৯২)*। তারা বাড়ীতে একাকী আদায় করলে যোহরের ছালাত আদায় করবেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/ ৬২১-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৭২)ঃ মসজিদের দোতলায় মহিলারা ছালাত পড়তে পারবে কি? এক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের ১ম কাতারের ঠিক উপরে আছে। এছাড়া মূল মসজিদের ডান পার্শ্ব বর্ধিত করে মহিলাদের জন্য দেওয়া যায় কি? মূল মসজিদ থেকে সামান্য দূরে আলাদা ঘরে ছালাত পড়লে ইমামের ইক্বতেদা হবে কি?

- তামান্না তাসনীম
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত সকল অবস্থায় মহিলারা তাদের ইমামের ইক্বতেদা করতে পারে *(মুগনী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮-৩৯)*। শর্ত হচ্ছে ইমামের আগে যেন বাড়ে। যে হাদীছে বলা হয়েছে পুরুষের কাতার প্রথমে এবং মহিলার কাতার পিছনে হবে, সে বিষয়ে ইমাম নববী বলেন, যখন পুরুষ ও মহিলা আড়াল ব্যতীত একই স্থানে একত্রে ছালাত আদায় করবে, তখন এ হুকুমটি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যখন একই ইমামের অধীনে পৃথকভাবে ঘরে কিংবা ছাদে ছালাত আদায় করবে, তখন এ হুকুমটি প্রযোজ্য হবে না *(মির'আত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৭৩)ঃ কুরবানীর পশুর গায়ে যত লোম থাকবে প্রত্যেকটি লোম পরিমাণ নেকী হবে এবং তা কুরবানী দাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে বাহন হিসাবে। হাদীছটি কি ছহীহ?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীর বাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭৬)*। অতঃপর তা 'কুরবানী দাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে বাহন হিসাবে' এ মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৪/১৭৪)ঃ মাখলূক্বের প্রশংসা করা যাবে কি? এক শ্রেণীর কট্টরপন্থী লোকেরা বলেন, কেবলমাত্র আল্লাহ্র প্রশংসা করতে হবে। অন্যথায় শিরক হবে। একথা কি সঠিক?

-আব্দুল আলীম
তোপখানা, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। প্রকৃত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই। তবে বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মানুষের কর্ম-দক্ষতা, আচার-আচরণ ও বস্তুর গুণাগুণের ভিত্তিতে মানুষ ও অন্যের প্রশংসা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবী-তাবেঈগণের প্রশংসা করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত 'মানাক্বিবে ছাহাবা' অধ্যায় দ্রঃ)*। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নবীদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ বলেন, আমি দাঊদ (আঃ)-কে দান করলাম সুলায়মান (আঃ)। তিনি ছিলেন উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী *(ছোয়াদ ৩৮/৩০)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৭৫)ঃ মানুষ কী কী কাজ করলে কাফের হয় এবং কী কী কাজ করলে মুনাফিক হয়?

-মুহাম্মাদ মোবারক
হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নিম্নলিখিত দশটি কর্মের যে কোন একটি করলে বা যেকোন একটির সাথে জড়িত হ'লে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে; বরং সে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে যাবে। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করার সময় কিংবা তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার সময় কোন মৃত ব্যক্তিকে সুফারিশকারী হিসাবে মাধ্যম ধরে (৩) যে ব্যক্তি মুশরিককে মুশরিক মনে করবে না অথবা মুশরিকদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে অথবা কুফরী মতবাদকে সঠিক মনে করবে (৪) যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখবে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শ ছাড়া অন্য কারো আদর্শ বেশী পরিপূর্ণ অথবা তাঁর মাধ্যমে আগত বিধানের চেয়ে অন্য কারো বিধান উত্তম (৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে আদর্শ নিয়ে আগমন করেছেন, তার কোন কিছুকে কেউ ঘৃণা করলে, যদিও তার উপরে সে আমল করে (৬) আল্লাহ্র দ্বীনের কোন কিছুকে অথবা তাঁর ছওয়াবকে অথবা তার শাস্তিকে যে ব্যক্তি ঠাট্টা করবে *(তওবাহ ৬৫-৬৬)*। (৭) যে ব্যক্তি জাদু করবে অথবা জাদুর প্রতি ঈমান আনবে *(বাক্বারাহ ১০২)*। (৮) যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের স্বপক্ষে সাহায্য করবে *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। (৯) যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস রাখবে যে, কোন কোন ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা ওয়াজিব নয় এবং তার জন্য তাঁর শরী'আত থেকে

Contents

বেরিয়ে যাওয়া জায়েয আছে *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। (১০) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। সে তা শিক্ষা করবে না এবং তার উপর আমলও করবে না *(সাজদাহ ৩২/২২; শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূউ ফাতাওয়া ১/১৩০-১৩১ পৃঃ)*।

হাদীছে মুনাফিকের নিম্নোক্ত আলামতগুলি বর্ণিত হয়েছে। যেমন- (১) যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে তখন ভঙ্গ করে (৩) যখন আমানত রাখে, তখন তাতে খিয়ানত করে (৪) যখন ঝগড়া করে তখন অশ্লীল ভাষায় কথা বলে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫-৫৬)*। তবে কারু মধ্যে এগুলির কোন একটি পাওয়া গেলেই তাকে মুনাফিক বলা যাবে না; বরং মুনাফিকের একটি আলামত আছে বলা যাবে। কেননা হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নেফাক ছিল রাসূলের যামানায়। বর্তমানে মানুষ হয় মুমিন হবে, না হয় কাফের হবে' *(বুখারী, মিশকাত, হা/৬২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৭৬)ঃ 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' ছাহাবীগণ কোন আমল করেছিলেন, যার কারণে তাদেরকে জান্নাতের আগাম সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে?

-মাহবূবুর রহমান
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ নির্দিষ্ট কোন একটি আমলের কারণে নয়, বরং তাদের ব্যাপক আমলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তবে অন্যান্য কিছু ছাহাবী তাদের ব্যাপক নেক আমল ছাড়াও নির্দিষ্ট কোন আমলের কারণে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন। যেমন বেলাল (রাঃ) ওযূর পর দু'রাক'আত 'তাহইয়াতুল ওযূ'-র ছালাত আদায় করার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩২২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭৭)ঃ রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন? অনেকে বলেন, কিসত্ব কায়েম করা বড় ফরয। ক্বিসত ব্যতীত নাকি অন্য কোন ফরয সঠিকভাবে পালন করা যাবে না। একথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীকুল ইসলাম
দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক। তবে ক্বিস্ত (ন্যায় বিচার) হ'ল ব্যাপক ফরযের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে *(হাদীদ ৫৭/২৫)*। রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র ইবাদাত করা ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দিবার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি' *(নাহ্ল ১৬/৩৬)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৭৮)ঃ পীর-ফকীরেরা বলে আরবী ত্রিশটি হরফ দ্বারা মানুষ গঠিত। একথা কি সঠিক?

-আব্দুল জব্বার মোল্লা
হারশ্বর তালুক, বৈদ্যের বাজার, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের কথার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৯/১৭৯)ঃ মি'রাজে গিয়ে কি রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র চেহারা দেখেছিলেন?

-সিরাজুল ইসলাম
হারশ্বর তালুক, বৈদ্যের বাজার, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ মি'রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করেছেন কি-না এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যারা বলেন, আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের দলীল স্পষ্ট নয়। কিন্তু যারা বলেন প্রত্যক্ষ করেননি, তাদের দলীল স্পষ্ট। আবু যার গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, আপনি কি আল্লাহকে দেখেছেন? জবাবে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তো নূর। আমি কি করে তাঁকে দেখব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৯ ও ৫৬৬০ 'আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৮০)ঃ আসমানী কিতাব ১০৪ খানা। এই কথা কি সঠিক?

-আব্দুর রহমান
ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ে সঠিক কোন সংখ্যা জানা যায় না। শ্রেষ্ঠ চারখানা কিতাব হ'ল তাওরাত, যবুর, ইঞ্জীল ও কুরআন। তবে ইবরাহীম (আঃ) সহ অন্যান্য নবী ও রাসূলদের নিকটে প্রেরিত সকল পুস্তিকাকে আল্লাহ প্রেরিত কিতাব ও ছহীফা হিসাবে বিশ্বাস করা ওয়াজিব *(শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১০-২১২)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৮১)ঃ জনৈক আলেম বলেন, কোন ছালাতে একই সূরা পরপর পড়া যাবে না? উক্ত বক্তব্যের সত্যতা ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
সাভার, ঢাকা।

উত্তরঃ দুই রাক'আতে পরপর একই সূরা পড়া যেতে পারে' কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার ফজরের ছালাতে সূরা যিলযাল পর পর দু'রাক'আতে পড়েছেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৬২)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৮২)ঃ মসজিদের ভিতরে সুতরা দেওয়া যাবে কি?

-আযহার
মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

Contents

উত্তরঃ মসজিদের ভিতরে সুতরা দেওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছাহাবায়ে কেরাম মাগরিব ছালাতের পূর্বের দুই রাকা'আত সুন্নাত মসজিদের খুঁটি বা স্তম্ভকে সম্মুখে রেখে আদায় করতেন। অতঃপর জামা'আতে শরীক হ'তেন *(মুসলিম, আবুদাউদ, নায়লুল আওতার ১ম-২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮)*। উল্লেখ্য, আজকাল ব্যস্ত মুছল্লীরা যেভাবে মসজিদের মধ্যে পিছনের কাতারের মুছল্লীর সম্মুখে সুতরা রেখে চলে যান, সেটা উচিত নয়। বরং তাকে অপেক্ষা করতে হবে। নইলে এটা মুছল্লীদের ছালাতে গোলমালের কারণ হিসাবে গণ্য হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (২৩/১৮৩)ঃ আক্বীক্বা কখন থেকে চালু হয়েছে? সর্বপ্রথম কে কার আক্বীক্বা দিয়েছিলেন? বয়স্ক লোকদের আক্বীক্বা দেওয়া যাবে কী? কুরবানীর দিন যদি আক্বীক্বার দিন হয় তাহ'লে তার বিধান কি?

-মুহাম্মাদ আসাদুল ইসলাম
টিকটিকা পাড়া, নাগড়াজোল
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ জাহেলী যুগেও আক্বীক্বার প্রথা চালু ছিল। তবে সর্বপ্রথম কে কার আক্বীক্বা দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। ইমাম নববী বলেন, হিজরতের পর মদীনায় প্রথম আনছার সন্তান ছিলেন নু'মান বিন বশীর এবং প্রথম মুহাজির সন্তান জন্ম নেন আসমাপুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেকটি সন্তান আক্বীক্বার সাথে দায়বদ্ধ থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে পশু যবহ করতে হয়, মাথা মুণ্ডন করতে হয় এবং নাম রাখতে হয় *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৪৩, ৪১৫৮)*। বয়স্ক ব্যক্তিগণ নিজের আক্বীক্বা নিজে দিতে পারবেন বলে কোন কোন বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন। তবে উক্ত বিষয়ে কোন ছহীহ দলীল নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅত লাভের পর নিজের আক্বীক্বা নিজে দিয়েছেন মর্মে মুসনাদে বাযযারে বর্ণিত হাদীছটি প্রমাণিত নয় *(ফাৎহুল বারী হা/৫৪৭২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ৯/৫০৯ পৃঃ)*। কুরবানীর দিন যদি আক্বীক্বার দিন হয়, তবে আক্বীক্বার জন্য পৃথক ছাগল যবহ করতে হবে *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ শাওকানী নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮; মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ২০)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৮৪)ঃ আমি ডীপ মেশিন দ্বারা অন্যের জমিতে নিজস্ব খরচে সেচ দিয়ে থাকি। এর বিনিময়ে জমির মালিকগণ টাকার পরিবর্তে আমাকে ধান দেন। উক্ত ধানের ওশর দিতে হবে কি?

-আব্দুল হামীদ
দেওলিয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মেশিনের পারিশ্রমিক হিসাবে যে ধান পাওয়া যায়, তার ওশর দিতে হবে না। কারণ উক্ত ধান তার উৎপাদিত ফসল নয়। কিন্তু উক্ত ধানের মূল্য যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭৮৭)*, তাহ'লে তার যাকাত দিতে হবে। ওশর দিতে হয় জমির উৎপন্ন ফসলের উপর। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বৃষ্টি, নহর ও নালার মাধ্যমে সিঞ্চিত জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের ১০ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হয় এবং কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে ২০ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৯৭, 'যাকাত' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য, বাংলাদেশী হিসাবে প্রায় ২০ মণ ফসলে নিছাব হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৯৪)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৮৫)ঃ সূরা রহমানে আল্লাহ বলেন, 'দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিমের রব'। আমরা জানি, পূর্ব এবং পশ্চিম একটি করে। এর ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ডাঃ মুহাম্মাদ জহিরুল হক
রামপাল, ময়নামতি বাজার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে অন্যত্র উক্ত শব্দদ্বয় বহুবচনে এসেছে। যেমন 'রাব্বুল মাশারিক্ব' *(ছাফফাত ৫, মা'আরিজ ৪০)*। তাতে বুঝানো হয়েছে যে, সূর্য বছরের ৩৬০ দিনে নির্ধারিত একটি মাত্র স্থান হ'তে উদিত হয় না। এর দ্বারা সূর্যের গতিশীলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা সৌর বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সূর্য প্রতিদিন পরিবর্তিত স্থান হ'তে উদিত হয়। সূরা রহমানে যে দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা সূর্য গ্রীষ্মকালে উত্তর পূর্ব এবং শীতকালে দক্ষিণ পূর্ব কোণে উদিত হওয়ার কথা এবং অনুরূপভাবে অস্ত যাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। মোটকথা এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যে সমগ্র পৃথিবীর মালিক সেকথা বুঝানো হয়েছে *(তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর, ছাফফাত ৫)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৮৬)ঃ কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'। প্রশ্ন হ'ল, প্রকাশ্য তাকেই বলে যা চোখে দেখা যায়। কিন্তু শয়তানকে তো আমরা দেখি না?

-মুহাম্মাদ অহীদুযযামান
সমাজ কল্যাণ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত مبين বা 'প্রকাশ্য' বলতে চোখের মাধ্যমে দেখা বুঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা শয়তানের প্রকাশ্য শত্রুতাকে বুঝিয়েছেন *(কুরতুবী, বাক্বারাহ ২০৮)*। কেননা শয়তান একটি অশরীরী সত্তা, যা মানুষের চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। শয়তান মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় *(নাস ৪)* এবং মানুষের রগে-রেশায় বিচরণ করে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৮৭)ঃ ঈসা (আঃ) কিভাবে চতুর্থ আসমানে উঠেন? সশরীরে না জিব্রীলের মাধ্যমে? তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

-মুহাম্মাদ আবুল হুসাইন মিয়া

Contents

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ ৬০, মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০।

উত্তরঃ ঈসা (আঃ) চতুর্থ আসমানে নন; বরং দ্বিতীয় আসমানে আছেন। সেখানে তাঁর খালাতো ভাই নবী ইয়াহ্ইয়াও রয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২; 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ)*। ঈসা (আঃ) সশরীরে একদল ফিরিশতার সঙ্গে আসমানে আরোহন করেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৩ বছর *(ফাৎহুলবারী, ৬/৬১০ পৃঃ, হা/৩৪৬৮-এর আলোচনা দ্রঃ)*। তিনি ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং ৭ বছর অবস্থান করবেন। এই সময়ে তিনি পুরো পৃথিবীতে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করবেন *(মুসলিম হা/৭৩৮১; ফাৎহুলবারী ৬/৬১০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৮৮)ঃ আল্লাহ বলেন, 'কোন ব্যক্তি অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না'। আদম (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করেন বিধায় জান্নাত হ'তে বের করে শাস্তি ভোগের জন্য আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমাদেরকে কোন অপরাধের শাস্তি ভোগের জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হ'ল?

-আব্দুল কাদের
কলমুডাঙ্গা ইসলামিয়া মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতকে আদম (আঃ)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। কারণ এটি তাক্বদীরের বিষয়। যেমন- আদম ও মূসা (আঃ) তাদের প্রভুর নিকটে পরস্পরে তর্কে লিপ্ত হ'লেন। মূসা (আঃ) বললেন, ... আপনি আপনার ত্রুটির কারণে মানব জাতিকে (জান্নাত হ'তে) যমীনে নামিয়ে এনেছেন। জবাবে আদম (আঃ) বললেন, ...আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাওরাতের সেই তখতী সমূহ দান করেছেন, যাতে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া তিনি তোমাকে গোপন আলোচনার জন্য তাঁর নৈকট্য দান করেছেন। অতএব তুমি কি বলতে পার আমার সৃষ্টির কত বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন? মূসা (আঃ) বললেন, ৪০ বছর পূর্বে। আদম (আঃ) বললেন, তুমি কি তাতে আল্লাহ্র এই বাণী পাওনি যে, আদম তাঁর প্রভুর অবাধ্যতা করল এবং পথভ্রষ্ট হ'ল'। মূসা (আঃ) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আদম (আঃ) বললেন, তাহ'লে তুমি আমাকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে কিভাবে তিরস্কার করতে পার, যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আমি করব বলে আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর ওপর জয়ী হ'লেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮১ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ)*।

প্রকৃত প্রস্তাবে আদম (আঃ)-কে তাঁর অবাধ্যতার কারণে শাস্তি ভোগের জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হয়নি; বরং দুনিয়াকে আবাদ করার জন্য এবং আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্যই পিতা আদম ও বনু আদমকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আমি জ্বিন এবং মানবজাতিকে আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৮৯)ঃ সূরা মুযযাম্মিলের ৮নং আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আজমল
বায়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতের অর্থ, 'আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন'। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন, আসমাউল হুসনার মাধ্যমে তাঁকে আহ্বান কর ... এবং উত্তম কর্মের মাধ্যমে তোমার প্রভুর সন্তুষ্টি হাছিল কর *(তাফসীরে কুরতুবী)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৯০)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলে সেখানকার বালক ও মহিলারা 'তালা'আল বাদরু আলায়না'... বলে স্বাগত জানিয়েছিল। এই ঘটনা কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ
পাঁচরুখী ইসলামিয়া মাদরাসা
নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তরঃ অভিনন্দন সূচক উক্ত চরণ দু'টি ৯ম হিজরীর রজব মাসে রোমকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত রাসূলের জীবনের সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ সমরাভিযান শেষে বিজয়ী বেশে সিরিয়া অঞ্চলের তাবূক থেকে মদীনায় ফিরে এলে তাঁর উদ্দেশ্যে মদীনার বালক-বালিকারা গেয়েছিল। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, কোন কোন বর্ণনাকারী এটিকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালীন ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। এটা ভুল। কেননা 'ছানিয়াতুল বিদা' নামক উঁচু টিলাটি সিরিয়া থেকে মদীনায় আগমনকারীদের সামনে পড়ে, মক্কা থেকে মদীনায় আগমনকারীদের সম্মুখে নয়' *(যাদুল মা'আদ ৩/৪৮২)*। তবে আলবানী (রহঃ) বলেন, বর্ণনাটির সনদ যঈফ। কেননা এর মধ্যে তিনের অধিক ছিন্নসূত্র রয়েছে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯৮, ২/৬৩)*। উল্লেখ্য যে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) তাঁর এহইয়াউল উলূমের মধ্যে বাড়তি আরও বলেছেন যে, উক্ত গানের মধ্যে দফ ও সুরের ঝংকার ছিল'। যা দিয়ে এযুগে নবীর নামে সুর সঙ্গীত জায়েয করা হচ্ছে *(ঐ)*। অথচ এসবের কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (৩১/১৯১)ঃ কুরআন কি শুধু মুসলমানদের জন্য, নাকি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য?

-অনুপম
বায়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন শুধু মুসলিম উম্মাহ্র জন্য নয়; বরং তা সমগ্র বিশ্ববাসীর হেদায়াতের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রামাযান হল সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে

আল-কুরআন, যা মানব জাতির জন্য হেদায়াত, স্পষ্ট পথনির্দেশ এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৯২)ঃ পবিত্রতা অর্জন না করে সালাম দেওয়া বা নেওয়া যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নূর জাহান বেগম
কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তরঃ সালাম দেওয়া বা জওয়াব দেওয়ার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা শর্ত নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, অপবিত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হ'লে তিনি আমার হাত ধরলেন। তিনি না বসা পর্যন্ত আমি তার সাথে হাঁটলাম। অতঃপর গোপনে আমি বাড়ীতে এসে গোসল করে তাঁর কাছে এসে দেখি তিনি সেখানেই বসে আছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি কোথায় গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, 'সুবহা-নাল্লাহ! নিশ্চয়ই মুমিন অপবিত্র হয় না *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, অপবিত্র অবস্থায় সালাম দেওয়া বা তার জওয়াব দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৯৩)ঃ ফরয ছালাতের জামা'আত শুরু হ'লে অন্য ছালাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শামিল হ'তে হবে। কিন্তু কেউ যদি ৪ রাক'আত সুন্নাত ছালাতের ৩ রাক'আত শেষ করে জামা'আতে শামিল হয় তাহ'লে তার জন্য করণীয় কি?

-হাফীযুর রহমান
তুলশীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের ইক্বামাত হ'লে সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হ'তে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*। অতঃপর পুনরায় তাকে পুরা সুন্নাত ছালাত আদায় করতে হবে *(ইবনু মাজাহ হা/১১৫৪, ১১৫৯ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৯৪)ঃ ফজরের আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান্নাঊম'-এর জবাবে 'ছাদাক্বতা ও বারারতা' বলা যাবে কি?

-আব্দুল মুমিন
সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত বাক্যের জবাবে 'ছাদাক্বতা ও বারারতা' বলার কোন দলীল নেই। এটি ভিত্তিহীন কথা। বরং মুওয়াযযিন যা বলেন সেটাই বলতে হবে *(ইরওয়াউল গালীল ১/২৫৯ পৃঃ হা/২৪১-এর আলোচনা দ্রঃ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৪০)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৯৫)ঃ ছালাত শেষে হাতের আঙ্গুল ব্যতীত অন্য কিছুতে তাসবীহ পাঠ করলে পাপ হবে কি?

-আব্দুল মান্নান
তুলশীপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাসবীহ হাতের আঙ্গুলেই গণনা করতে হবে, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩৫৮৩; মিশকাত হা/২৩১৬, সনদ হাসান)*। আঙ্গুল ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সনদ ছহীহ নয় *(যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৬৮; ৩৫৫৪, মিশকাত হা/২৩১১)*। সুন্নাত মোতাবেক আমল করলেই কেবল নেকী পাওয়া যায়। নইলে তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না। ঐ ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(কাহ্‌ফ ১৮/১০৩-০৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৯৬)ঃ 'মালাকুল মঊত' এসে মূসা (আঃ)-কে সালাম না দেয়ার কারণে তিনি তাঁকে থাপ্পড় মেরে চোখ কানা করে দিয়েছিলেন। এ কথা কি ঠিক?

-আফযাল হোসাইন
পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মালাকুল মঊত মূসা (আঃ)-কে সালাম না দেওয়ার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে তিনি থাপ্পড় মেরেছিলেন এবং তাতে মালাকুল মঊত-এর চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এটি ছহীহ বুখারীর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩)*। ইবনু হিব্বান (রহঃ) ছহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে আসায় এবং মূসা (আঃ) তাকে চিনতে না পারায় থাপ্পড় মেরেছিলেন। এছাড়া তিনি তাকে যে আকৃতিতে চিনতেন তিনি সে আকৃতিতে আসেননি *(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২২)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৯৭)ঃ সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী (রহঃ) ও শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর 'জিহাদ আন্দোলন' এবং বাংলাদেশে নামে-বেনামে চরমপন্থী জঙ্গী সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য কি?

-নাজমুল হক
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
এন.এস. সরকারী কলেজ, নাটোর।

উত্তরঃ সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর জিহাদ আন্দোলন এবং বাংলাদেশে প্রচলিত চরমপন্থী জঙ্গী সংগঠন সমূহের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। উপমহাদেশে জিহাদ আন্দোলন ছিল দখলদার ইংরেজ কুফরী হুকুমতের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামের নামে কথিত চরমপন্থী আন্দোলন সমূহ পরিচালিত হয়েছে দেশীয় মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে কবীরা গোনাহ। এরা বিগত যুগের খারেজী চরমপন্থীদের অনুসারী। এদের থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূলের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে *(বিস্তারিত দেখুন: ইক্বামতে দ্বীন পথ ও পদ্ধতি, পৃঃ ৩২-৪০)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৯৮)ঃ السلطان ظل الله فى الأرض، من أهان سلطان الله فى الارض اهانه الله– 'শাসক পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ছায়া স্বরূপ'। 'যে আল্লাহ্‌র শাসককে পৃথিবীতে অপদস্ত করবে, আল্লাহ্ তাকে অপদস্ত করবেন'। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

- মুত্তালিব
বড়গাছী, পবা, রাজশাহী।

Contents

উত্তরঃ উক্ত বাক্যটি দু'টি হাদীছের অংশ। প্রথম অংশটি 'জাল' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৬১, ১৬৬২)*। তবে পরবর্তী অংশটুকু ছহীহ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৯৯)ঃ জনৈক আলেম বলেছেন, পরীক্ষার আগে 'ফাইন্নাল্লাহা খায়রুন নাছিরীন' ৩ কিংবা ১১ বার পড়লে পরীক্ষা ভাল হবে। উক্ত দো'আ কি ছহীহ? যদি ছহীহ না হয় তাহ'লে কোন্ দো'আ পড়তে হবে?

-আব্দুল হাই
৩য় বর্ষ, বি.এ. আরবী, সাউথ মালদা কলেজ
মালদহ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত দো'আর পক্ষে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। এছাড়া নির্দিষ্টভাবে শুধু পরীক্ষা ভাল হওয়ার জন্য কোন দো'আ নেই। তবে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য 'রাব্বি যিদনী ইলমা' বা 'রাব্বিশ রাহ্‌লী ছাদরী ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী' পড়া যেতে পারে *(ত্বোয়াহা ২৫-২৬ ও ১১৪)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১৬০)ঃ জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবি মারিয়াম, মূসার বোন কুলছূম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার বিবাহ হবে। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাফর ইকরাম
ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত কথাটি মিথ্যা *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৮১২)*।